আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২০ঈসায়ী

সূচীপত্র

৩১শে মে, ২০২০

ফিলিস্তিনিদের মসজিদে ইবরাহীমীতে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেব্রনে অবস্থিত আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর স্মৃতিবিজড়িত মসজিদ আল ইবরাহীমীতে মুসলিমদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা।

২৫ মে সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইশতিয়্যাহ পশ্চিম তীরের বাইতে লাহামে সর্বপ্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাওয়ায় মার্চ মাস থেকে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি অংশে আরোপিত দীর্ঘ দুই মাস লকডাউনের ইতি ঘোষণা করেছেন।এ সময় তিনি সবাইকে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে গীর্জা এবং মসজিদগুলোও উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ডাব্লিউএএফএ'র তথ্যমতে, ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা সমস্ত সামরিক চেকপোস্ট এবং মসজিদ আল ইবরাহীমীতে যাওয়ার ইলেকট্রনিক গেইটগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। এবং বৈধ পন্থায় সীমানা পার হয়ে নামাজ পড়তে আসা মুসলিমদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে তারা বাধা দিচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,নামাজ পড়তে আসা মুসলিমদেরকে ক্রমাগত বাধা দেওয়ায় মসজিদের বাইরের অংশে নামাজ পড়তে গিয়ে আটকে যাওয়া মানুষের বিশাল জনসমাগম হয়ে গিয়েছে। ইহুদিবাদী সেনারা তখন শুধুমাত্র ৫০ জন লোককে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলো।

মসজিদের পরিচালক হেফজী আবু স্নিনিহ ইহুদিবাদী ইসরাইলের এসমস্ত পদক্ষেপের কঠোর নিন্দা করেছেন। এসময় তিনি পবিত্র স্থানগুলোতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করণে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

আল-খলিল ওয়াক্ফ বোর্ডের পরিচালক আবু সানিনা বলেছেন, ইব্রাহিমি মসজিদে নামাজ পড়তে আসা বহু মুসল্লিকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। আশেপাশের তল্লাশি চৌকিগুলো থেকেই তাদেরকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ইব্রাহিমি মসজিদ থেকে আজানও প্রচার করতে দেওয়া হয় নি। তিনি বলেন, এ ধরণের নানা অন্যায় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই মসজিদে মুসল্লিশূন্য করা পায়তারা চালানো হচ্ছে।

আবু সানিনা বলেন, ইব্রাহিমি মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশে বাধা দিয়ে ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। তারা এ মাধ্যমে ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর ওপর আঘাত করছে।

গত মঙ্গলবারও ইব্রাহিমি মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশে বাধা দেয় দখলদার বাহিনী। তারা সেদিন মাত্র ৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মসজিদে ঢুকতে দিয়েছিলো।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

ফিলিস্তিনির সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না, হত্যার পর ইসরাইলের স্বীকারোক্তি

গতকাল ৩০ মে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেমে আইয়াদ হাল্লাক নামে এক ফিলিস্তিনি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কুলে যাওয়ার সময় গুলি করে শহীদ করা হয়েছে। অস্ত্র বহনকারী সন্দেহে তাকে গুলি করা হলেও পরে জানা গেছে তার সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না।

খবর মিডলইস্ট মনিটর।

গত সপ্তাহে জেরুজালেমে ইসরাইলি গাড়িতে হামলা করতে পারে এ সন্ধেহে এক ফিলিস্তিনি যুবকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটার এক সপ্তাহ পার হতে না হতেই এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের ঘটানা ঘটায় বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক ইসরাইল। ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল থার্টিন নিউজ বলেছে, নিহত ব্যক্তি নিরস্ত্র ছিলেন এবং তার হয়তো মানসিক সমস্যা থাকতে পারে।

ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, নিরস্ত্র অবস্থায় পাওয়া এই ব্যক্তিকে ধাওয়া করার সময় ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে থাকার সময় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো।

ইসরাইলি পুলিশের মুখপাত্র মিকি রোজেনফেল্ড জানিয়েছেন,শনিবার সকালে পূর্ব জেরুজালেমে এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, পুলিশের টহল ইউনিট এক ব্যক্তির হাতে পিস্তলের মতো বস্তু থাকার সন্দেহ করে ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে ওই ব্যক্তি দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শহীদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।বার্তা সংস্থা "DOAM" এর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায় আয়াদ হাল্লাকের মা পুত্র শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন,কোন অপরাধে তারা আমার শান্ত ছেলেকে হত্যা করলো। এ সময় শোকে তার হাত-পা কাঁপছিলো।

হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম এক বিবৃতিতে বলেছেন, "ঠুনকো অজুহাতে একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা দখলদার ইসরাইলের হিংসাত্মক ও বর্বর মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায়।"

সত্যিকার অর্থে এই অপরাধগুলি মুসলিম বিশ্বকে জিহাদি প্রেরণায় উজ্জীবিত করবে, যা কেবলমাত্র শুধু ফিলিস্তিন নয় গোটা বিশ্বকে অন্যায় জুলুম থেকে মুক্ত করবে।

আল-আকসা মসজিদের প্রধান ইমামকে গ্রেফতার করল সন্ত্রাসী ইসরাইল

মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল-আকসা মসজিদের প্রধান খতিব ও ইমাম শায়খ ইকরামা সাইদ সাবরিকে গ্রেফতার করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইলি বাহিনী। এ সময় তারা আল-আকসা মসজিদ স্কুলের শিক্ষক হানাদি আল-হালাওয়ানিকেও গ্রেফতার করে।

শুক্রবার জেরুজালেমে তার বাসভবনে ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের সদস্যরা হানা দিয়ে তাকে আটক করে। শনিবার ফিলিস্তিনি তথ্যকেন্দ্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে মিডলইস্ট মনিটর।

সন্ত্রাসী ইহুদিদের অভিযোগ তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে মুসল্লিদের উসকানি দেন।

দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী এর আগেও বেশ কয়েকবার শেখ সাবরির বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে এবং আল-আকসা মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে।

আল-আকসা মসজিদে দখলদার ইসরাইলের বিধিনিষেধ প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন শেখ সাবরি। তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের হুমকি থেকে আল-আকসা মসজিদকে রক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকতে।

এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি মসজিদে আকসার জুমার খুতবায় দখলদারিত্বের বিষয়ে কথা বলায় শায়খ ইকরিমা সাবেরিকে এক সপ্তাহের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল।

এদিকে আল-আকসা মসজিদের প্রধান খতিবকে আটকের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস।

সংগঠনটির রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, খতিব ইকরামা সাবরিকে আটকের মাধ্যমে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ ও মুসলমানদের ইবাদতের অধিকার লঙ্ঘন করে বিশ্ব মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত করেছেন।

২৯শে মে, ২০২০

'ত্রাণ না দিয়ে পারলে বাঁধটা ঠিক করাইয়া দেন'

দেশের উপকূলীয় সমুদ্র তীরবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ জেলা বরগুনা। এ জেলার বয়েছে খরস্রতা পায়রা ও বিষখালী নদী; যা সদর ও বেতাগী, আমতলী ও তালতলী, বামনা ও পাথরঘাটা ছয়টি উপজেলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভাগ করে রেখেছে তিন ভাগে। এ ছাড়াও এ জেলা থেকে সুন্দরবনকে পৃথক করেছে বলেশ্বর নদী। দক্ষিণাঞ্চলের সব ঘূর্ণিঝড়ই আঘাত হানে এ অঞ্চলে। নড়বড়ে বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় সহস্র একর ফসলি জমি। জলোচ্ছ্বাসের স্রোতে ভেসে যায় শত শত মাছের ঘের। মুখ থুবরে পড়ে জেলার কৃষি ও মৎস্য খাত। নিঃস্ব হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। যুগ যুগ ধরে চলা প্রকৃতির এমন নিষ্ঠুরতার পরও জেলায় মজবুত ও টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এ জেলার মানুষ।

ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাবে সাড়ে ১১ ফিট উচ্চতার জোয়ারের তীব্রতায় জেলার ২১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক ভেঙে গেছে। পুরোপুরি ভেঙে গেছে প্রায় ২০০ মিটার। এতে জেলার ৬টি উপজেলার ৮২টি স্থানে বেড়িবাঁধের ক্ষত হয়েছে, যা মেরামত করতে ২০ কোটি টাকার প্রাকল্প ব্যয় ধরেছে বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ড। জানা গেছে, জেলার প্রধান তিনটি খরস্রোতা নদী বিষখালী, পায়রা ও বলেশ্বরসহ বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে সদর উপজেলাসহ ছয়টি উপজেলাকে নিরাপদ রাখতে মোট ৮০৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের আগেই ২০ কিরোমিটার বেড়িবাঁধ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলোর ১৫ থেকে ১৬টি স্থান পুরোপুরি ভেঙে গেছে। এতে প্লাবিত হয়েছে প্রায় অর্ধশত গ্রাম।

পানিতে তলিয়ে গেছে সেসব এলাকার ঘরবাড়ি এবং মাছের ঘের। তলিয়ে গেছে মুগডাল, চিনা বাদাম এবং ভুট্টার ক্ষেতসহ শত শত সবজির বাগান। তবে জোয়ার ভাটার এলকায় উত্তরাঞ্চলের মতো লাগাতার পানি থাকে না এ জেলায়। তারপরও নড়বড়ে বেড়িবাঁধের কারণে প্রতিদিন দুবার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু।

আক্ষেপ নিয়ে বরগুনা উপজেলার বিষখালী পাড়ের ডালভাঙা এলাকার ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ আবুল হাশেম বলেন, 'আমাগো ত্রাণ লাগবে না ভাই। যদি পারেন সরকাররে দিয়া আমাগো বেড়িবাঁধটা একটু ঠিক কইরা দেন। দিন রাত আর পানিতে ভাসতে পারি না। ঘরবাড়ি সব তলিয়ে যায় দিনে রাতে দুবারের জোয়ারে।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢলুয়া গ্রামের মতো বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা-পাতাকাটা, বুড়িররচর, ছোট লবণগোলা, পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের গাববাড়িয়া, তাফালবাড়িয়া, কাঠালতলী ইউনিয়নের পরীঘাটা এবং পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের পদ্মা, জ্বিনতলা এলাকার বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে আশপাশের গ্রাম। এ ছাড়াও বামনা উপজেলা রামনা ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ, পূর্ব সফিপুর এবং বামনা লঞ্চঘাট, অযোদ্ধা, কলাছিয়াসহ তালতলী উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বেড়িবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

এ বিষয়ে বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কাইসার আলম বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাবে সাড়ে ১১ ফিট তীব্র জোয়ারের আঘাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫টি স্থানের বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয় প্লাবিত হয়েছে। জেলার ২১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর প্রায় দুইশ মিটার বেড়িবাঁধ পুরোপুরি ভেঙে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বেড়িবাঁধ নির্মাণে প্রায় ২০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

বজ্রপাতে মারা গেলেন ৯ জন

দেশের বিভিন্ন স্থানে গত মঙ্গলবার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রপাতে মোট ৯ জনের মৃত্যুর খরর পাওয়া গেছে। আমাদের সময় পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: আম কুড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে সাদেকুল ইসলাম (৬৭) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তিনি সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের বড় মরা পাগলা গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় এ ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, শিবগঞ্জ উপজেলার ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের পার কৃষ্ণগোবিন্দপুর গ্রামের রুমালী বেগম ও মনাকষা ইউনিয়নের রানিনগর হঠাৎপাড়া গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে মামুন (৩৫) বজ্রপাতে মারা যান।

বগুড়া: ধুনটে বজ্রপাতে ২ ব্যবসায়ী মারা গেছেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের সাগাটিয়া বাজারে এই ঘটনা ঘটে। মৃত দুই ব্যবসায়ী হলেন হিজুলী গ্রামের নাদু খাঁর ছেলে ফজর আলী (৪২) ও একই গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে হাফিজুর রহমান (৪৫)। এদিকে কালাই থিয়টপাড়ায় বজ্রপাতে বাড়ির দেওয়াল ধসে মারা গেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি ও কালাই ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান নজিরউদ্দিন সরদার (৭০)।

রংপুর : মিঠাপুকুরে বজ্রপাতে ইউসুফ আলী (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার উপজেলার কাফ্রিখাল ইউনিয়নের পাহাড়পুর গ্রামে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহত ইউসুফ আলী পাহাড়পুর গ্রামের আমিরউদ্দিনের ছেলে।

গাইবান্ধা : সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের তিস্তা নদীর চরে গত বুধবার বিকালে বজ্রপাতে আবদুল মমিন মিয়া (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আবদুল মমিন ওই ইউনিয়নের উজান বোচাগাড়ি গ্রামের মৃত কাদিম শেখের ছেলে। অন্যদিকে সাদুল্যাপুর উপজেলার ফাঁকা মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরমা আক্তার (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সুরমা লক্ষ্মীপুর গ্রামের কৃষক ছকু মিয়ার মেয়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

লিবিয়ায় মানব পাচারকারীদের নৃশংস গুলিতে ২৬ বাংলাদেশিসহ নিহত ৩০

লিবিয়ায় মানব পাচারকারীরা গুলি করে ২৬ বাংলাদেশিসহ ৩০ জন অভিবাসীকে হত্যা করেছে। অন্য চারজন আফ্রিকার অভিবাসী। লিবিয়ার মিজদা শহরে ওই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সময় গুলিতে আহত আরও ১১ জনকে জিনতান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দেশটির এক মানব পাচারকারী মারা যাওয়ার পর প্রতিশোধ নিতে তার পরিবারের সদস্যরা ওই ৩০ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে।

খবর : ডেইলি সাবাহ

ওই পাচারকারী বাঙালি অভিবাসীদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করতে মারাত্মক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে পাচারকারীর সাথে বাঙালীদের হাতাহাতি হয় ফলে পাচারকারী এক পর্যায়ে মারা যান। সেই মৃত্যুর দায় ওই অভিবাসীদের ওপর চাপিয়েছেন তার স্বজনরা। তার প্রতিশোধ নিতেই ওই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত লিবিয়ার সরকার গভার্নমেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকর্ড (জিএনএ) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছ।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইএমও) লিবিয়ার মুখপাত্র সাফা এমসেহলি বলেন, নৃশংস এ ঘটনার খবর আমরা জানতে পেরেছি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি। এ ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

গাদ্দাফি পরবর্তী গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত লিবিয়ায় কাজের সন্ধানে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই তরুণরা অবৈধ পথে দেশটিতে পাড়ি জমায়।

‘দিন রাত পানিতে ভাসতে আর পারি না'

উপকূলীয় সমুদ্র তীরবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ জেলা বরগুনা। এ জেলার বয়ে চলেছে খরস্রোতা পায়রা ও বিষখালী নদী। যা জেলার বরগুনা, আমতলী, বামনা, তালতলী, বেতাগী ও পাথরঘাটা এ ছয়টি উপজেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে তিন ভাগে। এছাড়াও এ জেলা থেকে সুন্দরবনকে পৃথক করেছে বলেশ্বর নদী।

প্রায় প্রতিবছরই বরগুনায় আঘাত হানে কোনো না কোনো ঘূর্ণিঝড়। নড়বড়ে বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় সহস্র একর ফসলি জমি। জলোচ্ছ্বাসের স্রোতে ভেসে যায় শত শত মাছের ঘের। মুখ থুবড়ে পড়ে জেলার কৃষি ও মৎস্য খাত। নিঃস্ব হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। যুগ যুগ ধরে চলা প্রকৃতির এমন নিষ্ঠুরতার পরও জেলায় মজবুত ও টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এ জেলার মানুষ।

ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে সাড়ে ১১ ফিট উচ্চতার জোয়ারের তীব্রতায় জেলার ২১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক ভেঙে গেছে। পুরোপুরি ভেঙে গেছে প্রায় ২০০ মিটার বেড়িবাঁধ। এতে জেলার ৬টি উপজেলার ৮২টি স্থানে বেড়িবাঁধের ক্ষতি হয়েছে যা মেরামত করতে ২০ কোটি টাকার প্রাক্কলন ব্যয় ধরেছে বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ড।

পানি উন্নয়ন বোর্ডসূত্রে জানা গেছে, জেলার প্রধান তিনটি খরস্রোতা নদী বিষখালী, পায়রা ও বলেশ্বরসহ বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে সদর উপজেলাসহ ছয়টি উপজেলাকে নিরাপদ রাখতে মোট ৮০৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের আগেই ২০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ।

ঝুকিপূর্ণ এসব বেড়িবাঁধের ১৫ থেকে ১৬টি স্থান পুরোপুরি ভেঙে গেছে। এতে প্লাবিত হয়েছে প্রায় অর্ধশত গ্রাম। পানিতে তলিয়ে গেছে সেসব এলাকার ঘরবাড়ি এবং মাছের ঘের। তলিয়ে গেছে মুগডাল, চিনা বাদাম এবং ভুট্টার ক্ষেতসহ শত শত সবজির বাগান।

বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের বিষখালী পাড়ের ডালভাঙ্গা এলাকাবাসী আবুল হাশেম (৬০) বলেন, 'আমাগো ত্রাণ লাগবে না ভাই। যদি পারেন আমাগো এই বেড়িবাঁধটা যেন সরকার একটু ঠিক কইরা দেয়। দিন রাত পানিতে ভাসতে আর পারি না। ঘরবাড়ি সব তলিয়ে যায়। দিনে রাতে দুই বারের জোয়ারে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢলুয়া গ্রামের মতো বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা-পাতাকাটা, বুড়িররচর, ছোট লবনগোলা, পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের গাববাড়িয়া, তাফালবাড়িয়া, কাঠালতলী ইউনিয়নের পরীঘাটা এবং পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের পদ্মা, জ্বিনতলা এলাকার বেড়িবাঁধ ভেঙে জোয়ারের পানিতে আশেপাশের গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়াও বামনা উপজেলা রামনা ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ, পূর্ব সফিপুর এবং বামনা লঞ্চঘাট, অযোদ্ধা, কলাছিয়াসহ তালতলী উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বেড়িবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

এ বিষয়ে বরগুনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কাইসার আলম বলেন, ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে সাড়ে ১১ ফিট তীব্র জোয়ারের আঘাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫টি স্থানের বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয় প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ এবং তা মেরামতের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে জেলার ২১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর প্রায় দুইশত মিটার বেড়িবাঁধ পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বেড়িবাঁধ নির্মাণে প্রায় ২০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। নয়া দিগন্ত

সন্ত্রাসী বিএসএফের পর এবার ভারতীয় নাগরিকদের পিটুনীতে বাংলাদেশী খুন

ভারতীয় নাগরিকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছে বাংলাদেশী নাগরিক লোকমান হোসেন (৩২)। গরুচোর অপবাদ দিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। লোকমান হোসেন হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার মালঞ্চপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হাসিমের ছেলে। বিজিবি-বিএসএস এর মাঝে একাধিকবার মিটিং শেষে ঘটনার ৫ দিন পর বৃহস্পতিবার দুপুরে লোকমানের লাশ দেশে আসবে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ মে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মোহনপুর এলাকায় তার ফুফুর বাড়ি যাচ্ছিলেন লোকমান। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের গোপালনগর পৌঁছাতেই এক দল ভারতীয় নাগরিক লোকমান হোসেনকে পথরোধ করে গরুচোর সন্দেহে এলোপাথাড়ি পিটাতে থাকে। এ সময় সে- আমিহ চোর না, বেড়াতে এসেছি- এমন আকুতি বার বার জানালেও পাষণ্ডদের মন গলেনি। এলোপাথাড়ি পিটুনিতে তার মৃত্যু হয়। ভারতীয় কয়েকটি গণমাধ্যমে লোকমানের আকুতির ভিডিও প্রচার হয়েছে। তবে ত্রিপুরার গণমাধ্যম গরুচোর সন্দেহে গণপুটুনিতে মৃত্যুর বিষয়টি চাউর করে। মৃত ভেবে ভারতীয়রা লোকমানকে বাংলাদেশ সীমান্তের অদূরে একটি জঙ্গলে ফেলে রাখে।

খবর পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা রাজ্যের সিধাই থানা পুলিশ মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে লোকমানের মৃত্যু হয়। বুধবার বিকেলে ১৯৯৪ /৪ এস পিলারের নিকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মোহনপুর গ্রামে বিজিবি-বিএসএফ এর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের পক্ষে বিএসএফ ১২০ ব্যাটালিয়নের মোহনপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার ইন্সপেক্টর শশি কান্ত ও বাংলাদেশের পক্ষে ৫৫ বিজিবির ধর্মঘর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার দেলোয়ার হোসেন এই বৈঠকটি পরিচালনা করেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবারই ভারতের পশ্চিম ত্রিপুরা রাজ্যের মোহনপুর সীমান্ত দিয়ে লাশ হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় পুলিশ ময়না তদন্ত, সুরতহাল রিপোর্ট আনুষাঙ্গিক কাগজ-পত্র ছাড়া লাশ হস্তান্তর করতে চাইলে বাংলাদেশের বিজিবি-পুলিশের প্রতিনিধিরা অস্বীকৃতি জানায়।

বৃহস্পতিবার সকালে বিজিবির ধর্মঘর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার দেলোয়ার হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় বিএসএফ লোকমানের লাশ আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে।

নিহতের পরিরার সূত্র জানায়, লোকমান মিয়া বাড়ির পাশ দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মোহনপুরে তার ফুফুর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে স্থানীয় ভারতীয় রোষানলে পড়ে নির্মমভাবে খুন হন তিনি। নিহতের ছোটোভাই হুমায়ুন মিয়া বলেন, আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। ভারতীয় গনমাধ্যমে প্রচার হয়েছে। অথচ তারা কাগজপত্র ছাড়া লাশ ফেরত দিতে চায়। তিনি হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার দাবি করেন।

কালের কণ্ঠ

মিষ্টির দোকান থেকে পাওয়া গেলো ত্রাণের চাল

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মীরপুর বাজারে মিষ্টির দোকান থেকে ৬বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়েছে। এ সময় ওই দোকানের কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে এবং দোকানটি সিলগালা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা তালুকদার এই অভিযান পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মীরপুরের ফরিদ মিয়ার মিষ্টির দোকানে সরকারের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি ওএমএস এর চাল রয়েছে এই সংবাদ জানতে পেরে বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান পরিচালনা করে এই চাল জব্দ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আটককৃত ওই কর্মচারীর নাম জানা যায়নি।

ত্রাণ দেবার নামে আওয়ামী সরকারের টম এন্ড জেরি খেলায় জনগণ এখন ত্যক্ত-বিরক্ত। জনগণের টাকায় জনগণের আমানত ফিরিয়ে দেবার কথা থাকলেও আওয়ামী সন্ত্রাসী লীগের ছা পোষা সদস্যরা তা লুটেপুটে খাচ্ছে। আত্মসাৎ করছে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারও। করোনা মহামারীর এই সংকটের মধ্যেও আওয়ামী চোরেরা নিজেদের লোভাতুর জিহ্বাটাকে ক্ষণিকের জন্য নিবৃত্ত করতে পারছে না।

আওয়ামী লীগে ছড়িয়েছে 'হানাহানির ভাইরাস'

করোনাকালে আরেক ‘ভাইরাসের’ উপদ্রপ শুরু হয়েছে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার এ ‘ভাইরাস’ ছড়িয়ে দিচ্ছে উপজেলাজুড়ে। তাদের উপদ্রবে বিরক্ত এলাকাবাসী। যখন করোনা দুর্গতদের পাশে থেকে সাহস জোগানোর কথা, তখন নেতাকর্মীদের দায়িত্বহীনতা অবাক করেছে স্থানীয়দের। গত ১৫-২০ দিন ধরে থেমে থেমে চলছে দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থান, হামলা ও শক্তি দেখানোর মহড়া। স্থানীয় সংসদ সদস্য, সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদের পক্ষের সঙ্গে তার বিরোধীদের বিরোধ সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ্যে চলে আসায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোতায়েম হোসেন স্বপনকে নিয়ে। স্থানীয় সংসদ সদস্য তাকে উপজেলা ত্রাণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ এনে গত ১৩ মে ত্রাণ কমিটি থেকে তিনি পদত্যাগ করে বসেন। এতে এমপি নূর মোহাম্মদ তার (স্বাপন) প্রতি রুষ্ট হন। সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এর জবাব চান সংসদ সদস্য। পদত্যাগকারী আওয়ামী লীগ নেতা স্বপন ফেসবুকে এমপির প্রতিক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানান। এসব নিয়ে পাকুন্দিয়ায় উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি হয়।

এর জের ধরে গত ১৬ মে এমপিপক্ষের লোকজন স্বপনের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। এরপর দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন পাকুন্দিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের আরেক প্রভাবশালী যুগ্ম-আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম রেনু। তিনি উপজেলার উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে দুইবার লাইভে গিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি কিছু কিছু বিষয়ে এমপির সমালোচনা করেন। এর পর থেকে সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে চলতে থাকে ঠাণ্ডাযুদ্ধ। বর্তমান বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এ দুজন।

এর জের ধরে আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলা শ্রমিক লীগ সংসদ সদস্যের পক্ষ নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানের বিচার দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। তারা এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রেনুর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ‘অবমাননাকর’ শ্লোগান দেয়। মিছিলটি পাকুন্দিয়া সদরের বিভন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে মানববন্ধন ও সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক লীগের উপদেষ্টা আতিকুল্লাহ সিদ্দিক মাসুদ, আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল কবীর, মুছলেহ উদ্দিন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর আসাদ মিয়া, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শরিফুজ্জামান বকুল, আমজাদ হোসেন সবুজ, বিল্লাল হোসেন পাপ্পু, আব্দুল জব্বার সুমন প্রমুখ।

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, করোনার সময়ে আওয়ামী লীগে যা চলছে তা নজীরবিহীন। যে সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছ থেকে মানুষ দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করেছিল, সে সময়ে নিজেদের হানাহানি-হাঙ্গামায় বিরক্ত হচ্ছে লোকজন। যেভাবে মহড়া, পাল্টা মহড়া চলছে, সভা-সমাবেশ চলছে, তাতে করোনা ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। যা মোটেই কাম্য নয়।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম রেনুর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ ছিল না। তার লোক (স্বাপন) কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। এ নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছে, মারামারি হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে আমাকে অহেতুক দায়ি করা হচ্ছে। তিনি প্রতিনিয়ত উপজেলা চেয়ারম্যানের অধিকার খর্ব করে চলেছেন। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

স্থানীয়রা বলছেন, এ বিরোধে উপজেলা চেয়ারম্যান জড়িয়ে পড়ায় পাকুন্দিয়ায় উত্তেজনা বাড়ছে। যে কোনো সময় সেখানে বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে যেতে পারে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

ভারতে সত্যিই কি হামলা চালাবে তালেবান?

'ঈদের পরে ভারতে হামলা চালাবে তালেবান'—সম্প্রতি এরকম একটি নিউজ ছড়িয়ে পড়েছে। নিউজটি সত্য নাকি মিথ্যা—এই বিষয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন, আমাদের কাছে নিউজটির সত্যতা জানতে চেয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে আজ নিউজটির পর্যালোচনা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত জেনে নেওয়া দরকার নিউজটি কীভাবে ছড়িয়েছে। আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল বার্তার মতো করে তৈরি একটি উর্দু বার্তা অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। বার্তাটিতে বলা হয়, ভারতে ঈদুল ফিতরের পরে হামলা চালাবে তালেবান। প্রথমত টুইটারে ছড়ালেও পরে এই বার্তাটি পাকিস্তানের মূলধারার মিডিয়াতেও প্রচার করা হয়। এভাবে সংবাদটি আলোচনায় উঠে আসে।

আফগানিস্তানের মুসলমানরা শান্তিতে থাকুক এটা ভারত চায় না। ভারত চায় না দখলদার আমেরিকান বাহিনী আফগান ছেড়ে চলে যাক। তাই, তালেবানের সাথে আমেরিকার শান্তি আলোচনার ব্যাপারে ভারতকে শুরু থেকেই নাখোশ দেখা যাচ্ছিল। কেননা আমেরিকা আফগান ছেড়ে যাওয়া মানে আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা তালেবানদের হাতে চলে যাওয়া, আফগানজুড়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া। আর আফগানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানে হলো—আফগানিস্তানে ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া, হিন্দুত্ববাদী ভারত প্রতিষ্ঠার পথে আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত হুমকিরূপে আবির্ভূত হওয়া। এ কারণে আফগানে তালেবানের ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বদাই সরব দেখা গেছে ভারতকে।

ভারতের এসব শান্তিবিরোধী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে কিছুদিন আগে তালেবান নেতা শের মুহাম্মাদ আব্বাস স্টানিকজাই বলেছিলেন, ভারত কাবুলের দুর্নীতিবাজ সরকারের পক্ষ নিয়ে সবসময়ই আফগানে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তাঁর এই বক্তব্যের পরপরই ঈদের পর ভারতে তালেবানের হামলা চালানো বিষয়ক সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংবাদটি পাঠকমহলে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পায়, আলোচিত হয়ে উঠে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে গত ১৮ই মে একটি টুইট বার্তা প্রদান করেন আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের রাজনৈতিক মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ। সেখানে তিনি ভারতে হামলা করার সংবাদটিকে আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের নীতির সাথে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যায়িত করে বলেন, 'ইসলামী ইমারতের নীতি পরিষ্কার যে, এটি অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।'

মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ-এর উক্ত বার্তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতে তালেবান হামলা চালাবে মর্মে যে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটি একটি গুজব। তবে, মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ-এর ঐ বার্তাকে কেন্দ্র করে আবার নিকৃষ্টভাবে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে লিপ্ত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মিডিয়াগুলো। তারা এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে যে, 'কাশ্মীরকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেছে তালেবান'। অথচ, সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ এর বার্তাতে কাশ্মীর শব্দটিরই উল্লেখ নেই। তাঁর দুই লাইনের উক্ত টুইট বার্তার কোথাও এটা বলা হয়নি যে, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বরং তিনি বার্তাটিতে ইসলামী ইমারতের একটি সাধারণ নীতি স্পষ্ট করেছেন মাত্র।

এই নীতির আলোকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তালেবান নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত, আফগানিস্তান ব্যতীত অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন না। যেহেতু কাশ্মীর আফগানিস্তানের অংশ নয়, তাই কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতে হামলা চালাতে চায় না তালেবান। সুতরাং, কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নাকি পাকিস্তানের, নাকি আলাদা একটি দেশ—এর কোনোটিই মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ এর বার্তা থেকে বুঝা যায় না।

তাই এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ এর বার্তাটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো হলুদ সাংবাদিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ।

যাইহোক, 'তালেবান ভারতে হামলা চালাবে না'—এটা মূলত আগে থেকেই নিশ্চিত। তালেবান বহুবার তাদের বৈদিশিক নীতি স্পষ্ট করেছে। তবুও নতুন করে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী ভারত এখন যদিও আনন্দে ভাসছে, তবে আশা করা যায় অচিরেই তাদের এই আনন্দ চির বেদনায় পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা, তালেবান ভারতে হামলা না চালালেও তালেবানের অনুগত আল-কায়েদা উপমহাদেশের অধীনস্ত শাখাগুলো হিন্দুত্ববাদী ভারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, বিইযনিল্লাহ। বরং, কাশ্মীরে আল-কায়েদার শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ হিন্দুত্ববাদী সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে,

আলহামদুলিল্লাহ। অতএব তালেবান ভারতে হামলা চালাবে কি না—তা আলোচনার আগে জেনে নেওয়া দরকার যে, ইতোমধ্যেই ভারতে তালেবানের অনুগত আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখা হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

২৮শে মে, ২০২০

হৃদয় হত্যাকাণ্ডে নির্দেশদাতা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ সভাপতি

বরগুনায় ঈদের দিন বিকেলে শত শত স্থানীয় পর্যটকের সামনে কিশোর হৃদয়কে (১৭) হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল নির্দেশদাতা স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিক কাজির (৫০)। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেই রফিক কাজি তার সন্ত্রাসীবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন হৃদয়সহ হৃদয়ের বন্ধুদের ওপর হামলা চালাতে। আর এই নির্দেশ পেয়েই হৃদয়ের ওপর হামলা চালায় রফিক কাজির সন্ত্রাসীবাহিনী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় এলাকাবাসী এ তথ্য দিয়েছেন। এ ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানিয়ে মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার দিকে প্রেস ব্রিফিং করেছে বরগুনা জেলা পুলিশ।

হৃদয়ের একাধিক বন্ধু ও প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ঈদের দিন বিকেলে সাত বন্ধু মিলে একসঙ্গে সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্র গোলবুনিয়া ঘুরতে যায় হৃদয়। সেখানে পৌঁছার পর আকস্মিকভাবে হৃদয়ের সঙ্গে দেখা হয় তার পরিচিত এক বন্ধুর। এসময় তার সাথে কুশল বিনিময় করে হৃদয়। এরই মধ্যে হৃদয় এবং হৃদয়ের ওই বন্ধুকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে রফিক কাজির ছেলে ইউনুস কাজি (১৭)। ইউনুস কাজিও হৃদয়ের সাথে একত্রেই বরগুনার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। বাজে মন্তব্য করায় ইউনুস কাজির সাথে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে ইউনুস কাজিকে একটি থাপ্পর মারে হৃদয়। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যায়।

কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে মিটমাট হলেও ইউনুস কাজি তার পিতা স্থানীয় ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিক কাজিকে গিয়ে হৃদয়ের বিষয়ে নালিশ করে। এরপর রফিক কাজি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেই তার সন্ত্রাসীবাহিনীকে নির্দেশ দেন হৃদয়সহ হৃদয়ের বন্ধুদের ওপর হামলা চালাতে। এরপরই ইউনুস কাজি, নয়ন, হেলাল, নোমান, আবীর এবং তণীকসহ রফিক কাজির সন্ত্রাসীবাহিনী লাঠিসোটা নিয়ে হৃদয়ের ওপর হামলা চালায়। এসময় হৃদয় দৌড়ে বাঁচতে চাইলেও তাকে তাড়া করে পেটাতে থাকে ইউনুস কাজি, নয়ন, হেলাল, এবং নোমানসহ ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল। একপর্যায়ে লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে হৃদয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রফিক কাজির দস্যুতার এমন ইতিহাস অনেক পুরান। ২০০৪ সালে তুচ্ছ ঘটনায় আপন ভাই কনু কাজিকে অবৈধ অস্ত্র দিয়ে গুলি করে নাড়ি-ভুড়ি বের করে দিয়েছিলেন রফিক কাজি নিজেই। ভাগ্যগুণে গুলি খেয়েও বেঁচে যান তার ভাই কনু কাজি। পরে এ ঘটনায় সালিশ মীমাংসার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে তা মিটমাট হয়ে যায়। স্থানীয় ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার প্রভাব খাটিয়ে অন্যের রেকর্ডকৃত জমিতে মাছের বিশাল ঘের বানিয়েছেন রফিক কাজি জবরদখল করে। পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার কথা বলে স্থানীয় শত শত গ্রাহকের কাছ থেকে তিনি টাকা তুলেছেন। ঘর প্রতি ২৫’শ থেকে ৩২’শ টাকা পর্যন্ত তিনি নিজের পকেটে ভরেছেন।

চায়না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সিকো’ কম্পানির বেড়িবাঁধ উন্নয়ন ও নদী তীর সংরক্ষণের জন্য ব্লক তৈরির কাজে প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিক নেতা হয়ে সুকৌশলে সেখান থেকে তিনি লাখ টাকার মালিক হয়েছেন। গ্রামে জমিও কিনেছেন লাখ লাখ টাকার। অথচ বছর কয়েক আগেও দু’বেলা দু’মুঠো ভাত যোগাড় করতেও তার বেগ পেতে হত। স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা রফিক কাজির ক্ষমতার দাপটে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পান না কেউই।

বিশেষ করে রফিক কাজির ভাগনে আহসান (৩৫), হাসান (৩২), আমীর হোসেন (২৫), ভাইয়ের ছেলে রাজা (৪০), নোমান (২২), জুয়েল (২০) এবং সোহাগসহ (২২) তার অনুসারী বনি আমিন (৩৫) এবং জাফর সিকদারদের (৪৫) ভয়ে রফিক কাজির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পান না কেউই। কালের কণ্ঠ

আরিচা ও পাটুরিয়ায় ব্যাপক ভাঙ্গনে শঙ্কিত স্থানীয়রা

ঘূর্ণিঝড় আমফান ও গত কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টি ও বাতাসে পদ্মা-যমুনা তীরবর্তী পাটুরিয়া ও আরিচা ঘাটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভয়াবহ ভাঙ্গনে বিলিন হওয়ায় স্থানীয়রা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

আরিচা ঘাটে কাছে যমুনার ভাঙ্গন ঠেকাতে প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১৩ হাজার জিও ব্যাগ ফেলার প্রকল্প বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করবে বলে মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাঈন উদ্দিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। অপরদিকে, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদিক বুধবার সকালে পাটুরিয়া ঘাটের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে ভাঙ্গন রোধে প্রকৌশল বিভাগকে তাৎক্ষনিক কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

জানা গেছে, আমফানের প্রভাবে পদ্মা পাড়ের পূর্বাংশে স্পর্শকাতর পাটুরিয়া ফেরি ঘাট এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে পাটুরিয়ার ৩, ৪ ও ৫ নং ফেরি ঘাট এলাকা বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া, যমুনা তীরের আরিচার উত্তরের নিহালপুর থেকে দক্ষিণের প্রায় দু'কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙ্গনে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক সৃস্টি হয়েছে। আরিচা ঘাটের কাছে ভাঙ্গন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড চলতি মওসুমে মোটা টাকা ব্যয়ে ড্রেজিং কার্যক্রম চালালেও তাতে কোনো ফলপ্রসু হয়নি। এতে নদী ভাঙ্গন আরোও তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে স্থানীয়রা নানা মন্তব্য করছে।

বিআইডব্লিউটিএ আরিচা অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী নিজাম উদ্দিন পাঠান জানান, সংস্থার চেয়ারম্যান ও চিফ ইঞ্জিনিয়র মহোদয়ের তাৎক্ষনিক নির্দেশ মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে পাটুরিয়া ঘাট এলাকায় জিও ব্যাগ ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকলে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে ভাঙ্গন রোধ সম্ভব হবে।

সংস্থার চেয়ারম্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের আরোও জানান, স্পর্শকাতর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ফেরি-লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ঘাট সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। তাই জরুরী ভিত্তিতে পাটুরিয়ার ৩টি ঘাট মেরামতের কাজ চলছে।

এদিকে, পানি উন্নয়ন বোর্ড মানিকগঞ্জ অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাঈন উদ্দিন জানিয়েছেন, যমুনা তীরবর্তী আরিচা এলাকায় ভাঙ্গন রোধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জিও ব্যাগ প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে। প্রকল্পের গতি ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের আবেদন করা হয়েছে। নয়া দিগন্ত

সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন চীনা প্রেসিডেন্ট

চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং দেশটির সেনাবাহিনীকে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের সময় চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং এই নির্দেশ দেন।

যদিও শি চিনপিং সেই সময় কোনো দেশের নাম উল্লেখ করেনি। তবে একদিকে ভারতের সঙ্গে সীমান্তে সংঘাত চলছে। পূর্ব লাদাখে সীমান্তরেখার বেশ কিছু অঞ্চলে ভারত ও চীনের সেনা সদস্যরা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। অন্তত ১০০ তাঁবু বানিয়ে লাদাখের কাছে ঘাঁটি গেড়েছে চীনের সেনা।

অন্যদিকে, ভাইরাস নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বাকযুদ্ধ তুঙ্গে। আবার দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে বিরোধ রয়েছে চীনের। এ ছাড়া হংকংয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই শি চিনপিং সেনাদের এই নির্দেশনা দিলেন।

ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি'র প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশ চীন গত ২২ মে তার প্রতিরক্ষা বাজেট ৬.৬ শতাংশ বাড়িয়ে ১৭৯ বিলিয়ন ডলার করেছে। যা ভারতের তুলনায় তিনগুণ।

সূত্র: আমাদের সময়

২৭শে মে, ২০২০

৯০০ তালিবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে কাবুল প্রশাসন

ঈদের আগে নতুনকরে মুক্তি পেয়েছে ৯০০ তালিবান মুজাহিদ। চুক্তি অনুযায়ী এই পর্বে ২ হাজার মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়ার কথা থাকলেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৯০০ জনকে।

আফগান মুসলিমদের শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উদযাপনের কথা বিবেচনায় রেখে ঈদের আগে তিনদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলো তালিবান মুজাহিদিন। ঘোষণার পর কাবুল প্রশাসনও মুজাহিদিনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে যুদ্ধবিরতি দেয়। যুদ্ধবিরোধীর পরপরই বন্দীমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কাবুল প্রশাসন।

এদিকে কাবুল সরকার মুক্তিপ্রাপ্ত তালেবান মুজাহিদদের থেকে পুনরায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার শপথ নেওয়ার চেষ্টাও করেছিলো। এ বিষয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত তালেবান মুজাহিদিন জানান, আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো কি করবো না এটা নির্ভর করে ইসলামি ইমারতের সিদ্ধান্তের উপর। আমরা তাদের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত।

চলতি বছর ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইমারতে ইসলামিয়ার শান্তিচুক্তির পর প্রথমবারের মতো একসাথে এতোসংখ্যক মুজাহিদিন বন্দী মুক্তিলাভ করেছেন।

এদিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তালিবান বন্দীদের মুক্তি দেয়ার পর মুজাহিদিনও আনঅফিশিয়ালি ২৫০ সরকারি সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছেন।

কাবুল প্রশাসনের দাবিমতে, তারা এ পর্যন্ত ১,৯০০ তালেবান বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে, বিপরীতে ইসলামি ইমারত মুক্তি দিয়েছে ২৬০ মুরতাদ সৈন্যকে।

উল্লেখ্য, মার্কিন-তালিবান শান্তিচুক্তি অনুযায়ী আন্তঃআফগান সংলাপের আগে কাবুল প্রশাসন ৫ হাজার তালেবান বন্দীকে মুক্তি দিবে। বিপরীতে তালেবান মুক্তি দিবে ১ হাজার সরকারি সৈন্য।

তালেবান প্রতিবার তাঁদের বার্তায় এটা স্পষ্টভাষায় বলে আসছে, ৫ হাজার কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দেওয়ার আগ পর্যন্ত আন্তঃআফগান আলোচনা শুরু হবেনা।

মুসলিম জনসাধারণের সাথে আনসারুত তাওহিদের ঈদ উৎসবের চিত্র

সিরিয়া ভিত্তিক সুন্নি জিহাদি গ্রুপ আনসারুত তাওহিদ এর মুজাহিদিন পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুসলিম জনসাধারণের সাথে তাদের ঈদ উৎসবের কিছু আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি প্রকাশ করেছেন...

https://alfirdaws.org/2020/05/27/38135/

সোমালিয়ায় কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে হারকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারতের একটি আদালত হত্যার দায়ে এক অপরাধীর উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে।

শাহাদাহ্ নিউজের বরাতে জানা যায়, মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রিত মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ প্রদেশের আইল-বুরু শহরের একটি শরয়ি আদালত আলি মুহাম্মদ জিনু জামআলি নামের এক ব্যক্তির উপর কিসাসের (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) বিধান কার্যকর করেছে। তার অপরাধ ছিলো সে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে।

আল-শাবাব মুজাহিদিনের হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বালআদ শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গতকাল ২৬ মে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

শাহাদাহ নিউজের তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের উক্ত হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো একজন। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ক্যাম্পে মুজাহিদদের হামলার দৃশ্য।

আল-কায়েদা সোমালিয়া শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের অফিসিয়াল আল-কাতায়েব মিডিয়া কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে 'তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হও' শিরোনামে ১৭ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিডিওটিতে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর আইল সালানি নামক একটি সামরিক ক্যাম্পে মুজাহিদদের হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযানের ভিডিও চিত্র দেখানো হয়েছে। অভিযানের ফলে ক্যাম্পটি বিজয় করে নিয়েছেন মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/05/27/38126/

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-শাবাব মুজাহিদিনের হামলা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। গতোকাল ২৬ মে সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম জিযু রাজ্যের বার্দিরী শহরের বিমান বন্দরের নিকটি এই হামলা চালানো হয়।

শাহাদাহ নিউজের তথ্যমতে, হামলায় কয়েকজন ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডারদের বেশ কিছু সামরিক সরঞ্জামাদি।

দখলদার ইসরাইলি কারাগারে মুসলিমদের বেদনাময় ঈদ

নিজ ভূমে পরবাসীদের কথা, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকারর বাসিন্দা নাসরিন আবু কামাল(৪৬) ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে বন্দী আছেন দখলদার ইসরাইলের কারাগারে। গত ৬ বছরে একবারও তার আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি এই নারীর সাথে। এমনকি ঈদের দিনগুলোতেও নয়।

ফলে নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে ঈদের আনন্দ কতটুকু সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একটি উপায়ে তিনি অবশ্য পরিবারের সাথে, সন্তানদের সাথে ‘সংযোগ’ স্থাপন করতে পারেন। সেটি ফিলিস্তিনের একটি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে।

রেডিও স্টেশনটি থেকে প্রতি বছর ঈদের দিনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নারী বন্দীদের- বিশেষ করে যেসব মায়েরা বন্দী আছেন ইসরাইলি কারাগারে তাদের পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা বার্তা (ভয়েস মেসেজ) প্রচার করা হয়। ইসরাইলি কারা কর্তৃপক্ষ অবশ্য সেই অনুষ্ঠানটি শোনার সুযোগ করে দেয় বন্দীদের।

পরিবার, সন্তানদের সাথে দেখা করতে না পারা একজন মা যখন তার আপন কারো কণ্ঠে রেডিওতে তার উদেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা শুনতে পান সেটি এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির জন্ম দেয় কারাগারে।

গত বছর ঈদের সময় ইসরাইলি কারাগারে বন্দী ছিলেন গাজার আরেক নারী হাইফা আবু-এসবেই। ৬ বছর ধরে বন্দী থাকা নাসরিন আবু কামাল ঈদের দিন রেডিও অনুষ্ঠানে প্রিয়জনের কণ্ঠ শুনে কেমন করেছিলেন সেটি তিনি তুলে ধরেছেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে।

হাইফা বলেন, ঈদের দিন বিকেলে নাসরিন যখন রেডিও অনুষ্ঠানে তারা সবচেয়ে ছোট সন্তানের কণ্ঠ শুনতে পান তখন একই সাথে তাকে প্রচন্ড আনন্দিত ও প্রচণ্ড দুঃখী মনে হয়েছে। অবুঝ শিশুর মতো আচরণ করেছেন তিনি। রেডিওতে প্রাণপ্রিয় সন্তানের সেই বার্তাটি প্রচারিত হওয়ার সময় তার চোখ ছিলো বন্ধ। মুখমণ্ডলে শুরুতে একরাশ আনন্দ ফুটে উঠলেও এরপরই সেখানে ভর করে যন্ত্রণা আর পরিবারকে কাছে পাওয়ার আকুলতা।

সংবাদ মাধ্যম "আনাদোলু এজেন্সিকে" দেয়া এক সাক্ষাৎকারে হাইফা বলেন, কারাগারের ঈদে কোন আনন্দ কিংবা উৎসব থাকে না। তবে ফিলিস্তিনি বন্দীরা একে অন্যকে প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করেন। হাইফা কারাগারে ঈদের স্মৃতি স্মরণ করে বলেন, অনেক বিধিনিষেধ থাকলেও বন্দীরা কারারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে নিজেদের আত্মাকে প্রশান্তি দেয়ার চেষ্টা করেন।

কেউ কেউ কারা কর্তৃপক্ষে কাছ থেকে পাওয়া সামান্য সামগ্রী দিয়ে ঈদ ক্যান্ডি বানান। কেউ অন্য বন্দী বা স্বজনদের উদ্দেশ্যে ঈদ বার্তা লেখেন হৃদয়গ্রাহী বাক্য দিয়ে।

হাইফা জানান, গত বছর ঈদের দিন তিনি সব নারী বন্দীদের চমকে দিয়েছিলেন। সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখেছে মাথার কাছে মিষ্টি রাখা। সামান্য সামগ্রী পেয়ে দুই দিন সময় নিয়ে অল্প কিছু মিষ্টি বানিয়েছিলেন হাইফা।

হাইফা বলেন, আমাকে হাশারোন জেল থেকে দামন জেলে নেয়ার সময় লুকিয়ে ক্যান্ডি বানানোর সামগ্রী সাথে নিয়েছিলাম। এছাড়া ২০ জনের জন্য মিষ্টি তৈরি করেছি। কারাগারে কোন ওভেন ব্যবহারের সুযোগ ছিলো না তাই একটি গরম প্লেট আর একটি ছোট পাত্র ব্যবহার করেছি।

সাবেক কারাবন্দীরা বলেছেন, ওই অনুষ্ঠানটি ঈদের দিন এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে কারাগারে। প্রিয়জনের কণ্ঠ শুনে কেউ প্রশান্তি অনুভব করেন, কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েন, কেউবা ফেটে পড়েন ক্ষোভে।

দিনে দিনে কারাগারে কড়াকড়ি আরো বাড়ছে। আল-দামন কারাগারে গত বছর থেকে ঈদের নামাজ পড়তে দেয়া হয় না বন্দীদের। তবে কারা চত্বরে সবাইকে জড়ো করে যখন গননা করা হয়, তখন বন্দীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করে নেন নিজেদের মাঝে।

প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স সোসাইটির তথ্য মতে, বর্তমানে ইসরাইলের আল-দামন কারাগারে বন্দী আছেন ৩৮ জন ফিলিস্তিনি নারী। যাদের মধ্যে তিন ভাগের একভাগ সন্তানের মা। কিন্তু সন্তানদের থেকে দূরে বন্দী প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে তাদের এবারের ঈদও।

উল্লেখ্য যে, করোনাভাইরাস সংক্রমনের সময় থেকে গত তিন মাস ধরে কোন বন্দীকেই আপনজনদের সাথে এমনকি আইনজীবীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতে দেয়া হচ্ছে না।

সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর।

২৬শে মে, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | শিশুদের সাথে ঈদ উৎসব ভাগ করে নিচ্ছেন তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন

ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত সিরিয়ান মুসলিমদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন।

এর মাঝে ঈদ আনন্দকে কিছুটা ভাগাভাগি করে নিতে শিশুদেরকে তাদের প্রিয় খেলনাগুলোও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের" মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2020/05/26/38117/

দুই হাজার তালেবানকে মুক্তি দিবে তাগুত আফগান সরকার

দুই হাজার তালেবানকে মুক্তি দিবে তাগুত আফগান সরকার এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র সাদিক সিদ্দিকী।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তালেবান কুফফার আফগান সরকারের বিরুদ্ধে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেয়। তারপর তাগুত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি এই বন্দী মুক্তির পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র সাদিক সিদ্দিকী বলেন, 'শুভেচ্ছার নিদর্শন' হিসেবে এই বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে। ধারণা করা হচ্ছে, বন্দীদের মুক্তি দেয়ার ফলে দেশটিতে শান্তি প্রক্রিয়া কার্যকর করা আরো সহজ হয়ে উঠবে।

২০০১ সালে মার্কিন সামরিক অভিযানের পর ক্ষমতাচ্যুত হয় তালেবান। তবে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে যুদ্ধ চললেও দেশটিতে এখন পর্যন্ত তালেবান যোদ্ধাদের পরাজিত করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র কিংবা তাদের সমর্থিত সরকার। এখনো নিয়মিত সরকারি ও মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তালিবান মুজাহিদগণ।

আবু আফিয়া

মুখোমুখি ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী, সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ছে

লাদাখ ও সিকিম সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে মুখোমুখি অবস্থান ধরে রেখেছে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী। এর জেরে পানগোং তাসো এবং গালওয়ান উপত্যকায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ভারত ও চীন। অস্থায়ী অবকাঠামোর পরিমাণও বাড়িয়েছে দুই দেশ।

গত ৫ মে পানগোং তাসো এলাকায় দুই দেশের সেনারা রড, লাঠি ও পাথর নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। ৯ মে উত্তর সিকিমেও একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরে ভারতীয় সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে দাবি করেন, এগুলো খুবই সাধারণ ঘটনা। মাঠ পর্যায়ের কমান্ডার বদল হলে এসব ঘটনা ঘটতে পারে।

সোমবার ভারতের ঊর্ধ্বতন সেনাসূত্রের বরাত দিয়ে সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি পানগোং তাসো এবং গালওয়ান উপত্যকায় সেনা উপস্থিতি বাড়ানোর খবর জানিয়েছে।

এর আগে, ২০১৭ সালে দোকলাম সীমান্তে ৭৩ দিন ধরে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী।

আমাদের সময়

নিজেদের মধ্যে সন্ত্রাসী আ.লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানউল্যাহপুর ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে পলোয়ানপুল এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বেগমগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ইকবাল বাহার চৌধুরী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল হুদা খোকনের সমর্থকরা ১৫-১৬টি মোটরসাইকেল নিয়ে একটি শোডাউন বের করে। শোডাউনটি পলোয়ানপুল এলাকায় পৌঁছলে আমানউল্যাহপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতির সমর্থকরা তাতে বাধা দেয়। এতে সাধারণ সম্পাদক খোকনের লোকজনের সঙ্গে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় খোকনের লোকজন এলোপাতাড়ি গুলি করলে আরিফের তিন সমর্থক গুলিবিদ্ধ ও সংঘর্ষে উভয়পক্ষের আরও ৫জন আহত হয়। ভাঙচুর করা হয় ৩-৪টি মোটরসাইকেল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগেই সংঘর্ষকারীরা পালিয়ে যায়। আমাদের সময়

সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধরা হলেন, আইয়ুবপুর গ্রামের সফিউল্লাহ'র ছেলে মিজানুর রহমান পলাশ (৩০), পশ্চিম জয়নারায়ণপুর গ্রামের আবু ছায়েদের ছেলে মো. হৃদয় (১৯) ও মহেষপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে পারভেজ (২৭)।

পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ‘এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরিফ ও খোকন গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। তবে কোনো পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ আসেনি। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’

এবার তোরণ নির্মাণ নিয়ে সন্ত্রাসী আ.লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৫

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় তোরণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় উভয়পক্ষের অন্তত ১৪ জন নেতাকর্মী আহত হয়। এ ছাড়া একজন নিহত হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলার বাউফল থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত নেতাকর্মীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পরে বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন ও পটুয়াখালী জেলার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল বাউফল) মো. ফারুক হোসেনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাউফল থানার সামনের ব্রিজের ঢালে ডাকবাংলোর কাছে প্রতি বছর জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ আ স ম ফিরোজ সমর্থিত নেতাকর্মীরা বিশেষ দিন উপলক্ষে তোরণ নির্মাণ করে আসছে। আগের নির্মাণ করা একটি তোরণ সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় আম্পানে উপড়ে পড়ে।

এ সুযোগে বাউফল পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জুয়েলের সমর্থিত কর্মীরা ওই স্থানে তোরণ নির্মাণ করার চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে আ স ম ফিরোজ সমর্থিত পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নাজিরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ফারুক দলীয় কর্মীদের নিয়ে কাজে বাধা দেয়।

এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে মেয়র জিয়াউল হক জুয়েল পৌঁছে ইব্রাহিম ফারুকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে মেয়র গ্রুপের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ফারুকের কর্মীদের ওপর হামলা করে। এতে জসিম (৩৪), শামিম (২৫), পৌর যুবলীগ সভাপতি মামুন খান (৪৭) ও ইয়ার খান (৪৩) আহত হয়। তারা সবাই প্রধান হুইপ সমর্থিত কর্মী।

সংঘর্ষের খবর উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে প্রধান হুইপ সমর্থিত উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক কালাইয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম ফয়সাল আহম্মেদ মনির হোসেন মোল্লা তার নেতাকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উভয়পক্ষের কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় প্রধান হুইপ সমর্থিত কর্মী তাপস দাস (৩৪) ইমাম হোসেন (২৩) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হলে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসাপাতালে নেওয়া পর কতর্ব্যরত চিকিৎসক রাতে তাপস দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যুবলীগ কর্মী তাপসের ভাই ছাত্রলীগ নেতা রাজিব দাস। তিনি জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রাত সাড়ে সাতটায় মারা যান তাপস।

ঘটনাস্থলে প্রধান হুইপ সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোতালেব হাওলাদার পৌছাঁলে ইউএনও ও সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফারুক হোসেন উভয়পক্ষের নেতাদের নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেয়।

এ বিষয়ে পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নাজিরপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ফারুক দৈনিক আমাদের সময়কে বলেন, 'থানা ডাকবাংলোর সামনে সেতুর মুখে তারাই তোরণ নির্মাণ করে আসছেন। আর পৌর মেয়রের তোরণ থানার পশ্চিম পাশে করে আসছে। তাহলে হঠাৎ করে তারা কোন কারণে আমাদের স্থানে তোরণ নির্মাণ করতে এলো।'

কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মেয়র সমর্থিত নেতাকর্মীরা তার সাথের কর্মীদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করে বলেও জানান তিনি।

পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জুয়েল জানান, তিনি করোনাভাইরাসের ওপর সচেতনতামূলক একটি সৌজন্য তোরণ করতে গেলে চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ফারুক ও তার লোকজন এতে বাধা দেয়। এ বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা চলছিল। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন তাকে ও চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ফারুককে নিয়ে থানায় আলোচনার জন্য বসেন। পরে বের হয়ে দেখেন চেয়ারম্যান সমর্থিত লোকজন তার দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে আহত করেছে।

সূত্র: আমাদের সময়

---

২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ব্রাজিলে

মহামারি করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী দিন দিন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে এখন শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপরই দ্বিতীয় স্থানটি ব্রাজিলের দখলে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ব্রাজিলে। পরিসংখ্যান সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, করোনায় গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রাজিলে ৭০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের সময়

২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যায় এরপরে অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে গতকাল রোববার ৬১৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

ব্রাজিলে এখন সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা ২২ হাজার ৭১৬ জন। যা বিশ্বে সর্বোচ্চ মৃত্যুর হিসেবে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। এরপরই মৃত্যুর সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে রয়েছে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

এ ছাড়া আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পরেই অবস্থান করছে ব্রাজিল। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৬১৮ জন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ লাখ ৮৬ হাজার ৪৩৬ জন।

আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার হুমকিতে স্নায়ুযুদ্ধের হুঁশিয়ারি চীনের

হংকংয়ের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনকে কেন্দ্র করে চীনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল রোববার হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবিত ওই আইন কার্যকর হলে অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে হংকংয়ের মর্যাদা হুমকির মুখে পড়বে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর হুঁশিয়ারি দিয়ে বেইজিং বলেছে, 'রাজনৈতিক ভাইরাস' ছড়িয়ে নাগরিকদের চীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য করছে ওয়াশিংটন।

আজ সোমবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনা মহামারি মোকাবিলা ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাকযুদ্ধ জোরালো হয়েছে। এর মধ্যে গত শুক্রবার স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল হংকংয়ে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইন চালুর উদ্যোগ নেয় চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি। এই আইনের কারণে হংকংয়ের আইন প্রণেতাদের বাদ দিয়েই দেশদ্রোহিতা, বিচ্ছিন্নতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্তদের সাজা দেওয়ার সুযোগ পাবে চীনা কর্তৃপক্ষ। এতে স্বায়ত্ত্বশাসন খর্বের আশঙ্কায় বিক্ষোভ শুরু করেছে হংকংয়ের বাসিন্দারা। প্রস্তাবিত এই আইনের নিন্দায় সরব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার এই আইনকে হংকংয়ের স্বায়ত্ত্বশাসনের 'মৃত্যু ঘণ্টা' বলে অভিহিত করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

গতকাল রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হংকংয়ের জন্য প্রস্তাবিত আইন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে এই জাতীয় নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে তারা (চীন) মূলত হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। আর তা যদি করা হয় তাহলে হংকং উচ্চমাত্রার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে বলে মেনে নিতে ব্যর্থ হবেন (পররাষ্ট্র) মন্ত্রী মাইক পম্পেও। আর তেমন কিছু হলে হংকং ও চীনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।'

উল্লেখ্য, ১৫০ বছর ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার পর লিজ চুক্তির মেয়াদ শেষে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই হংকং চীনের কাছে ফেরত দেয় যুক্তরাজ্য। তখন থেকে বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে

বিবেচিত হংকংকে ২০৪৭ সাল অবধি স্বায়ত্ত্বশাসনের নিশ্চয়তা দেয় চীন। এই সময়ে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি বাদে অন্য সব বিষয়ে স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করতে পারবে অঞ্চলটি। তবে গত বছর অঞ্চলটিতে ব্যাপক বিক্ষোভের পর নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে চীন।

প্রস্তাবিত আইন ঘিরে সমালোচনার মুখে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেন, হংকং সংশ্লিষ্ট ঘটনা চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয় আর এতে কোনো বিদেশির হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজনৈতিক শক্তি চীন-মার্কিন সম্পর্ককে জিম্মি করে দেশ দুটিকে নতুন স্নায়ুযুদ্ধের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের সময়

করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। তিনি বলেন, দুঃখজনকভাবে করোনাভাইরাসের তাণ্ডবের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজনৈতিক ভাইরাসও ছড়িয়ে পড়েছে। ‘এই রাজনৈতিক ভাইরাস চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও নিন্দার সব সুযোগই ব্যবহার করছে।’

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমি এখানে বলতে চাই- মূল্যবান সময় আর নষ্ট করবেন না, মানুষের জীবনকে আর অবহেলা করবেন না।’

২৫শে মে, ২০২০

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত, যুদ্ধাস্ত্র গনিমত।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২৫ মে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "বালআদ" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য ঘটনাস্থলে নিহত হয়, এসময় মুজাহিদগণ নিহত সেনাদের হতে ২টি অস্ত্রও গনিমত লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সোমালিয়া | মুরতাদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-শাবাব।

দক্ষিণ সোমালিয়ার জোবা রাজ্যের "দুবালী" সীমান্তবর্তী শহরতলিতে অবস্থিত মুরতাদ সোমালিয় সরকারী মিলিশিয়াদের প্রশিক্ষণ শিবিরে সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ মে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা দেশটির মুরতাদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরে তীব্র অভিযান চালিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কতক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবাজ মুজাহিদিন "পবিত্র মাসের যুদ্ধ" নামক অপারেশনের ধারাবাকিতায় গত ২৫-২৬ রমাদান, আফ্রিকার দেশ মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতে ক্রুসেডার ও তাদের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৫ রমাজান বুর্কিনা-ফাসোর "কায়া" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন "জিএনআইএম" এর জানবাজ মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর বড় সংখ্যাক সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৪টি অত্যাধুনিক ভারি যুদ্ধাস্ত্রসহ বিপুল পরিমান যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপশি অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে ২৬ রমাজান মালির "ঘাউ" রাজ্যে ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর সরঞ্জামাদি ভরপুর একটি সামরিক বহরে হামলা চালান "জিএনআইএম" এর মুজাহিদগণ। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ১টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাকিগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খোরাসান | মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো কাবুল প্রশাসনের ১১০ সেনা সদস্য।

আফগানিস্তানের ৭টি পৃথক স্থান হতে গত ২২ মে কাবুল প্রশাসনের ১১০ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদদের কাছে অনেক অস্ত্রসস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছেন।

এর মধ্যে ঐ দিন আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ২টি পৃথক স্থান হতে কাবুল প্রশাসনের ৬৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এমনিভাবে বাগলানের প্রাদেশিক রাজধানী বাগলান শহর হতেও কাবুল প্রশাসনের ২০ সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

অন্যদিকে বলখ প্রদেশের দৌলতাবাদসহ পৃথক ৩টি এলাকা হতে কাবুল প্রশাসনের ২৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা | আল-কায়েদার হামলায় ক্রুসেডার মোজাম্বিক বাহিনীর ১২ এরও অধিক সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা দক্ষিণ আফ্রিকার জানবাজ মুজাহিদগণ ১৪৪১ হিজরীর পবিত্র রমজানের প্রথম দিনগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ "মোজাম্বিক"এ দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মোজাম্বিক এর "মুকিম্বোয়া" জেলায় চলতি রমাজানের প্রথম দশকে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা। এসময় ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার এক তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন মুজাহিদগণ।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুজাহিদদের প্রবল কৌশলী হামলায় পরাজিত হয় ক্রুসেডার বাহিনী, এসময় মুজাহিদদের হাতে কমপক্ষে ১২ মোজাম্বিকান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

পাকিস্তান | ঈদ বার্তা প্রদান করেছে হিযবুল আহরার ও টিটিপি

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উপমহাদেশসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে বইছে খুশির আমেজ, একে অপরকে জানাচ্ছে অভিনন্দন।

এক্ষেত্রে পাকিস্তানি তালেবান (টিটিপি) ও হিজবুল আহরার এর প্রধানরাও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন বার্তা প্রদান করেছেন।

বার্তার শুরুতেই উভয় দলের প্রধান উমারাদ্বয় পাকিস্তানের মুসলমানদের এবং বিশেষত মুজাহিদদেরকে ঈদুল ফিতরের অভিনন্দন জানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের ইবাদতের কবুলিয়ত-এর জন্য দো'আ করেন।

বার্তায় হিযবুল আহরার এর আমীর কমান্ডার "উমর মোকাররম" হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, "আমাদের লক্ষ্য ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত এই দেশকে তার মূল লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনা, আর আমরা সর্বদা এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।" তিনি মুজাহিদ ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা সর্বদা চৌকান্না ও সচেতন থাকবেন, এবং নিজেদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখবেন।

একইভাবে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর আমির মুফতি "নূর ওয়ালী" হাফিজাহুল্লাহ্ও ভ্রাতৃত্ববোধ ও নিজেদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখতে সহযোদ্ধাদের পরামর্শ দেন। আর তিনি ঐক্যকে একটি মৌলিক প্রয়োজন বলে অভিহিত করেছেন এবং অন্য সকল দলকেও জিহাদের এই মহান লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের জনগণকে সম্বোধন করে মুফতি "নূর ওয়ালি" হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন যে, আমরা দেশ বা জাতির শত্রু নই, বরং আমরা এই উম্মাহরই অংশ; আমরা এই উম্মাহ ও তাদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আর আমরা এই মহান লক্ষ্য অর্জনে উলামায়ে দেওবন্দের প্রদর্শিত পথেই চলছি।

কমান্ডার "ওমর মোকাররম" হাফিজাহুল্লাহ্ও ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, ঐক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এটার বিকল্প নেই। তাই এর জন্য আমাদের ছোট ছোট জিনিসকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শত্রু বাহিনী আমাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা সবসময়ই করে যাচ্ছে, আমাদের শত্রু তাদের প্রচারের মাধ্যমে আমাদের মহান লক্ষ্যকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। সুতরাং আমাদেরকে শত্রু বাহিনীর প্রোপাগান্ডা বুঝতে হবে এবং নিজেদেরকে এর থেকে দূরে রাখতে হবে।

তিনি সাম্প্রতিক "পিআইএ" ট্র্যাজেডির জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সরকারকে অযোগ্য ঘোষণা করে গত দুই থেকে তিন বছরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তা উদ্ধৃত করে বলেন, "আমরা

কোনো বিষয়েই সরকারের কাছ থেকে স্বচ্ছ তদন্ত আশা করি না। আর না এই সরকারের সেই ক্ষমতা আছে।"

ওমর মোকাররম উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলে নাপাক সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন যে, এরা ব্যর্থ একটি সামরিক বাহিনী; যারা কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পেরে সবসময়ই নিজেদের পরাজয় এবং অদূরদর্শিতা ঢাকতে জনসাধারণের উপর নানা ধরনের জুলুম নির্যাতন চালিয়ে অনেক নিরপরাধ লোককে হত্যা করছে।

মুফতি "নুর ওয়ালি" হাফিজাহুল্লাহ্ পাকিস্তানি উলামাদের কাছে অভিযোগ করে বলেন যে, আমরা আপনাদেরই দ্বীনি ও উৎসাহমূলক স্লোগানের ফলস্বরূপ এবং আপনাদেরই দ্বীনি পরামর্শে দ্বীনের এই মহান কাজের জন্য উত্থিত হয়েছি। আর আজ তাদের মধ্যেই কেউ কেউ আমাদেরকে সন্ত্রাসী বলছে যা অত্যন্ত আফসোস ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

বার্তার একপর্যায়ে মুফতি "নুর ওয়ালী" হাফিজাহুল্লাহ্ বৈশ্বিক জিহাদী নেতৃবৃন্দ ও আফগানিস্তান, ইয়ামান, সিরিয়া, সোমালিয়া, মালিসহ অন্যান্য দেশের মুজাহিদদের এই পবিত্র মাসে তাদের বিজয় এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পাকিস্তান | বাজুর এজেন্সিতে টিটিপির টার্গেট কিলিং, নিহত এক।

তোমাদের নিষ্ঠুরতা আমরা ভুলে যাব না, অচীরেই প্রতিটি অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।- "টিটিপি মুখপাত্র"

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবাজ মুজাহিদিন গত ২৩ মে বাজুরের "লোয়াই মাম্যান্ড" এলাকায় একটি টার্গেট কিলিং এর মাধ্যমে "জলিল মালিক" নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই ব্যক্তি মুজাহিদদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির গুরুতর অপরাধ এবং ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রথম সারির সহায়তার পাশাপাশি উমর নামক একজন মুজাহিদকে শহিদ করার মতো গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত ছিলো।

ঈদে নেই কেন মৌসুমি রাজনীতিবিদরা?

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে নৌকা প্রতীকের মনোনয়ন পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ৫২ জন। এটি ছিল বিগত সংসদ নির্বাচনে কোনো আসন থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক মনোনয়নপ্রত্যাশী। সংসদ নির্বাচনের আগে এসব মনোনয়নপ্রত্যাশী নিজ নিজ এলাকায় বিশাল জনদরদি, সমাজসেবক সেজে গরিব-দুঃখীদের মাঝে ত্রাণ, মসজিদ-মাদ্রাসায় নগদ টাকা বিতরণ করেছেন। কেউ কেউ লাখ-কোটি টাকা খরচ করে শোডাউন করেছেন নিজের জনপ্রিয়তা দেখাতে। চলতি বছরের মার্চ থেকে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস ও সদ্য আঘাত হানা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে মানুষ যখন কর্মহীন, ঘরহারা, অসহায় হয়ে পড়েছেন তখন দু-একজন ছাড়া জনগণের পাশে নেই সেই মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতারা।

একই অবস্থা বরগুনা-২ আসনেও। এ আসনেও নৌকা পেতে মনোনয়ন ফরম তুলেছিলেন ৩২ জন। কুড়িগ্রাম-৪ আসনে নৌকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৩০টি। এ আসনে বর্তমান এমপি ও মনোনয়নপ্রত্যাশীদের দু-একজন ছাড়া সবাই 'সেফ আইসোলেশনে'। শুধু বরগুনা বা কুড়িগ্রামই নয়, এমন চিত্রই প্রায় ৬৪ জেলায়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে এমপি হতে নৌকার টিকিট কিনেছিলেন ৪ হাজার ২৩ জন।

একইভাবে সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় মনোনয়ন পেতে ৪৩ আসনের বিপরীতে নায়িকা, গায়িকাসহ ১ হাজার ৫১০ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। আর পাঁচ ধাপে উপজেলা নির্বাচনে ৪৯২ উপজেলায় প্রায় ৫ হাজার নেতা নৌকার টিকিট কিনেছিলেন চেয়ারম্যান হতে। আবার আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক কিংবা বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য পদধারী 'কেন্দ্রীয়' নেতার পরিচয়ে এলাকায় গিয়ে দাপট দেখাতেন এমন নেতার সংখ্যাও ৫ হাজারের বেশি। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ও সদ্য আঘাত হানা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে নেই এসব মৌসুমি নেতা।

সূত্রমতে, বরগুনা-১ এ চলমান প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের এই দুর্যোগের ঈদেও ত্রাণ বিতরণ তো দূরের কথা, টেলিফোনেও খোঁজখবর নেননি অধিকাংশ নেতা।

একইভাবে নেত্রকোনা-১ আসনে নৌকা পেতে ২৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। হাতেগোনা দু-একজন ছাড়া সবাই গা-ঢাকা দিয়েছেন। একই অবস্থা ফরিদপুর-১ আসনে। এখানে নৌকা পেতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন ১৫ জন। শুধু

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই নয়, সদ্য অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা-৩ উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে ২৫ জন দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে মনোনয়ন পান কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি। করোনার সংকট শুরু হওয়ার পর থেকেই মাঠ ছাড়া অধিকাংশ মনোনয়নপ্রত্যাশী।

দলীয় সূত্রমতে, সরাসরি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়াও সংরক্ষিত নারী আসনে দলের মনোনয়ন পেতে নায়িকা-গায়িকাসহ ১ হাজার ৫১০ জন নারী নেত্রী দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ৪৩ জন দলের মনোনয়ন পেয়ে বর্তমানে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। অনেকের কাজই দৃশ্যমান নয়। আর যেসব নায়িকা-গায়িকা নৌকা পেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে একজনকে কিছু ত্রাণ দিতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এমপি-মন্ত্রীর চেয়ে মাঠের রাজনীতিতে পোড় খাওয়ারাই এলাকায় জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ ছাড়া এমপি হয়ে যারা রাতারাতি টাকা বানিয়েছেন, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন, তারাও জনগণের বিপদে পাশে নেই। গা-ঢাকা দিয়েছেন স্যুটেট-বুটেট পরিহিত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নেতারা। যাদের দেখা মিলত সচিবালয়, রাজধানীর নামিদামি তারকা হোটেলে কিংবা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

করোনায় আক্রান্তে ২য় শীর্ষ দেশ ব্রাজিল

ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৬ হাজার ৫০৮ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৯৮।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ৯৬৫ জন।

ফলে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ২২ হাজার ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিলেই করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপরেই রয়েছে পেরু। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

সেখানেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই।

ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৭ জন। দেশটিতে বর্তমানে করোনার অ্যাক্টিভ কেস ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৯৮টি। তবে ৮ হাজার ৩১৮ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

আওয়ামী দুর্নীতির নতুন রুপ, ত্রাণের প্যাকেটে চাল কম

যশোরের অভয়নগরে বিতরণ করা ত্রাণের প্যাকেটে ওজনে কম চাল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার চালের সঙ্গে শুকনো খাবার বিতরণের জন্য যে নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছিল তার হিসাবেও গড়মিল দেখা গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন।

ইউএনও কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভয়নগর উপজেলার আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার জন্য সাধারণ ত্রাণ (জিআর) বাবদ ১৪৪ মেট্রিক টন চাল, শুকনো খাবারের জন্য (আলু, ডাল ও সাবান) নগদ ৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা এবং শিশুখাদ্য বাবদ আরও ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত ২৭ মার্চ থেকে ২ মে পর্যন্ত সাত কিস্তিতে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তবে চেয়ারম্যানেরা জানান, সাধারণত তাঁরা উপজেলা খাদ্যগুদাম থেকে তাঁদের নামে বরাদ্দের চাল (৫০ কেজির বস্তা) তুলে এনে বিতরণ করেন। এবার ইউএনও নিজেই তাঁদের বরাদ্দের চাল তুলে খাদ্যগুদামের মধ্যে শ্রমিকদের দিয়ে ১০ কেজির প্যাকেটে প্যাকেট করছেন। পরে তাঁদের ওই প্যাকেট সরবরাহ করা হচ্ছে।

ইউপি চেয়ারম্যানেরা জানান, চালের সঙ্গে নগদ টাকা বরাদ্দ আছে। ওই টাকা দিয়ে শুকনো খাবার কিনে দিতে হবে। কিন্তু ইউএনও ও পিআইও বরাদ্দের টাকা থেকে প্রথম কিস্তির এক হাজার চালের প্যাকেটের সঙ্গে এক কেজি করে আলু, ৪০০ গ্রাম ডাল এবং একটি ছোট সাবান কিনে দেন। মাঝের পাঁচ কিস্তিতে তাঁদের কোনো শুকনো খাবার কিনে দেওয়া হয়নি। তাঁদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে কয়েক হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে। শিশুখাদ্যের টাকা দিয়ে মিল্কভিটার ৪০০ গ্রাম ওজনের গুঁড়া দুধ কিনে পিআইওর দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের মোট ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা

ভাইস চেয়ারম্যান ৮ হাজার টাকা, নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র ৩৮ হাজার ৬০০ টাকা, প্রেমবাগ ইউপির চেয়ারম্যান ২২ হাজার টাকা, সুন্দলীর চেয়ারম্যান ১৩ হাজার ৫০০ টাকা, চলিশিয়ার চেয়ারম্যান ১৬ হাজার টাকা, পায়রার ১৭ হাজার ৭৫০ টাকা, শ্রীধরপুরের চেয়ারম্যান ২৮ হাজার টাকা, বাঘুটিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ১৭ হাজার ৫০০ টাকা, শুভরাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ৮ হাজার টাকা এবং সিদ্দিপাশা ইউপি চেয়ারম্যানকে ১৩ হাজার ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে আলু, ডাল ও সাবান কিনে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ লাখ ৮ হাজার ৩৫০ টাকার কোনো হদিস নেই।

শুভরাড়া ইউপির চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাস বলেন, 'উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস থেকে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু টাকা দেওয়ার সময় অফিস খরচ বাবদ ২ হাজার টাকা কেটে রাখা হয়েছে।'

শ্রীধরপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী মোল্যা বলেন, '১২ মে পর্যন্ত আমার ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ ২০ মেট্রিক টন ৩৮০ কেজি চাল পেয়েছি। ১১৪ প্যাকেট গুঁড়া দুধ পেয়েছি। দুই কিস্তিতে ২৮ হাজার নগদ টাকা পেয়েছি। ওই টাকা দিয়ে চালের সঙ্গে সবজি কিনে দিয়েছি।'

প্রেমবাগ ইউপির চেয়ারম্যান মো. মফিজ উদ্দিন বলেন, 'ইউনিয়নের সব বরাদ্দ আমার নামে। অথচ কোথাও আমার স্বাক্ষর লাগছে না। সেটা কীভাবে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কয়েকজন সুবিধাভোগীও অভিযোগ করেছেন, তাঁরা যে চাল পেয়েছেন, তা ওজনে কম। অভয়নগর গ্রামের দিনমজুর আবু হানিফ বলেন, 'আমি ১০ কেজির এক প্যাকেট চাল পেয়েছি। বাড়িতে এসে ওজন করে দেখি সাড়ে আট কেজি চাল।'

পুড়াখালী গ্রামের ভ্যানচালক মিলন মোল্লা বলেন, তিনি প্যাকেটে সাত কেজি চাল পেয়েছেন। দেয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আব্দুল মালেক বলেন, তিনি সাড়ে সাত কেজি চাল এবং এক কেজি পটল পেয়েছেন।

জানতে চাইলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ রুবেল মুঠোফোনে বলেন, 'আমি নামাজে আছি। পরে কথা বলছি।' পরে তাঁর মুঠোফোনে কয়েকবার কল করা হলেও তিনি কল ধরেননি।

সূত্র: প্রথম আলো

শেয়ার বাজার থেকে চীনা কোম্পানি নিষিদ্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

চীনের বহু কোম্পানিকে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে আইনটি পাস করা হয়। তবে এই আইনটি চীনা কোম্পানিগুলোকে আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে চীনের বহু কোম্পানিকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তের কারণে ৩৫ লাখ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে চীনের।

বিষয়টি জানার পর পরই চীনা ই-কমার্স জায়ান্ট আলিবাবার শেয়ারগুলো মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার থেকে ২ শতাংশেরও বেশি কমেছে।

রিপাবলিকান সিনেটর জন কেনেডি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠান কোনো বিদেশি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়-তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কেনেডি টুইটারে লিখেছেন, 'চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতারণা এবং হোল্ডিং ফরেন সংস্থাগুলোর জবাবদিহি আইন তাদের মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকে প্রতারণা করা থেকে বিরত রাখবে।' সূত্র: আমাদের সময়

ফটো রিপোর্ট | আল-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামি রাজ্যে শিশুদের ঈদ উৎসব

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামি রাজ্যগুলোতে মুসলিম শিশুদের ঈদ উৎসব

https://alfirdaws.org/2020/05/25/38059/

ফটো রিপোর্ট | আল-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যগুলোতে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের দৃশ্য

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া ও সোমালিয়াতে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামি রাজ্যগুলোতে মুসলিমদের পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় ও ঈদ উদযাপনের কিছু দৃশ্য দেখুন-

https://alfirdaws.org/2020/05/25/38060/

শাম | শহিদ শাইখ আবু খাদিজা রহিমাহুল্লাহ্ এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত এক জাসুসকে গ্রেপ্তার করেছে আল-কায়েদা

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর বিশেষ ইউনিটের একদল জানবায মুজাহিদিন গত ২২ মে "খালেদ মুদাল্লালাহ" নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে গ্রেপ্তার করেছেন।

মুজাহিদগণ তার কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই নিকৃষ্টতম গুপ্তচর আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার প্রথম কাতারের একজন কমান্ডার শহিদ শাইখ "আবু খাদিজা" (বেলাল খারিসাত) জর্দানী রহিমাহুল্লাহ্ এর হত্যাকাণ্ডে ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান জোটের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে।

মুজাহিদগণ এই গুপ্তচর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরো অনেক গুপ্তচরের সন্ধানে শামের উত্তর-পশ্চিমে অভিযান চালাচ্ছেন। ঐসকল গোয়েন্দারাও আল-কায়েদার একাধিক নেতাকর্মীর শাহাদাতের সাথে জড়িত।

পাকিস্তান | বাজুর এজেন্সিতে "টিটিপি"এর টার্গেট কিলিং, নিহত এক গুপ্তচর

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)এর জানবায মুজাহিদিন গত ২২ মে বাজুর এজেন্সিতে এক গুপ্তচরকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

"টিটিপি" এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, ঐ দিন বিকেলে বাজুর এজেন্সির "ইনায়াত কালী" এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের একটি বিশেষ ইউনিট এর জানবায মুজাহিদগণ "জিয়াউর রহমান" নামক এক গুপ্তচরকে টার্গেট করে হামলা চালান, যার ফলে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়।

এই লোক পাকিস্তানি মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতো।

মালি | ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে ১০টি মিসাইল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন, গত ২২ মে ২০২০ ঈসায়ী ২৯ রমাদান ১৪৪১ হিজরী শুক্রবার এই বরকতময় বিজয়ের মাসের শেষের দিকে মালিতে ক্রুসেডার ফরাসী যৌথ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মালির মানকা রাজ্যের প্রাদেশিক শহর "মানকা"তে অবস্থিত ক্রুসেডার ফরাসী যৌথ আক্রমণাত্মক (বুরখান ও মিনোসোমা) বাহিনীর শক্ত ঘাঁটিতে মুজাহিদগণ ১০টি মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

"পবিত্র মাসের যুদ্ধ" শিরোনামে মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত উক্ত মিসাইলগুলো ক্রুসেডার "বারখান ও মিনোসোমা" বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে সফলভাবে আঘাত হেনেছে বলে নিশ্চিত করেছেন ঐ অঞ্চলের আয-যাল্লাকা মিডিয়ার প্রতিবেদক।

২৪শে মে, ২০২০

ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে ইসলামি ইমারতের বিবৃতি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আফগানজুড়ে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে দেওয়া ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের দেশবাসী যাতে পবিত্র ঈদুল ফিতর নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে উদযাপন করতে পারে সেজন্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান তাদের জানবায মুজাহিদিনকে দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য বিশেষ

প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছে। পাশাপাশি এই সময়ে কোনো স্থানে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ না করারও নির্দেশ দিচ্ছে।

তবে কোনো স্থানে যদি শত্রু পক্ষ হতে আক্রমণ করা হয়, তাহলে এর জন্য উপযুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও সমস্ত মুজাহিদিন সচেতন থাকবেন, যাতে কেউ শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে যেতে না পারে এবং শত্রু পক্ষের কেউও যেন মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আসতে না পারে।

দেশবাসী যেন ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শহীদ ও বন্দীদের পরিবারের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আর আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের মহান দায়িত্বগুলোর প্রতিটি বিভাগের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক।

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত

30/09/1441 হিজরি চন্দ্র   03/03/1399 হিজরি সৌর

23/05/2020 ঈসায়ী

২৩শে মে, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | আমিরুল মু'মিনিন এর ঈদ বার্তা বাদগিশ প্রদেশে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর আমিরুল মু'মিনীন শায়খুল হাদীস মৌলভী হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ্ (হাফিজাহুল্লাহ্) কর্তৃক পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে প্রকাশিত শুভেচ্ছা বাণী আফগানিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

আফগানিস্তানের বাদগিশ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের কাছে ঈদ বার্তা পৌঁছে দেওয়া ও বিতরণ করার কিছু মুহূর্ত...

https://alfirdaws.org/2020/05/23/38044/

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ২৩ সৈন্য হতাহত, ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

২১ তারিখ রাত ১২ টায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের পশতুন জারঘুন জেলার করিমবাদ চেকপোস্টে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের উক্ত অভিযানের ফলে ৪ পুতুল সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আরো ২ সেনা আহত হয়।

এরপর মুজাহিদদের এই হামলার প্রতিশোধ নিতে জামানাবাদ চেকপোস্ট থেকে কয়েকটি ট্যাঙ্কে করে একদল পুতুল সৈন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই তালেবানদের হামলার শিকারে পরিণত হয়। মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় ১১ সেনা নিহত এবং ৬ সেনা আহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, এসময় মুজাহিদগণ কোনওভাবেই ক্ষতির শিকার হননি।

ফটো রিপোর্ট | নুসাইরীদের হতে আল-কায়েদার বন্দী মুক্তির আনন্দঘন মুহূর্ত।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন) গত ২৯ রমাজান এক বিন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে ২ জন মুসলিমা নারী ও ৩ শিশুকে কুখ্যাত নুসাইরীদের কারাগার হতে মুক্ত করেছেন।

মুজাহিদদের কাছে বন্দী মুসলিমাদের হস্তান্তর করার সময়ের আনন্দঘন কিছু মুহূর্তের দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2020/05/23/38038/

ফিলিস্তিন | আল-কুদস দিবস

আজ ২৮ রমজান শুক্রবার রামাদানের শেষ জুমার দিন আন্তর্জাতিক আলকুদস দিবস। জুমার দিন মুসলমানদের জন্য এমনিতেই অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি মর্যাদাপূর্ণ। রমজানের জুমা হওয়ায় আরো বেশি আলাদাভাবে দেখা হয় দিনটিকে। কুদস অর্থ পবিত্র। আল-কুদস বলতে বোঝায় ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত পবিত্র মসজিদ, যা মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস নামে পরিচিত।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল এই বায়তুল মুকাদ্দাস। ইহুদিদের জবরদখল থেকে এই পবিত্র মসজিদটির মুক্তির লক্ষ্যে প্রতীকী দিন হিসেবে প্রতি বছর রমজানে জুমাতুল বিদার দিনকে আল-কুদস দিবস হিসেবে পালন করে আসছে বিশ্ব মুসলিম।

বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কাছে সব সময় অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত। ইতিহাসের নানা পরিক্রমায় নানা ঘটনাপ্রবাহের পর ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসীদের অধিকাংশকে বিতাড়িত করে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইহুদিরা সেখানে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল কায়েম করে। তখন থেকে মুসলমানদের প্রতি ইহুদিদের জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে।

ইসরাইল মসজিদুল আকসা জবরদখল করে নেয় ১৯৬৭ সালে। এর পর থেকে মুসলিম জনগণ স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা করে। ইহুদিদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা সচেতন মুসলমানদের সংগ্রামী প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে পরিপূর্ণভাবে সফল হতে পারেনি। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ ফিলিস্তিনি মুসলিমদের এ প্রতিরোধ আন্দোলন সমর্থন করে আসছে। ১৯৭৯ সাল থেকে আল-আকসা মসজিদ মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর আল-কুদস দিবস পালন করে থাকেন।

সোমালিয়া | নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাষ্ট্রে ঈদুল ফিতর উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে আল-শাবাব

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়া ও কেনিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত বিস্তির্ণ ইসলামী রাষ্ট্রে আজ ২৩ মে ঈদুল ফিতর উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব জানায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাষ্ট্রের ৩টি পৃথক রাজ্যে গত ২২ মে শুক্রবার শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেয়েছিলো।

বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর হারাকাতুশ শাবাব এর চাঁদ দেখা কমিটি ঈদুল ফিতর উদযাপনের ঘোষণা দেয়।

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات

শাম | বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে ২ নারীসহ ৩ শিশুকে মুক্ত করলো আল-কায়েদা

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনে এর অপারেশণ রুম "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" গত শুক্রবার, ২৯ রমজান, রাশিয়ান দখলদার ও মুরতাদ নুসাইরী মিলিশিয়াদের সাথে একটি বন্দী বিনিময় কার্যকর করেছে।

"বন্দীদের মুক্ত কর" শিরোনামে "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুমের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের মাধ্যমে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ মিলিশিয়াদের সাথে একটি বন্দী বিনিময় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অপারেশন রুমের হাতে তুর্কমেন পর্বতমালার যুদ্ধের সময় বন্দী হওয়া তিন মিলিশিয়া সদস্যের বিনিময়ে মুজাহিদগণ ২ জন মুসলিম নারী ও ৩ শিশুকে মুক্ত করেছেন।

এর আগে গত ১৮ রমাজান লেবাননের হিজবুল্লাহর দুই সদস্যের মৃতদেহ ছাড়াও আসাদের এক সৈন্যের বিনিময়ে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর হাতে বন্দী ৩ জন মুজাহিদকে মুক্ত করেছিলেন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন বাজুর এজেন্সীর "গাবরী সার" স্থানে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটা সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

"টিটিপি" এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, ২১ মে বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টায় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এর প্রথমে মুজাহিদগণ স্নাইপার হামলা চালিয়ে গাড়ির চালককে হত্যা করেন। পরে তার পাশের সেনা সদস্য যখন ড্রাইবিং করতে আসে তখন তাকেও স্নাইপার হামলা চালিয়ে হত্যা করেন। সর্বশেষ পিছনে বসে থাকা দুই সেনা সদস্য যখন গাড়ি থেকে বের হয়ে পলায়নের চেষ্টা করে, তখন তাদেরকেও মুজাহিদগণ স্নাইপার দিয়ে টার্গেট করে হত্যা করেন।

পাকিস্তান | এক জাসুসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন টিটিপির মুজাহিদগণ

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদিন পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "চার্মাঙ্গ" এলাকায় গত ২০ মে এক জাসুসকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, ঐদিন রাত ১২ টায় "ওয়াহাব" নামক এক জাসুসকে মুজাহিদগণ তার দোকানে টার্গেট করে হত্যা করেছেন।

মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফি. আরো জানান যে, এই লোক পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। ঐ এলাকা হতে কতক মুজাহিদকে বন্দী ও শহিদ করার মত নিকৃষ্টতম অপরাধের সাথে যুক্ত থাকায় সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

সোমালিয়া | আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১০ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ২০মে সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে সোমালিয়ার মারাকা শহরে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয় ৪ উগান্ডান ক্রুসেডার সৈন্য। আহত হয় আরো কতক ক্রুসেডার।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর "হিডেন" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর "আলী জাব" নামক এক কর্নেলের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে সে আহত হয়। তবে এসময় এক সেনা সদস্য নিহত ও আরো ৩ সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে "ওয়ারমাহান" শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি গেরিলা হামলায় নিহত হয় সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর আরো ১ সেনা সদস্য।

২১শে মে, ২০২০

রাস্তা ভেঙে গিয়ে পড়লো বিলে

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হদা উপজেলার সীমান্তবর্তী বুইচিতলা-ফুলবাড়ী সড়কের বুইচিতলা পদ্মবিলা বিলের ধারের প্রায় ২ শ গজ সড়ক ভেঙে বিলের মধ্যে চলে গেছে। ফলে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে ছোট-বড় যানবাহনসহ সাধারণ মানুষ। সড়কটি দ্রুত মেরামত করা না হয়ে যেকোনো সময় বাকি অংশ ভেঙে চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

স্থানীয়রা জানায়, দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী বুইচিলা-ফুলবাড়ী এই সড়ক দিয়ে কুড়ালগাছি, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ও কার্পাসডাঙ্গা এই তিনটি ইউনিয়নের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও হাজারো মানুষসহ প্রতিদিন শত শত যানবাহন ও বাংলাদেশ বডার গার্ড (বিজিবি) এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকে। সড়কটি পদ্মবিলা বিলসংলগ্ন স্থানের পশ্চিম পাশের প্রায় ২ শ গজ সড়কের প্রায় অর্ধেকাংশ ধসে বিলে চলে গেছে। এতে করে সড়কটি সরু হয়ে যাওয়ায় একটি ভ্যান, ইজিবাইকসহ কোনো ছোট-বড় যানবাহন চলাচল করতে পারে না। একদিক থেকে কোনো ধরনের যানবাহন আসলে ওই স্থান পার না হওয়া পর্যন্ত অপরদিক থেকে আসা যানবাহনকে অপেক্ষা করতে হয়। এখনই সড়কটি সংস্কার করা না হলে এই বর্ষা মৌসুমে পুরো সড়ক ধসে বিলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান শাহ এনামুল করিম ইনু বলেন, দামুড়হুদার সীমান্তবর্তী বুইচিতলা-ফুলবাড়ী সড়কের পদ্মবিলা নামক বিলের ধারে সড়কের প্রায় অর্ধেকাংশ ২ শ গজ পরিমাণ ধীরে ধীরে ধসে বিলের মধ্যে চলে গেছে। ফলে এই সড়কে সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন খুবই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। এটি দ্রুত মেরামত করা না হলে চলতি বর্ষা মৌসুমে ওই স্থানের পুরা সড়ক ধসে পড়ে সড়কটি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী খালিদ হাসান বলেন, সড়কটি মেরামতের জন্য স্কিম করা হয়েছে। মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাব কেটে গেলে সড়কটির মেরামত করা হবে। সূত্র: কালের কণ্ঠ

এশিয়ায় সবচেয়ে ভীতিকর অবস্থা ভারতে, আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়ালো

ভারতে করোনা ভাইরাসে শনাক্তের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে। গেল ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরো ৪ হাজার ৯৭০ জনের করোনা আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১৩৪ জনের। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৬৩ জনে।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে শনাক্ত ৪ হাজার ৯৭০ জনের মধ্য দিয়ে ভারতে মোট ১ লাখ ১ হাজার ১৩৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯ হাজারেরও বেশি সুস্থ হয়েছেন। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এখন ভারতে। কালের কন্ঠের রিপোর্ট

এদিকে ভারতে চতুর্থ ধাপে ৩১ মে পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সংক্রমণের মাত্রা অনুসারে করোনার রেড জোন, অরেঞ্জ জোন, গ্রিন জোন ঘোষণা দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুসারে, এখন পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৪৯ লাখ মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের। সেরে উঠেছেন প্রায় ২০ লাখ।

ব্রাজিলের বৃহত্তম শহরের স্বাস্থ্যসেবা অনেকটাই বিপর্যস্ত

ব্রাজিলের বৃহত্তম শহর সাও পাওলোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলোয় বেডের চাহিদা বাড়ছে। পুরো স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পতনের মুখে দাঁড়িয়েছে। শহরের মেয়র ব্রুনো কোভাস এসব বিষয়ে কথা বলেছেন।

ব্রাজিলে করোনা আক্রান্ত রোগী লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। ব্রুনো কোভাস বলেন, সরকারি হাসপাতালের ৯০ শতাংশই এখন পরিপূর্ণ। সপ্তাহ দুয়েক পরে এগুলোতে আর জায়গা থাকবে না। সাও পাওলো ব্রাজিলের সর্বোচ্চসংখ্যক করোনা আক্রান্ত এলাকা। ইতোমধ্যে শহরটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। করোনা আক্রান্তের তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে উঠে এসেছে দেশটি। এরইমধ্যে দেশটিতে করোনায় ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্রাজিলে করোনা পরীক্ষার হার কম। এ জন্য বাস্তবতার চেয়ে কম রোগী শনাক্ত হচ্ছে। যথাযথ পরীক্ষা হলে আরও অনেক বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হতো।

সূত্র: আমাদের সময়

তালেবান মুজাহিদের গুপ্তহামলায় ৫ কমান্ডো অফিসারসহ ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত।

আফগান সৈন্য পরিচয়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনীতে লুকিয়ে থাকা একজন তালেবান মুজাহিদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বেইসে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। গত ১৯ মে কান্দাহার প্রদেশের মারুফ জেলায় এ হামলা চালানো হয়েছে।

দীর্ঘদিন যাবত ঐ মুজাহিদ ভাই নিজের পরিচায় গোপন রেখে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের মাঝে থেকে ইমারতে ইসলামিয়ার হয়ে কাজ করে আসছেন। অতঃপর গত ১৯ মে কান্দাহারের একটি সামরিক বেইসে কাবুলের কমান্ডো বাহিনীর উচ্চপতস্থ অফিসার ও কমান্ডোরা একত্রিত হলে তিনি এই সুযোগ কাজে লাগান এবং কমান্ডো অফিসারদের টার্গেট করে হামলাটি পরিচালনা করেন।

হামলায় আফগান কমান্ডো বাহিনীর ৫ অফিসারসহ (মুনির, বাশির, জাফর, মালেক ও মাশাল) মুরতাদ বাহিনীর ১৮ কমান্ডো সৈন্য নিহত হয়েছে।

হারকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের হামলায় ৩ এর অধিক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত, সামরিকযান ধ্বংস।

ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ও আফ্রিকান ক্রুসেডার জোটের একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ।

শাহাদাহ্ নিউজ এর তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, ২০ মে রাত্রিবেলায় সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের বারুলী অঞ্চলে অবস্থিত দখলদার কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করে সফল এই হামলাটি চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

হামলা-পরবর্তি সময়ে আহত ক্রুসেডার সৈন্যদেরকে চিকিৎসার জন্য কাসমায়ো শহরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

একইদিনে দখলদার আফ্রিকান কুফ্ফার জোটের একটি সামরিকযান টার্গেট করে আরো একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

শাহাদাহ্ নিউজের বরাতে জানা যায়, সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা প্রদেশের মারাকা শহরের একটি সড়ক অতিক্রমকালে আফ্রিকান ক্রুসেডার জোটের সামরিকযান টার্গেট করে শক্তিশালি বোমা হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এতে ক্রুসেডার বাহিনীর ১টি সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় সামরিকযানটিতে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বুর্কিনা-ফাসোতে মুজাহিদদের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ২৪ টি সামরিকযান গনিমত লাভ

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদ সমর্থিত আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম হতে জানা যায়, গত ১৯ মে আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদিন বুর্কিনা-ফাসোর উত্তর-পশ্চিমের বান রাজ্যে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্রমাত্রার একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। মুজাহিদদের উক্ত হামলায় মুরতাদ বুর্কিনা সামরিক বাহিনীর অন্তত ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। অবশিষ্টরা হামলার আকস্মিকতায় ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৪টি সামরিকযান, ২০টি মোটরবাইকসহ বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেছেন।

অপারেশনটি মুজাহিদিনের রামাদানের ’পবিত্র মাসের যুদ্ধ’ সিরিজের একটি অংশ।

২০শে মে, ২০২০

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দার অপেক্ষায় ভারত

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের গড় জাতীয় উৎপাদন ৪৫% কমতে পারে। আশঙ্কা মূল্যায়ন সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্সের প্রতিবেদনে উঠে আসে এমন তথ্য। পাশাপাশি ২০২০–২১

অর্থবর্ষে বার্ষিক গড় উৎপাদন সব মিলিয়ে ৫% কমতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। গোল্ডম্যানের বক্তব্য, এমন মন্দা আগে কখনো দেখেনি ভারত। আগেও একবার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পূর্বাভাষ দিয়েছিল গোল্ডম্যান।

সেবার বৃদ্ধির হারে ২০% হ্রাসের কথা বলেছে তারা। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক যখন শেষ হওয়ার মুখে, ঠিক সেই সময়ে আরো একবার ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে কাঁচি চালালো সংস্থাটি। তবে পরবর্তী ত্রৈমাসিকে ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার ২০% বাড়তে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছে তারা। পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (১৪%) ও পরবর্তী অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (৬.৫%) বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাষ আপাতত অপরিবর্তিত রেখেছে গোল্ডম্যান স্যাক্স। নয়া দিগন্ত

ভারতের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে সম্প্রতি 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ কোটি রুপির আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। এমতাবস্থায় গোল্ডম্যান স্যাক্সের এই পূর্বাভাষ মোদি সরকারের অন্দরে কাঁপুনি ধরাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। গেলো ১৭ই মে প্রকাশিত একটি নোটে সংস্থার দুই অর্থনীতিবিদ প্রাচি মিশ্র ও অ্যানড্রু টিলডন জানিয়েছেন, ' বিগত কয়েক দিনের ঘোষণায় দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরের পরিকাঠামোগত সংস্কারের দিকে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। এই সংস্কারের প্রভাব খুব শীঘ্রই দেখা যাবে না। আমরা ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখবো।'

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের সরিয়ে নেয়া হচ্ছে

বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আম্ফান উপকূলের দিকে ধেয়ে আসায় উপকূলীয় এলাকার মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে কোস্টগার্ড। আজ সোমবার রাতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়েছে, 'ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর কারণে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকার মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে কোস্টগার্ড।'খবর: আমাদের সময়

এদিকে, আজ সোমবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ বুলেটিনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় আম্ফান আরও ঘনীভূত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে সুপার সাইক্লোনে পরিণত হয়েছে। এখন

এই সাইক্লোনের বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এতে বলা হয়, সুপার ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ আছে। আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যে এই ঝড় উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। আগামীকাল রাত থেকে বুধবার বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যে এটি বাংলাদেশের উপকূলে অতিক্রম করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে কটুক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধনে পুলিশের বাধা!

ভোলায় মহানবী (সাঃ)-কে কটুক্তির প্রতিবাদে করা মানববন্ধনে পুলিশের বাধায় পন্ডের অভিযোগ ভোলা জেলা মুসলিম ঐক্য পরিষদের। এ নিয়ে সংগঠনের নেতা কর্মীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।
রবিবার দুপুর ১২ টায় ভোলা জেলা মুসলিম ঐক্য পরিষদের মানববন্ধনটি ভোলা সদর রোডের কে-জাহান মার্কেটের সামনে থেকে শুরু করার সময় পুলিশের বাঁধার মুখে পন্ড হয়ে যায়। জানা যায়, ভোলার মনপুরায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে হিন্দু যুবকের কটুক্তির প্রতিবাদে ভোলা জেলা মুসলিম ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে একটি মানববন্ধন দুপুর ১২ টার সময় ভোলা সদর রোডের কে-জাহান মার্কেটের সামনে থেকে শুরু করার সময় পুলিশের বাধার মুখে পন্ড হয়ে যায়। এ নিয়ে সংগঠনের নেতা কর্মীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে ভোলা জেলা মুসলিম ঐক্যপরিষদের সাধারন সম্পাদক মোবাশ্বের উল্লাহ নাঈম বলেন, ভোলা মুসলিম ঐক্য পরিষদ ও তৌহিদি জনতা সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শান্তিপূর্নভাবে মানববন্ধন আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ বিনা উস্কানীতে আমাদেরকে বাধা প্রদান করে। আমাদের সাথে তৌহিদি জনতা অংশ গ্রহন করেন। কিন্তু পুলিশ আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে এমনকি ব্যানার নিয়ে দাঁড়াতেও দেয়নি। পুলিশ ও ডিবি একত্রিত হয়ে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আমাদের মানববন্ধনটি পন্ড করে দিয়েছে। আমরা আমাদের পরিষদের সাথে আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসুচীর সিদ্ধান্ত নেবো। নিউজলাইভ২৪

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে শুক্রবার ভোলার মনপুরায় মহনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কটুক্তি করে ফেসবুকে শেয়ার করার ঘটনার অভিযোগে শ্রীরাম চন্দ্র দাস (৩৫) নামে এক মালাউন হিন্দু কে হেফাজতে রেখেছে পুলিশ।

নাকাবা দিবস,ফিলিস্তিন

গত ১৫ ই মে শুক্রবার ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ৭২ তম বার্ষিকীতে নাকাবা বা বিপর্যয় দিবসে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে এর সাত লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে বিতাড়িত করে ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

অবৈধ রাষ্ট্র ইহুদিবাদী ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ দিনটিকে নাকাবা বা বিপর্যয় দিবস হিসেবে পালন করেন ফিলিস্তিনিরা। এ উপলক্ষে ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিচ্ছেন এবং তাদের সব অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। একইসঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদারের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ফিলিস্তিনের বিক্ষোভকারী এক ব্যক্তি বলেন, নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত আমাদের পূর্বপুরুষরা বলেছেন, আমরা যেন কখনো নিজেদের ভূমিটুকু বিক্রি করে না দেই এবং এ ভূমিতে ফিরে আসার তৎপরতা যেন কোনোদিন বন্ধ না করি। তিনি আরও বলেন, আজও আমাদের সন্তান ও নাতিপুতিদের একই কথাই বলছি আমারা। অধিকৃত ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা ১৯৪৮ সালে বিতাড়িত শরণার্থীদের তাদের নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

১৯৪৮ সালে কুখ্যাত ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় ইহুদিবাদীরা প্রায় ৫০০ ফিলিস্তিনি গ্রামকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে। আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে জীবনযাপনকারী প্রায় ৫০ লাখ ফিলিস্তিনি। এখনও তারা তাদের বাপ-দাদার ঘর-বাড়িতে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের।

তবে,বিশেষজ্ঞ আলেম ওলামা ও গবেষকদের মতে ফিলিস্তিন মুক্তির জন্য কেবল মিটিং মিছিল নয় বরং বিশ্ব মুসলমানদের একত্রিত হয়ে কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমকেই মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্য পন্থায় আন্দোলন কেবল দীর্ঘ লাঞ্ছনা বাড়াবে।

পশ্চিম তীরকে যুক্ত করার ইসরাইলের একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নেবো না: বোরেল

অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে যুক্ত করার একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরাইলকে সতর্ক করে দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের সীমানা পরিবর্তন করে এমন কোনো পদক্ষেপ মেনে নেবে না ২৭ জাতির ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট।

গতকাল (সোমবার) জোসেফ বোরেল এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড সংযুক্তি করার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিধি ভিত্তিক আদেশের মৌলিক স্তম্ভ। এই ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি জনগণ এবং ইসরাইলের ঐক্যমত ছাড়া ১৯৬৭ সালের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সীমানায় কোনো রকম পরিবর্তন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং তার সদস্য দেশগুলো স্বীকৃতি দেবে না।

অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলের অবৈধ বসতি

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ শীর্ষ কূটনীতিক বলেন, "অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের কোনো অংশ সংযুক্তি করার একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা ইসরাইলের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা হবে আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।" ইহুদিবাদী ইসরাইলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগামী পহেলা জুলাই থেকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর যুক্ত করার ব্যাপারে ইসরাইলের মন্ত্রিপরিষদের আলোচনা শুরুর জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন।

সূত্র : পার্সটুডে।

১৯শে মে, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | আল-ফাতাহ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অসাধারণ কিছু মুহূর্ত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "আল-ফাতাহ্" প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণকারী তালেবান মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের অসাধারণ কিছু মুহূর্তের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করে তা উপস্থাপন করেছে আল-হিজরাহ স্টুডিও।

https://alfirdaws.org/2020/05/19/37961/

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান ধ্বংস, নিহত ৪ সৈন্য

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "হিজবুল আহরার" এর মুজাহিদিন ১৮ মে সকাল বেলায় দেশটির নাপাক মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" শহরে ঐদিন সকাল বেলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদিন। এতে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযানটি ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে সামরিকযানটিতে থাকা কমপক্ষে ৪ পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো কতক মুরতাদ সদস্য।

এদিকে নাপাক বাহিনী দাবি করছে ঐ হামলায় তাদের এক সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

কেনিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ৬ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৭ মে কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ নিউজ থেকে জানা যায় যে, কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওয়াজির জেলার ক্যান্টন এলাকা হয়ে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহরের আসার সংবাদ পেয়েই মুজাহিদগণ মাঝ পথে একটি মাইন পুঁতে রাখেন। যখনই ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযান উক্ত মাইনটি অতিক্রম করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন বিকট আকারে মাইনটি বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

এসময় সামরিকযানে থাকে কমপক্ষে ৬ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

শাম | নুসাইরী বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করলো আল-কায়েদা যোদ্ধারা, হতাহত নুসাইরী সন্ত্রাসী সেনা

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের রুমের জানবায মুজাহিদদের নিয়ে বিজয়ের মাস পবিত্র রমাদানুল মুবারকে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাকিতায় গত ১৭ মে, আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ খুবই বীরত্ব ও দক্ষতার সাথে সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম হামা সিটির "আনাকাবী" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করেছেন। এসময় মুজাহিদদের সাথে মুরতাদ বাহিনীর কয়েক ঘন্টার তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়। এতে মুজাহিদদের কৌশলে হামলায় কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয় এবং যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

সোমালিয়া |মুজাহিদদের হামলায় পুনটল্যান্ড প্রশাসনের জেলা প্রধানসহ ৩ কুফফার সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৭ মে মধ্য সোমালিয়ার জালকায়ো শহরে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ নিউজের তথ্যমতে, ঐদিন আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদিন পুটল্যান্ড প্রশাসনের মাদদাক জেলার মেয়র "আহমদ মুসা নূর" এর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল বোমা হামলা চালিয়েছিলেন। যার ফলে মেয়র "আহমদ মুসা নূর" সহ তার ৩ দেহরক্ষী নিহত হয় এবং মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

এই হামলার ঘটনাটি ঘটে মধ্য সোমালিয়ার জালকায়ো শহরের জেলা প্রশাসন সদরের সামনে।

করোনাভাইরাসের নতুন মৃত্যুপুরী ব্রাজিল

করোনা রোগীর সংখ্যায় ইতোমধ্যে ফ্রান্স ও ইতালিকে ছাড়িয়ে গেছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। মারা গেছেন ১৬ হাজারের বেশি মানুষ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, নতুন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠছে দেশটি।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৪১ হাজার ৮০ জন, মোট মৃত্যু ১৬ হাজার ১১৮ জন।

আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, স্পেন ও যুক্তরাজ্যের পরই এখন ব্রাজিলের অবস্থান। কিন্তু আক্রান্ত শনাক্তে ওই চারটি দেশ যে পরিমাণ পরীক্ষা করেছে ব্রাজিলের পরীক্ষা তার চেয়ে ঢের কম।

আক্রান্তের সংখ্যায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি হয়ে ওঠা ও পরীক্ষায় অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে দেশটির প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর ওপর চাপ বাড়ছে। খবর: বিডি প্রতিদিন

এমন পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে কঠোর সামাজিক দূরত্ববিধি, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনের পদক্ষেপ নিয়ে স্কুল, দোকানপাট ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেয় ব্রাজিলের বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার। কিন্তু বোলসোনারো এর তীব্র সমালোচনা করেন।

রাজ্যগুলোর এসব পদক্ষেপের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি অসহনীয় হয়ে উঠছে যুক্তি দেখিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার কথা বলেন তিনি।

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে এবার ঝিনাইদহে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

সোমবার সকালে কারখানা ফটকে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

এ সময় সুগার মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

তারা অভিযোগ করেন, গত ৪ মাস কারখানার প্রায় সাড়ে ৮'শ শ্রমিক-কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন না।

এতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। সমাবেশ থেকে দ্রুত বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানানো হয়। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

মিছিলটি কারাখানার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে মেইন ফটকে এসে শেষ হয়। পরে তারা ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করে দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট সড়ক অবরোধের পর কারখানা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

পরীক্ষা দ্বিগুণ, আক্রান্ত-ও দ্বিগুণ

গতকাল রবিবার ময়মনসিংহে পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। একই সাথে আক্রান্তের সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আগে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন ৩টি ধাপে ২৮২টি পরীক্ষার সুযোগ ছিল। গতকাল রবিবার ৭টি ধাপে ৬৫৮ জনের পরীক্ষা সম্ভব হয়। পরীক্ষার সাথে সাথে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। আগে যেখানে ময়মনসিংহ বিভাগের রোগীর সংখ্যা আসত ৩০ থেকে ৪০। এবার সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯ জনে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ময়মনসিংহ জেলাতেও। গতকাল রবিবার পরীক্ষা শেষে জেলাতেই ৩৫ জনের পজিটিভ ফলাফল আসে। অথচ আগে এ সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মাঝে।

গতকাল রবিবার ময়মনসিংহ জেলাতে মোট আক্রান্ত ৩৫ জন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এখানে উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলাতে এখন আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, পরীক্ষার সংখ্যা বাড়লে রোগীর সংখ্যাও বাড়বে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

সন্তু লারমার বিরুদ্ধে বৌদ্ধবিহারে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

বিভিন্ন সময়ে খুন, গুম, অপহরণের পর এবার সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) বিরুদ্ধে বিহার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। সোমবার সকালে রাঙামাটি প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার ধুপশীলে অবস্থিত 'ধর্মপ্রিয় আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র' এর প্রতিষ্ঠাতা ড. এফ দীপংকর মহাথের (ধুতাঙ্গ ভান্তে)।

তিনি এ ঘটনার জন্য সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে (জেএসএস) দায়ী করে পূর্ববর্তী সময়ে বিহারের সেবক ও বিহারে জনসংহতি সমিতির ভয়ভীতি প্রদর্শন, অপহরণ, হামলা-তাণ্ডবের ১৮টি ঘটনা তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ড. এফ দীপংকর মহাথের বলেন, আমরা বৌদ্ধধর্মের অহিংস আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেও স্থানীয় আঞ্চলিক দল জেএসএস বরাবরই আমার সেবকদের হামলা, অপহরণসহ সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। সবশেষ গত শুক্রবার (১৫ মে) রাতে বিহারে আগুন দিয়ে ত্রিপিটক, প্রচুর বুদ্ধমূর্তিসহ বিহারে রক্ষিত সবকিছুর ক্ষতিসাধন করে। এতে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

এই বৌদ্ধভিক্ষু বলেন, সাধারণত অন্য ধর্মাবলম্বী লোক দ্বারা উপাসনালয়ে হামলা হলেও ৯৯ শতাংশ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বসবাসকারী বিলাইছড়ির ধুপশীলে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) এই কার্যকলাপ বৌদ্ধধর্মের শান্তিপূর্ণ প্রচারে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি এ সময় স্থানীয়দের নিরাপত্তাসহ সকল ধর্মের মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে স্ব-স্ব ধর্ম পালন করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কালের কণ্ঠ

লিখিত বক্তব্যে এই ধর্মগুরু আরো বলেন, সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রেও যোদ্ধাগণ কিছু নিয়মনীতি মনে চলে। যেমন শস্যক্ষেতে আগুন লাগানো, শিশুদের ওপর অত্যাচার, মাতৃজাতির ওপর অত্যাচার, ধর্মীয় উপসনালয় ও ধর্মীয় গুরুদের ওপর আঘাত করা নিষিদ্ধ মানা হয় এবং জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সে ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে এই ভাবনা কেন্দ্র, বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধমূর্তি, ত্রিপিটকে এই অগ্নিসংযোগ কেন?

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, শ্রীমৎ মহান্মম ভিক্ষু, শ্রীমৎ মোদিয় ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞাতিমিত্র ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞামিত্র ভিক্ষু।

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) রাঙামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলোৎপল খীসার মুঠোফোনে একাধিবার চেষ্টা করেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে

রবিবার জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা প্রেরিত এক সংবাদ বিবৃতিতে দাবি করা হয়, জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করা এবং সমিতির নেতাকর্মীসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে স্বার্থবাদী মহল এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসংহতি সমিতিকে দায়ি করছে। বিবৃতিতে জনসংহতি সমিতির এই ধরনের কোনো ঘটনার সাথেও জড়িত নয় বলে দাবি করা হয়েছিলো।

বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে আমফান : ৭ নম্বর বিপদসঙ্কেত

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই তৈরি হয়েছে আরেক দুর্যোগের আশঙ্কা। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় আমফান এখন 'অতি প্রবল' ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি বলছে, এটি বাংলাদেশের দিকেই আসছে এবং বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে এটি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে বুধবার ভোরের দিকে।

এরই মধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ বুলেটিনে উপকূলীয় ১৪টি জেলা থেকে হুঁশিয়ারি সংকেত সরিয়ে ৭ নম্বর বিপদসঙ্কেত দেখিয়ে যেতে বলা হচ্ছে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূল থেকে সোমবার বিকেল তিনটে পর্যন্ত ১০৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল।

আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ বলছেন, বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে সুন্দরবন অংশ দিয়ে ঘূর্ণিঝড়টির মূল অংশ দেশের সীমানায় আঘাত করতে পারে।

"ঝড়ের মূল অংশ সুন্দরবন অংশে আসলেও এর প্রভাব পড়বে চারদিকেই। তবে এখনো এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে। তাই নানা পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে," বলেছিলেন জনাব রশিদ।

তার মতে, ঝড়টি ভারতের দীঘা থেকে বাংলাদেশের সন্দ্বীপ এলাকার মধ্য দিয়ে যাবে এবং এর মূল অংশ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সুন্দরবন অংশে আসবে।

ওদিকে আবহাওয়া অধিদফতরের সবশেষ বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় আমফান উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে এখন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে"।

এটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং পরে দিক পরিবর্তন করে উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ১৯ মে শেষরাত থেকে ২০ মে বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

এতে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ এবং বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোন জেলার কী সঙ্কেত :

৭ নম্বর বিপদসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালি, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চট্টগ্রাম।

আর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে ৬ নম্বর বিপদসংকেত এবং মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৭ নম্বর বিপদসঙ্কেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

১৮ই মে, ২০২০

তালেবানের ইস্তেশহাদি হামলায় ৫৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত, হতাহত আরো ৪২ এরও অধিক

মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক ঘাঁটিতে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিনের পরিচালিত একটি ইস্তেশহাদি হামলায় অন্তত ৯৮ সেনা হতাহত হয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, কাবুল প্রশাসনের প্রধান আশরাফ গনির আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ঘোষণাপত্রের পর তালেবান মুজাহিদিনও আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮ই মে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় গজনী প্রদেশের রাজধানীতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৭০৩ ব্যাটালিয়ন এর সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায়, এই দিন ভোর ৫ টায় জায়েদ কান্দাহারী রহ. নামের একজন তালেবান মুজাহিদ একটি সুড়ঙ্গ পথ হয়ে মুরতাদ কাবুল

প্রশাসনের উক্ত সামরিক ঘাঁটিটিতে প্রবেশ করে বিস্ফোরকবাহী একটি হাম্বিকে লক্ষ্য করে হামলাটি পরিচালনা করেন। এতে হাম্বিটি বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়।

এই বিস্ফোরণের ফলে সামরিক ঘাঁটির বড় একটি অংশ ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে কয়েক ডজন সামরিকযান ও ট্যাঙ্ক। এছাড়াও উক্ত হামলায় ঘাঁটির প্রধান কমান্ডার নাকিবুল্লাহ আরগানীসহ মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৫৬ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। আহত সৈন্যদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হামলা পরবর্তী সময়ে আহত ও নিহতদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে আফগান মুরতাদ সরকারের ১০টি রেস্কিউ হেলিকপ্টার অবতরণ করে। বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্সও অপেক্ষা করতে দেখা যায় ঘাঁটির সামনে।

ভোলায় রাসুল সা. কে নিয়ে এক মালাউনের কটূক্তি, বিক্ষোভকারী মুসল্লিদের উপর পুলিশের হামলা

ভোলার মনপুরায় রাসুল সা. কে নিয়ে কটূক্তি করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে শ্রীরাম চন্দ্র দাস (৩৫) নামে এক মালাউন। গতো কয়েক মাসের মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে দ্বিতীয়বারের মতো এমন চরম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলো।

এ ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন নবিপ্রেমী তাওহিদি জনতা। প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় মুসুল্লিরা। এসময় উত্তেজিত জনতা দুয়েকটি দোকানপাট ভাংচুর করেছেন।

বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্যসহ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে দালাল পুলিশবাহিনী। এতে আহত হয়েছেন ৫ নবিপ্রেমী মুসল্লি।

এ ঘটনায় উক্ত শাতিম মালাউনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের এজেন্ট তাগুত হাসিনার প্রশ্রয়ে ইসলামের উপর আক্রমণের একের পর এক দুঃসাসহস দেখিয়ে যাচ্ছে হিন্দু মালাউন শাতিমরা। ইতোপূর্বেও তাওহিদবাদী জনতাকে ধোঁকা দিতে কটূক্তকারীদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হলেও কিছুদিন পরেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

নবি সা. এর ইজ্জতের হেফাজতে শাতিমদের হত্যা করা ছাড়া এমন বিক্ষোভ-মিছিলে কোনো ফলাফল আসবে না বলে মনে করেন হকপন্থী আলিমগণ।

দখলদার ইসরাইল বাহিনী পশ্চিম তীরে ২ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে

নিজ ভূমে পরবাসী এক নাম ফিলিস্তিন। বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে দখল করতে প্রতিদিনই কোন না কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

দখলদার ইসরাইল বাহিনী ১২ মে পশ্চিম তীরে উত্তর জেনিন শহরে ইয়াবেদ গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২জন নিরপরাধ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করে। খবর: আনাদোলু এজেন্সি

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে ২জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। এর আগে বেশ কয়েকটি বাড়ি তল্লাশি করে। অভিযানের সময় টিয়ারগ্যাস ক্যানিটার এবং স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জনমনে আতংক ছড়িয়ে দেয়।

ইসরাইলি বাহিনী গ্রেপ্তারের জন্য কোনও কারণ দর্শানো ও গ্রেপ্তারের বিষয়ে কোন বিবৃতি দেয়নি।

ইসরাইলী হানাদার সেনাবাহিনী প্রায়শই ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন বাড়ানোর লক্ষ্যে মিথ্যা অজুহাতে দখলকৃত পশ্চিম তীর জুড়ে গ্রেপ্তার অভিযান চালায়।

ফিলিস্তিনি পরিসংখ্যান অনুসারে,বর্তমানে ইসরাইলী কারাগারে মহিলা ও শিশু সহ প্রায় ৫০০০ হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বন্দী আটক রয়েছে।

এ বছর ইয়েমেনে ১১৩,০০০ এরও বেশি কলেরা আক্রান্ত- বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা

আনাদোলু নিউজ এজেন্সির বরাতে মিডলইস্ট মনিটরের ১৭ মে প্রতিবেদনে জানা যায়, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) এর মতে গত জানুয়ারী থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনে কলেরা রোগে প্রায় ১ লক্ষ ১৩০০০ হাজার মানুষে আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে।

পরীক্ষাগারে গবেষণার মাধ্যমে মোট ৫৬ জন ব্যাক্তির কলেরা আক্রান্ত ও ২৯ জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১৩৮টি সেবা কেন্দ্রে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এটি উল্লেখ করেছে যে কলেরার সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে ডায়রিয়া এবং তৃষ্ণা।

ইয়েমেন ২০১৪ সাল থেকে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা চলছে। ২০১৫ সালে যখন সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট একটি বিধ্বংসী বর্বর বিমান অভিযান শুরু করে তখন এই সংকট আরও বেড়ে যায়।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী,এর পর থেকে, বেসামরিক সহ হাজার হাজার ইয়েমেনী এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। কমপক্ষে ১৪ মিলিয়ন ইয়েমেনি খাদ্য সংকট ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

ফটো রিপোর্ট | খোরাসান | মাহমুদ গজনবী রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (পর্ব-৩)

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শতাধিক তালেবান মুজাহিদিন "মাহমুদ গজনবী" রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে শরয়ী, চিন্তাধারা, সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর অর্জন করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/05/18/37903/

মালি | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ব্যারাকে হামলার ঝড় তুলেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন মালির পশ্চিমাঞ্চলে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে গত ১৬ মে একটি তীব্র ও সফল হামলার ঝড় তুলেছেন।

ঐ হামলার প্রথমিক পর্যায়ের কিছু ভিডিও ফোটেজও প্রকাশ করেছেন মুজাহিদগণ, যার কিছু চিত্র আস-সাবাত মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ্, অচীরেই হামলা সম্পর্কে অন্য কোন নিউজে আপনাদের বিস্তারিত জানানো হবে।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৪০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১৭ মে আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তালেবান সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে জানা যায়, কাবুল প্রশাসনের প্রধান আশরাফ গনির আক্রমাণত্মক অভিযানের ঘোষণার পর হতে তালেবান মুজাহিদিন কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে একের পর এক তীব্র হামলা চালানো শুরু করেছে।

এরি ধারাবাকিতায় ফারাহ প্রদেশে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমপক্ষে ৪০ সৈন্য হতাহত হয়েছে। আর মুজাহিদগণ বিজয় করে নিয়েছেন সামরিক ঘাঁটি ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা।

কেনিয়া | আল-শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৭ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৭ মে কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এর তথ্যমতে, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার "ওয়াজির" জেলায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক বেসের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর কমপক্ষে ৭ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক ক্রুসেডার সৈন্য।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন গত শনিবার আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, গত শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় আফগানিস্তানের মধ্য উরুজগান প্রদেশের "চাট্টো" এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে, যুদ্ধের এক পর্যায়ে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ৯ সৈন্য নিহত এবং ১৩ সৈন্য আহত হয়।

বিপরীতে, মুরতাদ কাবুল বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেন ২ জন জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন, তাকাব্বালাল্লাহু তা'আলা।

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে ৬ সৈন্যকে বন্দী করেছেন তালেবান মুজাহিদিন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন গত রাতে আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের জাখেলো অঞ্চলে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন, উক্ত চেকপোস্টটি হতে কাবুল বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক জনগণকে নানারকম হায়রানী ও বিরক্ত করে আসছিলো।

যার ফলে তালেবান মুজাহিদিন মুরতাদ সৈন্যদের উক্ত চেকপোস্টটিতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তীব্র লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ চেকপোস্টটি দখল করেন।

ফলস্বরূপ মুজাহিদগণ চেকপোস্টটি বিজয়ের পর চেকপোস্টে থাকা ৬ সৈন্যকে জীবিত আটক করেন এবং ৮ টি অস্ত্রসহ অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন মুজাহিদিন।

খোরাসান | তালেবানদের হাতে ঘৌর প্রদেশের ডিপুটিসহ ১৪ সেনা হতাহত

তালেবান মুজাহিদিন আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশের মধ্য অঞ্চলে হামলা চালিয়ে শত্রু পোস্ট ধ্বংস এবং ডেপুটি কমান্ডারসহ ১৪ সৈন্যকে হতাহত করেছেন।

তালেবানদের একজন মিডিয়া কর্মী জানান যে, গতরাতে ঘৌর প্রদেশের রাজধানী ফিরোজকোহের বরখানা অঞ্চলের "খরিস্তান"এ অবস্থিত মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন।

তিনি আরো জানান যে, এই চেকপোস্টটি বেসামরিক নাগরিকদের হয়রানি ও বিরক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। কাবুল প্রশাসনের পুতুল সৈন্যরা বেসামরিক নাগরিকদের উপর সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার চালিয়ে আসছে এখান থেকে। তাই মুজাহিদিন এখানে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই ঘটনায় মুজাহিদদের হাতে চেকপোস্টটি সম্পূর্ণরূপে বিজয় হয় এবং পুতুল কমান্ডার আবদুল মোমিন ও তার সহকারী ওমর সহ ৬ ভাড়াটে সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিলো এবং ৮ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছিলো।

এছাড়াও, এই অভিযানের সময় কাবুল বাহিনী হতে ৪৯টি তোপ-কামান, ১২টি মোটরবাইক, ৬টি ক্লাশিনকোভ, ১০টি দুরবিন, ১২টি অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক রাউন্ড বুলেট এবং প্রচুরমাণ হালকা ও ভারী গোলাবারুদ মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন।

বিপরীতে এ ঘটনায় দুজন মুজাহিদিনও শহিদ হয়েছেন। তাকাব্বালাল্লাহু তা'আলা।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আবারো আগুন

উখিয়া কুতুপালং ৫ নম্বর ক্যাম্পে এক ভয়াবহ আগুনে রোহিঙ্গাদের শতাধিক বাড়িঘর পুড়ে গেছে। রোববার রাত ১টায় এই আগুন লাগে।

কুতুপালং ৫ নম্বর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ (উপসচিব) মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, উখিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মী মোহাম্মদ জলিল জানান, ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পে অগ্নিকান্ডের স্থলে যায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও রোহিঙ্গারা আল্লাহর রহমতে রাত ২ টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে কী কারণে এই অগ্নিকান্ড তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, এর আগে মঙ্গলবার সকালে একই এলাকায় লম্বাশিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে শতাধিক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে তিনি জানান। খবর: নয়া দিগন্ত

ক্রুসেডার মার্কিন এফ-২২ জঙ্গিবিমান বিধ্বস্ত

আমেরিকার উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মিত একটি এফ-২২ স্টিলথ জঙ্গিবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। আমেরিকার ফ্লোরিডার এগলিন এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফ্লাইটের সময় বিমানটি

বিধ্বস্ত হয়। বিমানের পাইলট নিরাপদে বের হতে পেরেছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।

মার্কিন সামরিক বাহিনী বিমানের পাইলটের নাম প্রকাশ করেনি তবে জানিয়েছে, সামরিক হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

মার্কিন বিমান বাহিনী তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ১৫ কোটি ডলার দামের বিমানটি এগলিন ঘাঁটি থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে ট্রেনিং রেঞ্জের ভেতরে বিধ্বস্ত হয়।

কী কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত চলছে। উন্নত প্রযুক্তির জন্য এফ-২২ জঙ্গিবিমান নিয়ে আমেরিকা অনেকটা গর্ব করে থাকে।

করোনায় ঈদ নেই ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিকের পরিবারে

জধানীর সদরঘাট থেকে আব্দুল্লাহপুর বেড়িবাঁধ রুটে ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের বাস চালান মো. শামীম। গত ২৬ মার্চ থেকে বাসের চাকা বন্ধ। শামীমের সংসারের চাকাও আর চলছে না। পরিবারের ছয় সদস্যের খাবার জোগাড় করছেন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধারদেনা করে। বাসাভাড়া দিতে পারছেন না। শামীমের মতো দেশের ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিকের দিন কাটছে কষ্টে।

এদিকে কয়েক দিন বাদেই ঈদুল ফিতর। অন্যান্য বছর এ সময় ঈদ যাত্রা সামনে রেখে বাড়তি শ্রম ও সময় দিয়ে বেশি আয়ের প্রস্তুতি নিতেন পরিবহন শ্রমিকরা। এবার ঈদ যাত্রার প্রস্তুতি নেই। ঈদের আনন্দ দূরে থাক, প্রতিটি দিন পার করতেই হিমশিম খাচ্ছেন। এরই মধ্যে বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবহন শ্রমিকদের একটি অংশ বেছে নিয়েছে ভিন্ন পেশা।

করোনাভাইরাসের ঠেকাতে গত ২৬ মার্চ চলমান সাধারণ ছুটিতে গণপরিবহনও বন্ধ রয়েছে। সীমিতভাবে কেবল পণ্যবাহী গাড়ি চলছে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পরপরই সরকার দিনমজুরদের জন্য ৭৬০ কোটি টাকার সহায়তার ঘোষণা দেয়। তবে পরিবহন খাতের মালিক, শ্রমিক নেতাসহ সাধারণ শ্রমিকরা বলছেন, এই সহায়তা পরিবহন শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। কিভাবে তালিকা হচ্ছে তা-ও তাঁরা জানেন না।

গতকাল শনিবার বিকেলে শামীম কালের কণ্ঠকে বলন, ‘কোনো সরকারি সহায়তাও তো পাইলাম না। তালিকায় নামও উঠল না।’

বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভংকর ঘোষ রাকেশ গতকাল বলেন, ‘প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের আগে পরিবহন শ্রমিকরা বাড়তি আয়ের জন্য প্রস্তুতি নেন। বোনাস পান। এবার তাঁরা আগের মতো ঈদ উদ্যাপন করতে পারছেন না।

সংসার চলছে না বলে দূরপাল্লার বাস চালুর দাবিতে গত কয়েক দিনে পরিবহন শ্রমিকরা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় রাস্তায় নেমেছেন। বেশ কিছু স্থানে ত্রাণের দাবিতে কর্মসূচি পালনও করেছেন তাঁরা।

শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা যায়, পরিবহন খাতে বছরে দুই হাজার কোটি টাকার চাঁদা তোলা হয়। তার একটি অংশ দিয়ে গড়ে তোলা হয় পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল। সেই তহবিল থেকে এই দুঃসময়ে কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

তবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘স্থানীয়ভাবে কল্যাণ তহবিলের অর্থ খরচ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি ত্রাণ পাওয়ার দাবি জানিয়েছি আমরা বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কাছে। ৭০ লাখ সড়ক পরিবহন শ্রমিককে বাঁচাতে আমরা বাস টার্মিনালের কাছে ওএমএসের চাল বিক্রি করার অনুরোধ করেছি।’ তবে কোনো আবেদনেই কিছু হচ্ছে না বলে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গাড়ি চলছে না বলে পরিবহন মালিকরা শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না। ঈদের বোনাসও দেবেন না। উল্টো তাঁরা বলছেন, গাড়ি বসিয়ে রাখায় গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে, গ্যারেজ ভাড়া দিতে হচ্ছে। গাড়ি পাহারার জন্য নিয়োজিত পরিবহন শ্রমিকদের শুধু খোরাকি দেওয়া হচ্ছে। গড়ে একটি গাড়ির পাহারায় আছেন একজন শ্রমিক। সূত্র: কালের কণ্ঠ

প্রশাসনের অবহেলায় সরকারি গাছ কেটে নিল প্রভাবশালীরা

যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার বাইপাস সড়ক থেকে ৩টি মূল্যবান গাছ কেটে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এ ঘটনায় বন বিভাগ কাউকে আটক বা গাছ উদ্ধার করতে পারেনি। তবে পুলিশ

অভিযুক্ত রাজু নামে একজনকে আটক করলেও প্রভাবশালীদের তদবীরে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার (১৬ মে) বিকালে বেনাপোল পৌর এলাকার ইরানী রাইস মিলের মালিক গাছ তিনটি কেটে নেয়।

এদিকে ইরানী রাইস মিলের মালিক অভিযুক্ত রাজু জানান, তিনি সমিতির লোকজনদের জানিয়ে মিলের রাস্তা বের করার জন্য গাছ কেটেছিলেন।

শার্শা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল গনি জানান, গাছ কাটার বিষয়ে সমিতির লোকেরা তাকে আগে কিছু জানায়নি। পোর্ট থানা পুলিশ বিকাল ৫টায় গাছ কাটার ঘটনা তাকে জানায়।

এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, সুবিধা নিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে আওয়ামী দালাল পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মকর্তারা। তাই অপরাধীকে আটক করলেও গাছ উদ্ধার না করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

"মহাদুর্যোগেও গরিবের টাকা আত্মসাৎ করলে তারা কোথায় যাবে"

‘মহাদুর্যোগের মধ্যেও গরিব, অসহায় মানুষের টাকা আত্মসাৎ করা হলে তাহলে তারা কোথায় যাবে?’ আজ রোববার সকালে ময়মনসিংহের পাইথোলিন ইউনিয়নে এক আলোচনা সভায় এক নাগরিক এমন মন্তব্য করেন।

এই নাগরিক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০ লাখ লোককে ১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা দেবেন। আমরা এখন খবর দেখছি সরকারের লোকেরা প্রতি জনের কাছ থেকে ৫০০ টাকা রেখে দুই হাজার টাকা দিচ্ছে। আবার যারা তালিকা করছেন তাদের নিজস্ব লোক আত্মীয়-স্বজনদের নাম তালিকায় দিচ্ছেন। গরিব মানুষের নাম তালিকায় থাকে না।’

তিনি বলেন, ‘তালিকা এমনভাবে করে যেন প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামও আছে কিন্তু কর্মচারীর নাম নেই। এটা কোনো কাজ হতে পারে? তাহলে কোন পরিস্থিতি বিরাজ করছে একবার চিন্তা করুন? এটা তো জনগণের টাকা। সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের টাকা নয়। মহাদুর্যোগের মধ্যেও গরিব অসহায় মানুষের টাকা আত্মসাৎ করা হলে তাহলে তারা কোথায় যাবে? তারা তো না খেয়ে মারা পড়বে।’

তিনি আরো বলেন, 'যারা দিন আনে দিন খায়, গরিব, অসহায় মানুষ, কর্মহীন মানুষ অনেক কষ্টে আছেন। অথচ জনগণের টাকায় কেনা ত্রাণ চেয়ারম্যান মেম্বার ও আওয়ামী লীগের নেতারা চুরি করছে। আত্মসাৎ করছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! মানুষ মরছে, হাহাকার করছে কাজে যেতে পারছে না আর সরকারের লোকেরা ত্রাণ চুরি করছে।'

বাংলাদেশসহ ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে দুর্যোগ চলছে। চীনে জানুয়ারি মাসে করোনা মহামারি শুরু হয়। তখন থেকে আমাদের দেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল। বাংলাদেশ সরকার সে পদক্ষেপ নেয়নি। অন্যান্য অনেক দেশ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা ভালো আছে। আর বাংলাদেশ পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রতিদিন এক হাজারের বেশি লোক আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ জন লোক মারা যাচ্ছে। সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।'
সূত্র: আমাদের সময়

ইতালি, ফ্রান্সের চেয়ে বেশি আক্রান্ত রাশিয়া ও ব্রাজিলে

করোনাভাইরাস ঠেকাতে লকডাউন আরোপ করা হলেও সংক্রমণ থেমে নেই ব্রাজিল ও রাশিয়ায়। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে দেশ দুটি ছাড়িয়ে গেছে এক সময় বিপর্যস্ত দেশ ইতালি ও ফ্রান্সকে। আক্রান্তের দিক থেকে করোনার বিপর্যস্তের তালিকায় বর্তমানে রাশিয়া ও ব্রাজিলের অবস্থান তৃতীয় এবং পঞ্চম স্থানে।

আজ রোববার পর্যন্ত রাশিয়া ও ব্রাজিলে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ইতালি ও ফ্রান্সের তুলনায় বেশি বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সফটওয়্যার স্যলুশন কম্পানি ডারাক্সের পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারে প্রকাশিত তথ্যমতে, আক্রান্তের দিক থেকে সারা বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান এখন তৃতীয়। রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৭২ হাজার ৪৩ জন এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছে, যেখানে ইতালিতে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার ৭৬০ জন। তবে দেশটিতে চীনের তুলনায় মৃত্যুর হার বেশ কম। এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৫৩৭ জনের।

রাশিয়ায় গতকাল শনিবার একদিনে আক্রান্ত হয়েছে ৯ হাজার ২৮৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১১৯ জনের। করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ।

করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে তালিকার পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। করোনাভাইরাসে বেশ সঙ্কটে পড়েছে ব্রাজিল। দেশটির সর্বত্র এমনকি ৩৮টি আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি মানুষ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫ হাজার ৬৬২ জনের।

ব্রাজিলে গতকাল একদিনে আক্রান্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৯১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮১৬ জনের। এর আগে গত শুক্রবার ব্রাজিলে একদিনে রেকর্ড সর্বোচ্চ ১৫ হাজারের বেশি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

সর্বোচ্চ আক্রান্তের দিনেই পদত্যাগ করেছেন ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেলসন তেচ। দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যে ব্রাজিলের এই স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এর আগে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যর্থতার কারণে গত ১৬ এপ্রিল দেশটির সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী লুইজ মানদেত্তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জায়ের বোলসোরানো। আমাদের সময়

ইসরায়েলকে সমর্থন করে টিভি সিরিয়াল প্রচার সৌদি আরবের

পবিত্র রমজানে মধ্যপ্রাচ্যের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন করে দুটি টিভি সিরিয়াল প্রচার করছে সৌদি আরব। এই টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে ইসরায়েল সম্পর্কে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করায় মুসলিম বিশ্বে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

সমালোচকদের দাবি, ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও এতে ইসরাইয়েলের সঙ্গে 'স্বাভাবিকতা প্রচার' করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই টিভি সিরিয়ালে ফিলিস্তিনিদের নেতিবাচক চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দুবাইভিত্তিক সৌদি মালিকানাধীন এমবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্কে দি উম-হেরন এবং মাখরাজ-৭ নামে ইসরায়েল সমর্থিত দুটি টিভি সিরিজ প্রচারিত হচ্ছে বলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কাতারের সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দি উম-হেরন (মাদার অব হেরন) সিরিয়ালটি ১৯৪০ সালের প্রেক্ষাপটে দেখানো হয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এক বৃদ্ধা ইহুদী নার্সের সেবা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ও ইহুদীদের ধর্মীয় বন্ধন উপস্থাপন করা হয়েছে। আর কমেডি টিভি সিরিয়াল মাখরাজ-৭ এর মাধ্যমেও ইসরায়েলিদের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা দেখানো হয়েছে।

তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে এমবিসি নেটওয়ার্কের এক মুখপাত্র বলেছেন, এমবিসি আরব-ইসরায়েলি দ্বন্দ্ব শুরুর পর থেকে যেসব মানুষ আরব বিশ্বে হতাশার জীবনযাপন করছে, তাদের হৃদয়ে আনন্দ ও খুশি নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

এ ছাড়াও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য সৌদি আরবের একজন সাংবাদিক ও লেখক প্রচারণামূলক টিভি সিরিয়াল তৈরি করছে বলে জানা গেছে।

এক সাক্ষাৎকারে আব্দুল হামিদ কাবিন নামে এক সাংবাদিক বলেন, আঞ্চলিক বিভিন্ন দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণে এই টেলিভিশন সিরিয়াল তৈরি করা হবে এবং এটি আগামী বছর থেকে জেরুজালেম ও তেল আবিব শহরে শুটিং করা হবে।

রমাদান উপলক্ষ্যে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের দাওয়াহ্ ক্যাম্পেইন।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের দাওয়াহ্ বিভাগের মুজাহিদিন রামাদান উপলক্ষ্যে শাম তথা সিরিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে 'হে আমাদের উম্মাহ! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও' শিরোনামে দাওয়াতি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছেন।

মুজাহিদদের দাওয়াহ্ বিভাগের কার্যক্রমের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2020/05/18/37862/

সাফারিটেলিকম সংস্থার সদরসহ কাফহারা অঞ্চল ও দুটি সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার ওয়াজির জেলায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করে বেশ কিছু অঞ্চলের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এর তথ্যমতে, শনিবার ১৬ মে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ার ওয়াজির জেলায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময়ের এক লড়াইয়ে উপনিত হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনী ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছে।

এরপর মুজাহিদগণ ওয়াজির জেলার সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাফহারা অঞ্চলসহ সাফারি টেলিকম সংস্থার সদর নিজেদের দখলে নিয়ে নেন। এছাড়াও জেলাটিতে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর আরো ২টি সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করার মাধ্যমে এর আশপাশের গ্রামগুলোর উপরেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা।

তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত, গনিমত ৩টি সামরিকযান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত রাতে কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক ইউনিটের উপর জবাবি হামলা চালিয়ে ১১ সৈন্যকে হতাহত করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, গতরাতে মুজাহিদদের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে আসা কাবুল প্রশাসনের একদল সৈন্যের বিরুদ্ধে এই সফল অভিযানটি পরিচালানা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

মুজাহিদগণ বলখ প্রদেশের নাহরশাহী জেলায় শত্রুবাহিনীর পথ অবরুদ্ধ করে এই অভিযানটি সম্পূর্ণ করেন।

লড়াই চলাকালীন তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কাবুল সরকারি বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত এবং অপর ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় কাবুল বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে, আর মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ১ টি ট্যাঙ্ক, ২টি হ্যাম্বিসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

১৭ই মে, ২০২০

শক্তি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’, সমুদ্রবন্দরে ৪ নম্বর সংকেত

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' এ খুব দ্রুতই শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এটি বিপদও বাড়াচ্ছে। তাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে দুই নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ রোববার সকালে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৩৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

এ কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

এ ব্যাপারে আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন বলছেন, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এ ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে যাচ্ছে ভারতের উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে। বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে এ ঝড়ের উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছাতে দিন দুয়েক সময় লাগতে পারে।

এই আবহাওয়াবিদ আরও বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় আম্ফান আরও ঘণীভূত অগ্রসর হবে উত্তর পশ্চিম দিকে। ১৯ অথবা ২০ মে ভারতের ওড়িশা বা পশ্চিমবঙ্গ এলাকা দিয়ে এ ঝড় উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এর প্রভাবে পড়তে পারে বাংলাদেশেও। পরে শক্তি আরও বাড়িয়ে তা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ পেতে পারে মঙ্গলবার সকাল নাগাদ। তখন বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৯০ কিলোমিটার বা তার বেশি।'

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সাইক্লোন সংক্রান্ত আঞ্চলিক সংস্থা এসকাপের নির্ধারিত তালিকা থেকে তখন এর নাম দেওয়া হয় 'আম্ফান'। এটি থাইল্যান্ডের দেওয়া নাম। খবর: আমাদের সময়

এদিকে, রোববারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আকাশ আংশিক মেঘলা এবং আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

নিজেদের অপকর্ম গোপন রাখতে সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে ইহুদীবাদী ইসরাইল

ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের মুখপাত্র ফুজি বারহুম বলেছেন, ফিলিস্তিনি হত্যা-নির্যাতন আড়াল করতে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র দখলদার ইসরাইল।

রোববার (০৩ মে) রাতে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, দখলদারেরা সাংবাদিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে ধরপাকড় ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। কারণ তারা এর মাধ্যমে বাস্তব চিত্র আড়ালে রাখতে চায়।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের চিত্র গোটা বিশ্বের সামনে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে তিনি সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের ওই মুখপাত্র। সাংবাদিকদের হত্যা-নির্যাতন করার কারণেও ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের নেতাদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যা-নির্যাতনের খবর গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদেরকে সব সময় ইসরাইলি হুমকির মুখে থাকতে হয়।

এদিকে ইসরাইলি কারাগারে বর্তমানে অন্তত ১২ জন সাংবাদিক আটক রয়েছেন বলে ফিলিস্তিনের সাংবাদিকদের একটি সংগঠন জানিয়েছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

আক্রান্তের সংখ্যায় এবার চীনকে ছাড়িয়ে গেলো ভারত

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে পেছনে ফেলেছে ভারত। শুক্রবার ভারতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫ হাজার ২১৫ জন। মহামারি শুরু হওয়া চীনে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৮৩ জন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে এখন ভারতের স্থান ১১ নম্বরে।

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারিতে এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ও অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ লাখ ৯৮ হাজার ৫৭৯। এর মধ্যে তিন লাখ চার হাজার ৮৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। খবর: বাংলা ট্রিবিউন

ভারতে করোনায় মৃত্যুর হার অবশ্য চীনের চেয়ে কম। চীনে মারা গিয়েছেন ৫.৫ শতাংশ করোনা আক্রান্ত। ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৩.২ শতাংশের। দেশটিতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৭ হাজার মানুষ।

চীনে এখন একশ’ জনেরও কম কোভিড-১৯ রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। যদিও উহানে গত সপ্তাহে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। চীনে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪ হাজার ৬৩৩ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৭৮ হাজার মানুষ।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তথ্য অনুসারে, দেশটিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪৯ জন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনের এবং নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ৩ হাজার ৯৬৭ জন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। উৎপত্তিস্থল চীনে ৮৩ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হলেও সেখানে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে। চীনের বাইরে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ১৩ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ১১ মার্চ দুনিয়াজুড়ে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সাংবাদিকদের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার হুমকি, থানায় জিডি

সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সিলেটে কর্মরত সাংবাদিকদের মুঠোফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দিয়েছেন এক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে সিলেট কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং-৬৭৮) করেছেন সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ্ দিদার আলম নবেল।

সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ্ দিদার আলম নবেলের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার থেকে একটি কল আসে। ফোন করেই জনৈক ব্যক্তি তাকে এবং তার সহকর্মী সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

তার পরিচয় জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তি নাম বলেন, সাদিক এবং নিজেকে সিলেট ল’ কলেজ ছাত্রলীগ নেতা বলে পরিচয় দেন। ল’ কলেজ ছাত্রলীগ নিয়ে সাংবাদিকরা বেশি বাড়াবাড়ি করছেন বলে গালিগালাজ করতে থাকেন তিনি। সূত্র: বিডি প্রতিদিন

এমন হুমকির পর তিনি ও তার সহকর্মী সাংবাদিকরা নিরাপত্তার অভাববোধ করে বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করার আবেদন করেন শাহ্ দিদার আলম নবেল।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ল’ কলেজ ছাত্রলীগ নেতা সাদিক পূর্বে কলেজে চাঁদাবাজির ঘটনায় অধ্যক্ষের দেয়া মামলায় আসামি ছিল। এছাড়া তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যায়গায় চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।

ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা, কি হচ্ছে দেশে?

শুক্রবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে জাহাঙ্গীর মিয়া (৪৮) নামের এক ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

উপজেলার বাড্ডা গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আওয়ামী দালাল পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের বাড্ডা গ্রামের ডেঙ্গাপাড়ার মৃত লাল মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর মিয়াকে শুক্রবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে কে বা কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়।

কয়েক ঘণ্টা পর লোকজন পাশের কাদৈর গ্রামের বিলে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার বাড়িতে সংবাদ দেয়। পরে আশংকাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে তিনি মারা যান। বিডি প্রতিদিন

নবীনগর সার্কেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মকবুল হোসেন জানান, 'লাশের মুখমণ্ডলে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তবে এখনো পর্যন্ত আসামীদে গ্রেফতার করেনি আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনী।

মুজাহিদগণের হাতে বন্দী হওয়া এক ইতালিয়ান তরুণীর ইসলামগ্রহণ

২০১৮ সালের নভেম্বরে দেশটির চাকামা অঞ্চল থেকে তাঁকে আটক করেন পূর্ব আফ্রিকাভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা আল-শাবাব মুজাহিদিন। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টান মিশনারি এক্টিভিটির সাথে জড়িত সন্দেহেই তাঁকে আটক করা হয়েছিলো।

দীর্ঘ ১৮ মাস বন্দী ছিলেন মুজাহিদিনের হাতে। এ সময় গণমাধ্যম এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার কাছেও কোনো তথ্য ছিলো না সিলভিয়ার ব্যাপারে।

অবশেষে সম্প্রতি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান তিনি। একটি বিশেষ ফ্লাইটে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু থেকে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ইতালিতে। বিমান থেকে নামলেন হিজাব পরিহিত অবস্থায়। হাস্যজ্বল মুখে আলিঙ্গন করলেন পরিবারের সদস্যদেরকে।

এর আগে রাজধানী মোগাদিশুর ইতালিয়ান দূতাবাসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় তিনি জানান, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কোনোধরনের জোর-জবরদস্তি কিংবা বিবাহ সম্পর্ক ছাড়াই

স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাঁরা(মুজাহিদিন) আমার সাথে অনেক ভালো আচরণ করেছেন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি তাঁরা আমাকে কুরআন পড়তে দিয়েছেন এবং আমাকে ইসলামি সংস্কৃতি বুঝিয়েছেন।

মুজাহিদিনের হাতে বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ইতোপূর্বে বেশ কয়েকজন সংবাদ ও মানবাধিকারকর্মী মুজাহিদিনের হাতে বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

২০০১ সাল। নাইন-ইলেভেনের মোবারক হামলা-পরবর্তী সময়। ব্রিটিশ সাংবাদিক ইয়োভনি রেডলি পেশাগত কাজে পাড়ি জমান আফগানিস্তানে। সংবাদ সংগ্রহকালীন বন্দী হন তালিবান মুজাহিদিনের হাতে।

পরবর্তীতে তালিবান মুজাহিদিনের নিষ্ঠা ও মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ সাড়া ফেলে।

গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি তালিবান যোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। একজন বন্দীকে মানুষ এতো চমৎকারভাবে ট্রিট করতে পারে তা আমার জানা ছিলো না।'

এমনকি ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি একটি বইও লেখেন 'ইন দ্য হ্যান্ড অব তালিবান' নামে।

২০১১ সালে ওয়েরন উইন্সটেন নামে এক মার্কিন নাগরিকও আল-কায়েদার হাতে বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরকম ঘটনা আরো অনেক আছে।

অপরদিকে আমেরিকাসহ কুফফার জোটগুলোর হাতে মুসলিম বন্দীদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কুফফার বর্বররা নির্যাতনের এমন কোনো কৌশল নেই যেটা তারা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ বাদ রাখে। মুসলিম নারী বন্দীদের ধর্ষণ করাটা কুফফার সেনাদের যেন রুটিনওয়ার্ক।

২০০৮ সালে মিথ্যা অভিযোগে পাকিস্তানের খ্যাতিমান স্নায়ুবিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকিকে তাঁর তিন সন্তানসহ অপহরণ করে পাক গোয়েন্দাসংস্থা। তারপর তাঁকে তুলে দেয়া হয় সন্ত্রাসী মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে।

তাঁকে নিয়ে আসা হয় নিউইয়র্কে। মার্কিন আদালত তাঁকে বিনাবিচারে ৮৬ বছর কারাদণ্ড দেয়। শুরু হয় পাশবিক নির্যাতন। এই লোমহর্ষক নির্যাতনের বর্ণনা দেয়া সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

কারাগার থেকে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লিখেন, 'ওরা আমাকে প্রতিদিন পালাক্রমে ধর্ষণ করে। আমার সেলের মধ্যে ওদের প্রশিক্ষিত কুকুর ছেড়ে দেয়। ওরা আমার একটি কিডনি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলেছে। আমার বুকে গুলি চালিয়েছে। প্রতিনিয়ত আমাকে বৈদ্যুতিক শক দিচ্ছে।'

আবু গারিব কারাগারের সেই পাষবিক নির্যাতনের কথা কে ভুলেছে? বোন ফাতিমার সেই চিঠির আপ্তবাক্য কি কোনো মুসলিম কখনো বিস্মৃত হতে পারে? গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে কী ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন মুজাহিদিনরা!

এতোকিছুর পরেও মুজাহিদিনরা ওদের বন্দীদের সাথে কখনো নিষ্ঠুরতা দেখায় না। ওরা আমাদের বোনদের ধর্ষণ করে, আর মুজাহিদিনরা ওদের নারীদের গায়ে হিজাব তুলে দেয়। ওদের নির্যাতনের দরুন বোন ফাতিমা গর্ভনিরোধক বড়ি চায়, আর মুজাহিদিনের হিউম্যানিটি দেখে ওদের নারীরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

কে প্রকৃত সন্ত্রাসী?

হে মুসলিম, এখনো কি তুমি সংশয়ে ভুগো, কে প্রকৃত সন্ত্রাসী? মিডিয়ার মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় তুমি সত্যিকারের মানুষ চিনতে ভুল করলেও, ভুল করেনি সিলভিয়া রোমানোরা, ভুল করেনি ইয়োভন রেডলিরা। তুমি মুজাহিদিনের বিরোধিতা করে হলে মুনাফিক, আর তারা মুজাদিনকে চিনতে পেরে হয়ে গেলো মুসলিম।

সহায়তা তালিকায় ২০০ জনের নামের পাশে এক মোবাইল নম্বর

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের আড়াই হাজার টাকার নগদ সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীদের তালিকায় অনিয়ম দেখা দিয়েছে। হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় সাড়ে ৬ হাজার পরিবার এ সহায়তা পাবে। তবে তালিকায় একই মোবাইল নম্বর ভিন্ন নামে ব্যবহার হয়েছে সর্বোচ্চ ২শ বার। রয়েছে অনেক বিত্তশালী এবং জনপ্রতিনিধির আত্মীয়-স্বজনের নামও।

ফলে অনেক অসচ্ছলের প্রণোদনা পাওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।

জানা যায়, লাখাই উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ৬ হাজার ৭২০টি পরিবার পাচ্ছে নগদ আড়াই হাজার টাকা করে সরকারি অর্থ সহায়তা। এর মধ্যে লাখাই ইউনিয়নে ১ হাজার ১৯৪ জন, মোড়াকরি ১ হাজার ১১৩, মুড়িয়াউক ১ হাজার ১৭৬, বামৈ ১ হাজার ২৪৬, করাব ১ হাজার ৬ ও বুল্লা ইউনিয়নে রয়েছেন ৯৮৫ জন।

ইতোমধ্যে উপজেলা প্রশাসনের কাছে খসড়া তালিকা জমা দিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা।

তালিকা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মুড়িয়াউক ইউনিয়নে ৪টি মোবাইল নম্বর ব্যবহার হয়েছে ৩০৬ জনের নামের পাশে। আর এই নম্বরগুলো পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মলাইয়ের ঘনিষ্ঠজনদের। এছাড়া তালিকায় যুক্ত হয়েছে অনেক বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের আত্মীয়-স্বজনের নাম। রয়েছেন স্বামী-স্ত্রীসহ একই পরিবারের একাধিক সদস্যও। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

একটি ওয়ার্ডে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস না থাকলেও লেখা হয়েছে তাদের নাম।

শুধু মুড়িয়াউকই নয়, উপজেলার ৬টি ইউনিয়নেই এ ধরনের 'ভুল' হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ২শ বার একেকটি মোবাইল নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত এক কর্মচারী।

এ ব্যাপারে মুড়িয়াউক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মলাই জানান, অল্প সময়ের মধ্যে তালিকা তৈরির কারণে ভুল হয়েছে। অসংখ্যবার মোবাইল নম্বর ব্যবহারের ভুলটি করেছেন উপজেলা প্রশাসনের কম্পিউটার অপারেটররা। যেগুলো সংশোধনের কাজ চলমান। বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ মুক্তার হোসেন বেনুও জানান একই কথা। পুনরায় শুদ্ধভাবে তালিকা তৈরিতে তিনি তার লোকজনকে নিয়ে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলা প্রশাসনের কম্পিউটার অপারেটররা জানান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা অসম্পন্ন খসড়া তালিকা দিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা তা সম্পন্ন করি। ভুলবশত একেকটি নম্বর অনেকবার ব্যবহার হয়েছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি লাখাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লুসিকান্ত হাজংয়ের সঙ্গে। তবে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুশফিউল আলম আজাদ বলেন, খসড়া তালিকা জমা দেওয়ার পর আমরা তাতে অনেক অনিয়ম খুঁজে পেয়েছি। উপজেলার ৬টি ইউনিয়নেই সমস্যা হয়েছে। একেকটি মোবাইল নম্বর রয়েছে অনেকবার। ইতোমধ্যে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছে। তারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে হালনাগাগাদ তালিকা জমা দেবেন।

অন্যদিকে হবিগঞ্জ সদর উপজেলাসহ ৯টি উপজেলায়ও তালিকা তৈরিতে এ ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা বলছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতে ব্যাপক সংকটে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। আর এ ধরনের অনিয়মের কারণে বঞ্চিত হবেন অনেক অসহায় মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজে অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

---

৯৯৯ ফোন করায় চড়াও হলেন ইউপি মেম্বার

রংপুরের বদরগঞ্জের রাধারনগর ইউনিয়নের মন্ডলপাড়ার হতদরিদ্র আজিয়ার রহমানের স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে অভাবের সংসার। করোনার দুর্যোগ মুহূর্তে কাজ না থাকায় সম্প্রতি তার স্ত্রী রাবেয়া বেগম সাহায্যের জন্য জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন। ফোনে তাদের কষ্টের কথা জানান তিনি।

অপর প্রান্ত থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে ভুক্তভোগির সমস্যার বিষয়টি সরেজমিন দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়। এ খবর জানতে পেয়ে ওই এলাকার ইউপি সদস্য সামশুল হক ৯৯৯ ফোনদাতা রাবেয়ার স্বামীর ওপর চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে আজিয়ার রহমানের কাছে চৌকিদার পাঠান। তাকে ওই এলাকার পাঠানেরহাট এলাকায় আটক করে তার ওপর চড়াও হন মেম্বার। লোকজনের সামনে তাকে কড়া ভাষায় ধমক দেন তিনি। এমনকি ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেওয়ার জন্য তাকে গালাগাল করা হয়। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

ভুক্তভোগি আজিয়ার রহমান বলেন, ৯৯৯ নাম্বারে কল দেওয়ায় মেম্বার সামশুল আমাকে চৌকিদার দিয়া ডেকে নিয়া চরমভাবে রাগারাগি করছে। আবার কয়, তুই কার বুদ্ধিতে ওই নাম্বারে কল দিছিস। এই নিয়া তিনি আমাকে চরম অপমান করে।

অভিযোগ অস্বীকার করে ইউপি মেম্বার সামশুল হক জানান, আমাদের না জানিয়ে কেন সে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেছে সে বিষয়টি তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। ধমক কিংবা রাগারাগি করা হয়নি।

রোহিঙ্গা শিবিরে করোনা, বাড়ছে রোগীর সংখ্যা

কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে শুক্রবার আরও দু'জন রোহিঙ্গার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দুই দিনে তিনজন রোহিঙ্গা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলো।

কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা. মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, এই তিনজন কতুপালং শরণার্থী শিবিরের একই ব্লকে থাকতেন এবং সেই ব্লকের ১২০০ পরিবারকে এখন লকডাউন করা হয়েছে। এই ব্লকে ১২০০ পরিবারে পাঁচ হাজারের বেশি রোহিঙ্গার বসবাস।

বৃহস্পতিবার কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে প্রথম একজন রোহিঙ্গার শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় । শনাক্তের সাথে সাথেই সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার হাসপাতালে আইসোলেশনে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

একই ব্লকে করোনাভাইরাসের উপসর্গ রয়েছে এমন দু'জনকে পরীক্ষা করার পর শুক্রবার তাদের কভিড-১৯ ধরা পড়েছে। খবর: আমাদের সময়

সিভিল সার্জন ডা. মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমরা যে রোগী পেয়েছি, তাকে আইসোলেশনে নেয়ার পাশাপাশি, তার পরিবারের ছয়জন সদস্যকে শিবিরের বাইরে কোয়রেন্টিনে রেখেছি। আর উনি যে ব্লকে ছিলেন, সেই ব্লকের আরও দু'জন রোহিঙ্গা শনাক্ত হওয়ার পর তাদেরকেও আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে। ব্লকটিতে ১২০০ রোহিঙ্গা পরিবারকে একেবারে লকডাউনে রাখা হয়েছে। সেখানে পাঁচ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা থাকছে।"

তিনি আরো বলেন, উখিয়া এবং টেকনাফসহ সব মিলিয়ে ৩৪টি রোহিঙ্গা শিবিরকে ঘিরেই সেনাবাহিনী এবং পুলিশ-র‍্যাবের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এসব শিবিরে প্রবেশে এবং বের হওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হয়েছে।

শিবিরগুলোতে গাদাগাদি করে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাস করেন। পরীক্ষা ব্যাপকভাবে করা হবে কি না- এমন প্রশ্নে সিভিল সার্জন ডা. মাহবুবুর রহমান বলেন, "১১ লাখ রোহিঙ্গা। এত সংখ্যক মানুষের মাঝে র‍্যানডম পরীক্ষা না করে সূত্র ধরে ধরে পরীক্ষা করবো। যেমন এই তিনজন শনাক্ত হলো। এখন এই তিনজনের কন্টাক্ট ট্রেসিং করা হবে। তারা যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে।

রোহিঙ্গা শিবিরে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ায় সেখানে কর্মরত আন্তর্জাতিক এবং দেশী সাহায্য ও উন্নয়ন সংস্থার সদস্যদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

১৬ই মে, ২০২০

মুন্সীগঞ্জে পুলিশকে মারধর করলো সন্ত্রাসী আ'লীগ নেতা

মুন্সীগঞ্জে টংগীবাড়ি থানার কনস্টেবল মো. তানজিল হোসেনকে মারধর করে জখম করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ছেলেকে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে হামলাকারী টঙ্গীবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কবির খান ও তার ছেলে নাছির খানকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত অন্য আসামিরা পলাতক রয়েছে।

আহত কনস্টেবল তানজিল হোসেন মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আহত কনস্টেবল তানজিল হোসেন জানান, 'আমার বাসা তাদের বাসার সামনের বাসা। আমাকে মোটরসাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করে বারবার। বলে, আমি হেঁটে যেতে পারবো কিন্তু মোটরবাইক নিয়ে যেতে পারবো না। বিষয়টি নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আমার উপর চড়াও হয়। পরবর্তীতে পরিবারের সকলেই আমাকে মারধর করে জখম করে।'

বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় তিনি জানান, সদর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে টংগীবাড়ি থানায় চলে গেছেন তিনি। বলেন, জখম ও শরীর ব্যাথা নিয়েই থানায় চলে এসেছি।

এ বিষয়ে টংগীবাড়ি-সিরাজদীখান সার্কেল সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার রাজিবুল ইসলাম শুক্রবার সকাল ১০টায় জানান, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে এবং দুইজনকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

খবর: নয়া দিগন্ত

ধরা খেলো চালচোর চেয়ারম্যান , নির্দোষ প্রমাণে 'টিপসই' আদায়

করোনা শুরু হতেই নড়াইলের বিভিন্ন এলাকায় গরিবের চাল চুরির হিড়িক চলেছে। এরই মধ্যে চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি ধরা খেয়েছেন আবার কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সম্প্রতি ৪১ টন ভিজিডির চাল চুরির দায়ে দুদকের মামলায় জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে পিরোলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জারজিদ মোল্যাকে। এলাকার ৮৫ জন দুস্থ নারীর ১৬ মাসের চাল আত্মসাৎ করেও তিনি ক্ষান্ত হননি। চাল না পাওয়া দরিদ্র নারীদের জোর করে মাস্টাররোলে টিপসই দিতে বাধ্য করেছেন। গরিব মানুষের মুখ বন্ধ করতে সন্ত্রাসী বাহিনী ঢুকিয়ে গুচ্ছগ্রামে গুলিবর্ষণের মতো ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

ধরা খাবার পরেও থেমে নেই এসব কর্মকাণ্ড। চেয়ারম্যানের চুরি ঢাকতে মাঠে নেমেছে পোষ্য সন্ত্রাসী বাহিনী। এরা প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে চাল না পাওয়া অসহায়-দুস্থ নারীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে মাস্টাররোলে টিপসই আদায় করে নিচ্ছেন। ভয়ে কেউ স্বাক্ষর করে দিচ্ছেন আবার অনেকে টিপসই দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

জানা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় পিরোলী ইউনিয়নের ১৯০ জন ভিজিডি কার্ডধারী দুস্থ নারীকে বিনামূল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা। প্রতিমাসে চাল উত্তোলন করলেও ৮৫টি ভিজিডি কার্ডধারী নারীকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত চাল দেওয়া হয়নি। ৮৫ জনের বিপরীতে ১৬ মাসে (মাসিক ২৫৫০ কেজি) ৪০ টন ৮০০ কেজি সরকারি চাল দুর্নীতি বা বেআইনিপন্থায় আত্মসাৎ করেছেন চেয়ারম্যান জারজিদ।

জুয়া খেলার ছবি তোলায় সাংবাদিক পেটানো, একাধিক হত্যা, জুয়া ও মাদক, বসতবাড়ি উচ্ছেদ, ভূমি অফিসের নায়েবকে পেটানোসহ ডজনখানেক মামলা রয়েছে এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। আলোচিত এই সন্ত্রাসী ইয়াবাসেবী চেয়ারম্যান আটক হওয়ার পরও স্বস্তিতে নেই এলাকার নিরীহ লোকজন। নানা ছলে আর ভয়ভীতি দেখিয়ে দুস্থ নারীদের চাল না দিয়ে উল্টো তাদের কাছ থেকে ১৬ মাসের মাস্টাররোলে টিপসই নেওয়া হচ্ছে।

ধরা খাবার আগে ২৬ এপ্রিল জামরিলডাঙ্গা গ্রামের পাঁচজন নারীকে ইউনিয়ন পরিষদে চাল দেওয়ার কথা বলে ডেকে আনা হয়। এরপর দোতলার একটি কক্ষে আটকে রেখে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে প্রত্যেককে ১৬টি করে মাস্টাররোলে টিপসই নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাঁদতে কাঁদতে খালিহাতে ফিরে আসেন অসহায় তারা। ভয়ে টিপসই দেওয়া পেড়লী গ্রামের পাঁচজনের মধ্যে ১৫১ তালিকার হুরী বেগম, ১৪৯ তালিকার নুর নাহার ও ১৫৩ তালিকার ছায়েরা বিবির দিন এখন আরো কষ্টে কাটছে। (কালের কণ্ঠের রিপোর্ট)

বাড়িতে এসে টিপসই দেবার কথা স্বীকার করায় হুমকির মধ্যে পড়েছেন তারা। বাকিরা ভয়ে অন্যকে কিছু জানাতে পারছেন না। চেয়াম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনী ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত খড়রিয়া গ্রামের চাল না পাওয়া অন্তত আট নারীর কাছ থেকে জোর করে টিপসই নিয়েছে। ভয়ে কোনো কথা বলেনি হতদরিদ্র ও নারীরা।

৮ মে রাতে পেড়লী গ্রামের মরজিনা বেগমের বাড়িতে আসে চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনী। চেয়ারম্যান জারজিদ এর স্ত্রী মুর্শিদার সাথে শহীদুল ভূইয়া, বাবলু ভূইয়া, শিহাব ভূইয়ার নেতৃতে ৮/১০ জনের একটি দল বাড়িতে ঢুকে দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে মরজিনার ১৬টি টিপসই নেয় মাস্টাররালে। এই ঘটনায় জানাজানি হলে গ্রামে হইচই পড়ে যায়। ইউপি মেম্বার লেন্টু, ফুরকান ও মুক্তি মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

এদিকে কার্ড থাকলেও ১৬ মাস চাল পান না পেড়লী গ্রামের আরো অন্তত ১০ জন। এদের মধ্যে ১৬০ ক্রমিকের পিয়ারী বেগম, ১৬১ হেনা বেগম, ১৬২ নার্গিস বেগম, ১৬৩ সিমকী খাতুন, ১৬৭ রোজিনা বেগম, ১৭২ রেবেকা বেগম। চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসীদের ভয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এসব নারী।

টিপসই দেওয়ার ভয়ে পলাতক একজন জানান, এমনিতে আমাদের চাল মেরে খেয়েছে চেয়ারম্যান তার ওপর তার বাহিনী দিয়ে জোর করে মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করায়ে নিচ্ছে, করোনার চেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে গুণ্ডাদের? এই দেশে কি কোনো আইন-কানুন নাই?

পিরোলী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার গোলাম রব্বানী, ৭ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার মো. লেন্টু শেখ বলেন, চেয়ারম্যান নিজে আমাদের গ্রামের ভিজিডি কার্ডের নাম কেটে নিজের গ্রামে দিয়েছে। অল্প কয়েকজন গরিব মহিলা চাল পেত তাদের মাল না দিয়ে উল্টো বাহিনী দিয়ে স্বাক্ষর করায়ে নিচ্ছে, এটা চরম অন্যায়। ৮ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর মো. ফুরকান শেখ বলেন, এলাকার কয়েকজন ভিক্ষুক মহিলাকে ভিজিডি কার্ড করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের চাল মেরে দিয়ে চেয়ারম্যান চরম অন্যায় কাজ করেছেন। এখন আবার সন্ত্রাসীরা জোর করে স্বাক্ষর নিয়ে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী চেয়ারম্যান জারজিদ মোল্যার স্ত্রী মুর্শিদা খানমের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আমরা তো জোর করে কারো স্বাক্ষর আনিনি। আপনাকে এই অভিযোগ কে দিয়েছে?

আপনারা কি ১৬ মাসের চাল দিয়ে স্বাক্ষর এনেছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাল তো চেয়ারম্যান দিয়েই গেছেন।

১৫ই মে, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | খোরাসান | মাহমুদ গজনবী রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (পর্ব-২)

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শতাধিক তালেবান মুজাহিদিন "মাহমুদ গজনবী" রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে শরয়ী, চিন্তাধারা, সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর অর্জন করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/05/15/37808/

ফটো রিপোর্ট | খোরাসান | মাহমুদ গজনবী রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (পর্ব-১)

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শতাধিক তালেবান মুজাহিদিন "মাহমুদ গজনবী" রহ. প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে শরয়ী, চিন্তাধারা, সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর অর্জন করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/05/15/37805/

করোনার মহামারী সত্ত্বেও ইয়েমেনে হামলা অব্যাহত রেখেছে সৌদি জোট

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারী সত্ত্বেও দারিদ্র্যপীড়িত এবং যুদ্ধ কবলিত ইয়েমেনের ওপর বর্বর আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে সৌদি নেতৃত্বাধীন কথিত আরবজোট। ইয়েমেনে কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, সৌদি আরব ইয়েমেনের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদফা বিমান হামলা চালিয়েছে।

উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের আল-খোব এবং আশ-শাআব শহরের হামলা চালায়। একইভাবে হামলা চালায় শা'দা প্রবেশের শা'আদা অঞ্চলে এবং মধ্যাঞ্চলীয় বাইদা প্রদেশের কানিয়ে অঞ্চলে।

সৌদি জোট গত ৮ এপ্রিল দাবি করেছিল যে, জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যে শান্তি প্রক্রিয়া চলছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তারা হামলা বন্ধ রেখেছে। এছাড়া, ইয়েমেনে যাতে করোনাভাইরাসের মহামারী ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেটিও তারা বলেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের জনগণ যেহেতু অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাপন করছে এবং তাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে সে কারণে করোনাভাইরাস ইয়েমেনের জন্য মারাত্মক রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অথচ, তারাই এখন বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

সূত্র : পার্সটুডে

করোনা আক্রান্ত নারীকে পালাতে সাহায্য করলী সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতা

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এক নারীকে পালাতে সহায়তা করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা সাঈদুর ঢালী। তবে পালিয়েও রক্ষা পাননি করোনা আক্রান্ত ওই নারী। শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে দিনভর চেষ্টার পর সাতক্ষীরার আশাশুনির কুল্যা ইউনিয়নের মহাজনপুর বিল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিকেলে ওই নারীকে পালাতে সাহায্য করা আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি লকডাউন করা হয়।

সাঈদুর ঢালী আশাশুনি উপজেলার কুল্যা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। করোনা আক্রান্ত ওই নারী সম্পর্কে তার ভাগনি। তিনি (ওই নারী) আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের দেউলা গ্রামের বাসিন্দা।

জনগণ সাঈদুর ঢালীকে ওই নারীর অবস্থান বলার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। একপর্যায়ে তিনি করোনা আক্রান্ত নারীর অবস্থান বলে দেন। পরে সাড়ে ১০টায় কুল্যা ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামের একটি বিল থেকে ওই নারীকে উদ্ধার করা হয়।

সূত্র: আমাদের সময়

ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হলো ইউপি মেম্বারের কাছ থেকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরের সংরক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য (মেম্বার) নিলুফা আক্তারের এক বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বাড়ি থেকে ১৮ বস্তা সরকারি চাল জব্দের ঘটনায় বুধবার বিকেলে তাকে এ সাজা প্রদান করা হয়। সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমান এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চর ইসলামপুর ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত সদস্য নিলুফা আক্তারের বাড়ি থেকে বুধবার বিকেলে ১৮ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করে প্রশাসন। ওই চাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হন নিলুফা আক্তার। পরে ত্রাণের চাল গোপনে মজুদ রাখার ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই ইউপি সদস্যকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

চাল আত্মসাত করলো দুই সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দুই জন ডিলার চাল বিতরণ না করে আত্মসাত করেছে।

এদের মধ্যে একজন পলাশবাড়ী ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হোসেন বাহাদুর অন্যজন ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য রহিমুল ইসলাম। তারা দুই জনেই পলাতক রয়েছেন।

জানা যায়, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল কার্ডধারীদের মাঝে বিতরন না করে তা ২ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের ডিলার ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হোসেন বাহাদুর ২ নং ওয়ার্ডের ডিলার মো. ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য রহিমুল ইসলাম আত্মসাৎ করে আসছিলেন।

গত মঙ্গলবার ডিলার মো. নাজমুল হোসেন বাহাদুরের বিরুদ্ধে মহিলা ইউপি সদস্য মোছা. পারুল বেগম বীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবরে অভিযোগ করেন।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, বৈরবাড়ী গ্রামের বিরেন অধিকারীর ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ধূখোল মহন্ত ছেলে ফাগুনা মহন্ত, মৃত সচিন্দ্রের ছেলে রমেশ ও মহিলা ইউপি সদস্য পারুল বেগমের চাল না দিয়ে দীর্ঘ দিন থেকে আত্মসাৎ করে আসছেন ডিলার মো. নাজমুল হোসেন বাহাদুর।

অভিযোগ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইয়ামিন হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে বীরগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রমিজ আলমকে ঘটনা পরিদর্শনে পাঠান। এ সময় তিনি ঘটনা স্থলে গিয়ে অভিযোগকারীদের অভিযোগ শুনেন। পরে ডিলার মো. নাজমুল হোসেন বাহাদুরকে ডাকলে তিনি পালিয়ে যান। একই অভিযোগ ২ নং ওয়ার্ডের ডিলার মো. ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য রহিমুল ইসলামের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে বিমল চন্দ্র সরকার, যতিশ চন্দ্র,জগদিস সরকার ও লাল বানু নামে চারজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের নামে কার্ড আছে কিন্তু তারা কোন দিনই চাল পাননি। তাদের চার গুলো ডিলার আত্মসাৎ করত। যেসব কার্ডের চাল আত্মসাৎ করা হতো তার মধ্যে কিছু কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। কার্ডধারীরা জানতইনা যে তাদের নামে কার্ড রয়েছে এবং চাল উত্তোলন করা হয়ে । খবর: কালের কণ্ঠ

এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইয়ামিন হোসেন বলেন, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দুইজন ডিলার নাজমুল হোসেন বাহাদুর ও রহিমুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১০-১২জন উপকারভোগী অভিযোগ করেছেন। অভিযোগকারীরা জানেনা তাদের নামে কার্ড বরাদ্দ আছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। যেই কার্ড দিয়ে চাল উত্তোলন করা হয়েছে। আমি নিজেই বুধবার ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেছি। দুইজন ডিলারকে ডাক দেয়া হলে তারা মুঠোফোন বন্ধ করে পালিয়েছে।

এই ঘটনায় বুধবার রাতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো: ফিরোজ আহম্মদ মোস্তফা বাদী হয়ে বীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল মতিন প্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পছন্দের হিন্দু প্রার্থীর চাকরি না হওয়ায় ক্লিনিকে সন্ত্রাসী চেয়ারম্যানের তালা

সাতক্ষীরায় পছন্দের লোকের চাকরি না হওয়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান। মোবাবাইল ফোনে ক্লিনিকটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে। বুধবার সকালে কালিগঞ্জ উপজেলার চাম্পাফুল ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস পূর্বে মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ারে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

হয় গত ৫ মে। পরীক্ষায় যোগ্য ও মেধাবীরা নিয়োগ পায়। নিয়োগ পরীক্ষায় চাম্পাফুল ইউপির চান্দুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক গাইনের পছন্দের লোক নিয়োগ না পাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হন। বুধবার সাকলে তিনি ওই ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়ে ক্লিনিকের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

চান্দুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার জেসমিন সুলতানা জানান, প্রতিদিনের ন্যায় বুধবার সকাল ৯ টার দিকে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনে ক্লিনিকে যান। যেয়ে দেখেন ওই ক্লিনিকের দরজায় দুইটি বড় আকৃতির তালা ঝোলানো। এরপর তিনি ক্লিনিকের সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল গণি গাজীকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন, তার পরামর্শে ইউপি চেয়ারম্যানের নিকট ফোন দিলে চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক গাইন হুমকি প্রদান করে বলেন, আমরা ক্লিনিকের সেবা চাই না ক্লিনিক উঠিয়ে ফেলবো।

ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক গাইন বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য জমি দানকারীর ছেলের চাকরি হয়নি তাই তালা মারা হয়েছে। ক্লিনিক উঠিয়ে ফেলবো এরকম কথা বলিনি।

এ ব্যাপারে কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শেখ তৈয়েবুর রহমান জানান, সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে এভাবে তালা মেরে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করা উচিত হয়নি। ক্লিনিকে তালা মারার ব্যাপারে আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গ্রামবাসী জানায়, চান্দুলিয়া এলাকার সুভাষ সরকার ক্লিনিকের জমি দাতা। তার ছেলে হিরণ চাকরি প্রার্থী। ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে হিরন ও তার গ্রুপের সদস্যরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব-পূর্ব ও পরবর্তী সেবা, শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার-পরিকল্পনা শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ জনপদের পিছিয়ে পড়া লোকজনদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা এ কমিউনিটি ক্লিনিকে তালা ঝুলিয়ে দেয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ফটো রিপোর্ট | আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাঃ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, খোরাসান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর কয়েক শতাধিক তালেবান মুজাহিদিন "আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর" (রাঃ) প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে শারয়ী, চিন্তাধারা, সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতকোত্তর হয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2020/05/15/37787/

মানবেতর জীবনযাপন করছেন নির্মাণশ্রমিকরাও

করোনাভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া নির্মাণশ্রমিকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। চার পাশে ত্রাণ বিতরণ চললেও রাজধানীর বেশির ভাগ নির্মাণশ্রমিক পাননি কোনো ধরনের সহায়তা। কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সংসার চালালেও এখন আর সেটাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। শেষমেশ ত্রাণের ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে ওই সব পরিবারের।

রাজধানীতে রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন মো: বাবুল হোসেন। পরিবারের লোকসংখ্যা চারজন। থাকেন রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকায়। তিনি বলেন, পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে দিন যাচ্ছে। করোনায় ছুটি ঘোষণার আগে থেকেই আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো আয়-রোজগার নেই। বাবুল বলেন, এ পর্যন্ত আমাদের এ এলাকায় কেউই কোনো ত্রাণ নিয়ে আসেনি। আমরা কোনো ত্রাণ পাইনি। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কত ঋণ নেয়া যায়! সবাইতো কষ্টে আছে। সামনে চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি।

বাবুলের মতো আরেকজন মো: নাজমুল হুদা। রাজধানীতে রঙমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালান। পরিবারের লোকসংখ্যা সাতজন। থাকেন বাসাবো মাঠের পাশে। তিনি বলেন, কী বলব ভাই দুঃখের কথা, পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। করোনার মধ্যে সরকারি বেসরকারিভাবে কতজন কতভাবে সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে শুনি, কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের এখানে কেউ কোনো ত্রাণ নিয়ে আসেনি, আমরা কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। তিনি বলেন, অনেকেই ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে গেছে। সবুজবাগ থানায় আইডি কার্ড দিয়ে এসেছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই শেষ।

বাসাভাড়া দেয়া প্রসঙ্গে নাজমুল বলেন, নিজেরাই খাইতে পারি না বাসাভাড়া কিভাবে দেবো! গত তিন মাস বাসা ভাড়া দিতে পারি না। কাজের কিছু বকেয়া টাকা ছিল সেগুলো উঠানোর চেষ্টা করছি। কেউ ফোন ধরলে, অনুনয় বিনয় করলে দুয়েক হাজার টাকা দেয়, আবার অনেকেই ফোনও ধরে না। এভাবেই ধারকর্জ করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছি।

জানা গেছে, সারা দেশে নির্মাণশ্রমিক আছে ৩৫ লাখের মত। এর মধ্যে ঢাকা শহরে কাজ করেন প্রায় ১২ লাখ। করোনার এ পরিস্থিতির মধ্যে অনেকেই গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন। যারা ঢাকায় আছেন তাদের বেশির ভাগ নির্মাণশ্রমিকের সংগঠন ইনসাবের সদস্য হননি। সদস্যদের মধ্যে থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৫ হাজার ৯ জনের একটি তালিকা গত ২৮ এপ্রিল শ্রম মন্ত্রণালয়ের

সুপারিশ নিয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেন ইনসাব নেতারা। জেলা প্রশাসন আবার ওই তালিকা ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাছে সুপারিশ করে পাঠিয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন আবার ওই তালিকা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। শ্রমিকদের ত্রাণসহায়তার ওই আবেদন এক অফিস থেকে আরেক অফিসে ঘুরছে। তবে এখন পর্যন্ত ওই আবেদনের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

ইমারত নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ-ইনসাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নির্মাণ শিল্পে লাখ লাখ হতদরিদ্র শ্রমিক কর্মহীন হয়ে অমানবিক জীবন অতিবাহিত করছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। গত ২৮ এপ্রিল কিছু সদস্যের একটি তালিকা ঢাকা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছিলাম। কয়েক অফিস ঘুরে এখন সেটা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে আছে শুনেছি। কিন্তু কোনো সাহায্য সহযোগিতা এখনো পাইনি। কবে পাবো তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

তিনি বলেন, সরকারি অনুদান পেলে নির্মাণশ্রমিকদের সামান্য হলেও কষ্ট লাঘব হতো। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের হয়তো পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

ভেঙে যেতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন?

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে উদ্ভুত করোনাভাইরাস ইউরোপের মূল ভূখন্ডে এক লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পর এখন খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। ইউরোপের ২৭ টি দেশ নিয়ে গঠিত এই জোট গত প্রায় চল্লিশ বছর যাবত অনেকটা মসৃণ পথে চললেও – এর অভ্যন্তরীণ দৈন্যতা সাধারণ মানুষের সামনে খোলাসা হয়ে গেছে করোনাভাইরাস তাণ্ডবে।

ব্রেক্সিটের উন্মাদনার মধ্যেও ইইউ দেখা গিয়েছিলো সমন্বিত ও বলিষ্ঠ। কিন্তু করোনাভাইরাস যেন সবকিছু বদলে দিয়েছে। ইউরোপীয় ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বিত মূল্যবোধের বুলি ভুলে দেশ গুলো যার যার মত করে করোনাভাইরাস মোকাবেলার চেষ্টা করছে। ইউরোপীয় কমিশন প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন এ বিষয়ে সম্প্রতি ইইউ পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন – "যখন ইউরোপে একে অন্যকে সহযোগিতার প্রয়োজন সবথেকে বেশি, তখন অধিকাংশ দেশই কেবল নিজের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।"

ইউরোপীয় কমিশন সম্প্রতি ইইউ এর অভ্যন্তরীণ সীমান্ত খোলা রেখে বাকি বিশ্বের সাথে ইউরোপীয় সীমান্ত বন্ধের প্রস্তাব করলেও ইইউ সদস্যদের মধ্যে সে বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা যায় নি। বরং ভাইরাস ঠেকাতে দেশগুলো যার যার সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার ফলে ইউরোজোনে মুক্ত চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

ইউরোপে মুক্ত সীমান্ত ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর অনেক মানুষই এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে চাকরি করেন – সীমান্ত বন্ধের ফলে তাই কেবল এসব মানুষই কর্মহীন হয়ে পড়েননি বরং সাথে সাথে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ শিল্প ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। সুইডেনের স্বাস্থ্যখাত অনেকটাই নির্ভর করে পাশের দেশ ফিনল্যান্ডের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর। সুইডেন থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সীমান্ত বন্ধের চিন্তা-ভাবনা করছে ফিনল্যান্ড – সেক্ষেত্রে সুইডেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কর্মীর অভাবেই ভেঙ্গে পড়বে। করোনাভাইরাসের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ইতালি ও স্পেনকে সাহায্যের বদলে অন্যদেশগুলো বাহ্যত অনেকটাই বয়কট করেছে। ইতালি যখন বার বার মানবিক সাহায্য এবং মাস্ক, স্যানিটাইজারের মত অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য উপকরণ চেয়ে আবেদন করেছে, তখন জার্মানি, ফ্রান্স তাদের দেশ থেকে এসব উপকরণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেছে। ফলে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্বের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ইউরোপীয় ঐক্যের ব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা ও ক্ষোভ।

ফ্রান্স ঐক্যের কথা বললেও, ফরাসি অর্থমন্ত্রী বলেছেন – পুরো ইউরোপ এখন জার্মানির দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বিবিসির কাটিয়া এডলারের রিপোর্ট বলছে, অধিকাংশ জার্মান মনে করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা নিজেরাই হিমশিম খাচ্ছে। আর ইউরোপের মধ্যে আগে থেকেই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ইতালি, স্পেন এই অবস্থায় একেবারেই বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। চীন, রাশিয়া কিছুটা হলেও স্বাস্থ্য উপকরণ ও ডাক্তার পাঠিয়ে সাহায্য করার কারণে এ দেশগুলোর জনগণের মাঝে প্রতিবেশিদের চেয়ে দূরের দেশগুলোর প্রতিই ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হচ্ছে।

সমালোচনার মুখে ইতালি, ফ্রান্সের কোভিড-১৯ রোগীদের জন্যে জার্মানির হাসপাতালগুলো খুলে দেয়া হলেও অর্থনৈতিক সহায়তার প্রশ্নে ইইউ এখনো একমত হতে পারেনি। পর্যুদস্ত ইতালি, স্পেনসহ নয়টি দেশ অর্থনীতি ও শ্রমবাজার সামাল দিতে প্রয়োজনীয় জরুরি তহবিল হিসেবে 'করোনাবন্ড' নামের বিশেষ বন্ড চালুর প্রস্তাব করলেও ধনীদেশ জার্মানি, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ড এর বিরোধিতা করেছে। আস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ড এর পরিবর্তে ইইউ এর জরুরী তহবিল থেকে কঠিন শর্তে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ঋণ সহায়তার কথা বলেছে – যাকে ইতালি দেখছে হঠকারিতা হিসেবে।

ফলে আগে থেকেই থাকা অর্থনৈতিক বিভাজন পেয়েছে নতুন মাত্রা। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, “ইউরোপীয় প্রোজেক্টের ভবিষ্যৎ এখন সংকটাপন্ন, আমাদেরকে হয় সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ ইউরোপ নতুবা একাকি চলার পথ – দুটোর যে কোন একটা পছন্দ করতে হবে।“

স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিন্নতার পাশাপাশি করোনাভাইরাস শনাক্তকরণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এমনকি কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসায়ও ভিন্নতার কারণে ইইউ ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে ভাইরাস প্রতিরোধে কোন সমন্বিত উদ্যোগ এই মুহূর্তে নেয়া সম্ভব নয়। এমনকি কোয়ারেন্টিন ও লকডাউনের ব্যাপারেও কোন সমন্বয় নেই। ড্যানিশ ইন্সটিটউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস এর গবেষক সেসিলে ফেলিসিয়া স্টকহোম বাংকে বলেছেন, “এই পরিস্থিতি আমাদেরকে এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে ইইউ সদস্যরা এক্ষেত্রে কতটা বিভক্ত”।

অন্যদিকে প্রতিটি সরকার এখন তাদের নিজেদের জনগণ, চাকরি ও অর্থনীতি নিয়েই ব্যস্ত এবং এমনকি অনেকটা বিপন্ন সময় পার করছে। সেন্টার ফর ইউরোপীয়ান রিফর্ম এর প্রতিনিধি আগাথা গোস্তিনস্কা-জাকুভস্কা মনে করেন, “প্রাথমিকভাবে ইতালিকে সাহায্য না করাটা এরই মধ্যে ইইউ এর সুখ্যাতি অনেকখানি নষ্ট করেছে।” আর এই দুরবস্থার সুযোগ ভালভাবে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছে – নব্যনাতসীবাদের প্রবর্তক অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদীরা। ইতালির সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সিলভানি টুইটারে লিখেছেন – “আমাদের উচিত ই ইউএর কার্যকারিতা পুনঃনিরীক্ষা করা, তারা আমাদের কোন সাহায্য করেনি।” যদিও তার কথা পুরোপুরি ঠিক নয় – কারণ এরই মধ্যে জার্মানি থেকে স্বাস্থ্য-উপকরণ পাঠানো হয়েছে ইতালিতে, তবে এ কথাও সত্য যে সেটা হয়েছে ব্যাপক সমালোচনার পর। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান এরই মধ্যে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ক্ষমতা অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইইউ এর জন্যে যেটা বড় হুমকি। ফরাসি কট্টর-ডানপন্থী নেত্রী মেরি লি পেন রাশিয়া টুডে’র এক সাক্ষাৎকারে প্যান্ডেমিক মোকাবেলায় ইইউ এর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, করোনাভাইরাসে ইউরোপে প্রথম মৃত্যু হয়েছে ইইউ’র। কার্নেগী ইউরোপের খন্ডকালীন গবেষক মার্ক পিয়েরিনি মনে করেন, করোনা প্যান্ডেমিক বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থের পালে হাওয়া দেবে কারণ এটা এমন সময়ে এল যখন আমরা কেবলই একটা দশক পার করেছি যখন দেশে দেশে স্বার্থান্বেষী জাতীয়তাবাদীদের উত্থান ঘটেছে যাদের নেতারা খোলাখুলি ভাবেই ইইউ এর বিরোধিতা করেন।

তবে এরই মধ্যে চাকরির বাজার ঠিক করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সাহায্যের জন্যে ইউরোপিয়ান কমিশন ১০০ বিলিয়ন ইউরোর প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এছাড়াও ইতালির জন্যে

৫০ মিলিয়ন ইউরোর স্বাস্থ্য-সামগ্রী বরাদ্দ করেছে। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ৭৫০ বিলিয়ন ইউরোর প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইইউ যদি তার খ্যাতি ও অবস্থান ধরে রাখতে চায় তাহলে বর্তমানে পরিস্থিতি যে পর্যায়ে পৌছেছে তাতে প্রণোদনা যথেষ্ট নয় বরং শক্তিশালী জোট হিসেবে তাদেরকে সিদ্ধান্থীনতার দৈন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সময়টা খুবই নাজুক, গোস্তিনস্কা-জাকুভস্কার কথায় – "এটা ইউরোজোনের জন্যে এমন এক কঠিন পরীক্ষা যা ইউরোপকে আরো সংহত করতে পারে কিংবা ইইউ কেই ভেঙ্গে দিতে পারে।" হতাশার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতারা আশার কথাও শোনাচ্ছেন – স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন – আমাদের উচিত অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া এবং ইউরোপের সাধারণ জনগণ যেন আবারও ব্যর্থতায় না ডোবে সেটা নিশ্চিত করা। করোনাউত্তর ইউরোপে ইইউ তার কার্যকারিতা হারাবে কিনা সে ব্যাপারে এখনো স্পষ্ট কিছু বোঝা না গেলেও ইইউকে কেবল সুসময়ের জোট বলেই মনে করছেন ইউরোপের সাধারণ মানুষ।

আবু আফিয়া

১৪ই মে, ২০২০

তালিকায় আ.লীগ নেতার পরিবারের ১৩ সদস্যের নাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওএমএস তালিকায় জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক এবং ডিলার মো. শাহ আলমের স্ত্রী-সন্তানসহ ১৩ স্বজনের নাম থাকার প্রমাণ পেয়েছে প্রশাসন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ওএমএস কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান গত সোমবার ডিলার মো. শাহ আলমের কাছে তার ডিলারশিপ কেন বাতিল করা হবে না- ব্যাখ্যাসহ জানাতে নোটিশ দেন। মো. শাহ আলম ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেডক্রিসেন্ট ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এবং শিল্প ও বণিক সমিতিরও সহ-সভাপতি।

নোটিশে বলা হয়, কোভিড-১৯ সংক্রমণের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পৌর এলাকার দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে কাউতলীর শহীদ লুৎফুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ওএমএস ডিলার হিসেবে আপনি (শাহ আলম) ১০ টাকা কেজির চাল বিক্রি করছেন।

১০নং ওয়ার্ডের ওএমএসের ভোক্তা তালিকায় আপনার স্ত্রী, মেয়ে, ভাইবোনসহ নিকট আত্মীয়স্বজনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এই কর্মকান্ডের কারণে ওএমএস নীতিমালা, ২০১৫ মোতাবেক আপনার ডিলারশিপ কেন বাতিল হবে না আগামী দুই কর্মদিবসের মধ্যে এর সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।

১০ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মো. শাহ আলমের বিরুদ্ধে ভিক্ষুক, ভবঘুরে, সাধারণ শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, পরিবহন শ্রমিক, চায়ের দোকানদার, হিজড়া সম্প্রদায়ের লোকজনের বদলে নিজের স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের নাম বিশেষ ওএমএস তালিকায় স্থান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরই তদন্তে নেমে প্রশাসন অভিযোগের সত্যতা পায়। তারা হলেন- শাহ আলমের স্ত্রী মোছাম্মৎ মমতাজ আলম, মেয়ে আফরোজা, বোন শামসুন্নাহার, ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিবহন শ্রমিক সমিতির সভাপতি মো. সেলিম, আরেক ভাই মো. আলমগীর, মালয়েশিয়া প্রবাসী ভাতিজা নাছির, কাতার প্রবাসী শ্যালকের স্ত্রী মোছাম্মৎ জান্নাতুল ইসলাম, আরেক শ্যালকের স্ত্রী আছমা ইসলাম, শ্যালক মো. তাজুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম, বোনের দেবর আতাউর মিয়া, লুৎফুর মিয়া ও মাহবুব মিয়া। ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী একজন, শিক্ষক প্রতিনিধি, রেডক্রিসেন্ট, এনজিও, ইমাম, পুরোহিত ও গণমাধ্যম প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই তালিকা প্রণয়ন করবে বলে নির্দেশনা থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আলম নিজের কর্তৃত্বে তার পরিবারের লোকজনের নাম স্থান দেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আলম তার বাড়ির আশপাশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নামও ওএমএস তালিকায় উঠান।

এছাড়াও একাধিক পাঁচতলা বাড়ি রয়েছে এমন পরিবারের সদস্যের নামও রয়েছে তালিকায়। প্রাথমিকভাবে তার গ্রাম কাউতলীতে এমন ২২ জনের নাম খুঁজে পায় প্রশাসন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. মাকবুল হোসেনের তিন ভাই মো. আরিফ, মো. হানিফ ও মো. গোলাম রাব্বীর নামও রয়েছে তালিকায়।

সূত্র: আমাদের সময়

শিল্পকারখানায় স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হওয়ায় ঝুঁকিতে শ্রমিকরা

করোনা রোধে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার সিআরসি টেক্সটাইল মিল বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর লকডাউনের মধ্যেই গত ২৬ এপ্রিল খুলে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিকদের গড়

বয়স বিশের নিচে। কারখানার শ্রমিক নাজমা আক্তার বললেন, কারখানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা নেই। কর্মরত অবস্থায়ও শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকছে না। সর্বক্ষণ করোনার ভয় লেগেই থাকে। চাকরি বাঁচাতেই এভাবে কাজ করতে হচ্ছে। একই কথা বললেন কেওয়া এলাকার সিজি গার্মেন্টসের এক নারী শ্রমিক। বললেন, নিজের ও পরিবারের সদস্যদের অনিরাপত্তায় রেখে জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করছি। শুধু এ দুটি কারখানাই নয়, স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করেই গাজীপুরের অনেক কারখানাতেই শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এতে করোনার ঝুঁকি বাড়ছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে গিলারচালা গ্রামের শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা ভিনটেজ ডেনিম। এই প্রতিষ্ঠানেও নেই স্বাস্থ্যবিধি মানার তেমন ব্যবস্থা। কারখানার কোয়ালিটি বিভাগের কর্মী কামরুল হাসান বলেন, ভেতরে ও বাইরে সবই একরকম। প্রবেশ ও প্রস্থানে তো ধাক্কাধাক্কি করতে হয়।

একই অবস্থা মাওনা এলাকার এশিয়া কম্পোজিটে। এই কারখানায় কোনো ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি এখনো। শ্রমিক আনোয়ার হোসেন বলেন, অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে হয়। সবাই নিজেরা কিনে মাস্ক ব্যবহার করলেও ভেতরে শারীরিক দূরত্ব মানার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল বাতেনের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

শ্রীপুরের জৈনাবাজার এলাকার রোশওয়া স্পিনিং মিল, ওসিন স্পিনিং মিলস, শাহজাহান স্পিনিং মিলস ও ফারসিন স্পিনিং মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি না মানার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ করেন।

কারখানাসংশ্লিষ্ট ও কলকারখানা পরিদর্শন বিভাগের তথ্যমতে, গাজীপুরের নিবন্ধনপ্রাপ্ত ছোট-বড় ও মাঝারি ৪ হাজার ৭৬৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। করোনাকালের আগে চালু ছিল ২ হাজার ৭২টি। এর মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ’র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানা ৮৬২টি। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে কয়েক লাখ শ্রমিক। করোনায় বন্ধ থাকার পর গত ২৬ এপ্রিল প্রথম ধাপে ও ২ মে দ্বিতীয় ধাপে কারখানাগুলো খোলা হয়। কারখানা খোলার পর প্রথম দু-একদিন বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যবিধির ওপর। কিন্তু দিন যত গড়াচ্ছে ততই ঢিলেভাব চলে এসেছে, কমছে স্বাস্থ্যবিধির ব্যবহার। এখন পর্যন্ত টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সচেতনাতই সৃষ্টি হয়নি। খবর: আমাদের সময়

১৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে প্রকাশ্যেই গুলি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর পৌর শহরের মধ্য পাড়ার একটি বাড়ি ঢুকে মুখোশপড়া দুই অস্ত্রধারী যুবক দাবিকৃত ১৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে প্রকাশ্যে দুই রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। গুলি দুটি ঘরে থাকা টিভিতে বিদ্ধ হওয়ায়, গৃহকর্তা প্রাণে বেঁচে যায়। পরে ঘরের লোকজনের চিৎকারে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তবে ১৫ লাখ টাকা নিতে আবারো আসবেন বলে গৃহকর্তাকে হুমকী দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

এ ঘটনার পর ওই বাড়ির লোকজন চরম আতংকে রয়েছেন। এ বিষয়ে বাড়ির গৃহকর্তা থানায় একটি লিখিত অভযোগ দিয়েছেন। নবীনগর বাজারের 'মার্সেল এক্সক্লুসিভ'র স্থানীয় ডিলার রফিকুল ইসলামের মধ্যপাড়ার বাসায় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। খবর: কালের কণ্ঠ

ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, গত ৯ মে তার মুঠোফোনে নিজেকে 'ছোটন' পরিচয় দিয়ে একজন ব্যক্তি বলেন, তিনি (ছোটন) মালয়েশিয়া থেকে বলছেন। নবীনগরের একাধিক বড় বড় আলোচিত সন্ত্রাসী ঘটনা তিনিই ঘটিয়েছেন। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে তিনি অর্থ সংকটে পড়েছেন। এ অবস্থায় তার (ছোটন) দুইজন ক্যাডার আসলে আমি যেন নগদ ১৫ লাখ টাকা ওই দুই ক্যাডারের হাতে দিয়ে দেই। এরপর ঘটনাটি আমি নিকট আত্মীয় ২-১ জনকে জানালে তারা বিষয়টি 'কেউ মজা করেছে' বলে আমাকে চুপ থাকতে বলেন।

রফিকুল বলেন, এর মাত্র তিনদিন পর গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইফতারীর সময় মুখে মাক্স পড়া ২৫-৩০ বছরের দুই যুবক আমাকে এসে বলে, 'ছোটন ভাই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। ১৫ লাখ টাকা জলদি দেন।' এসময় আমি আমার কাছে এত টাকা নেই বলতেই দুই যুবক কোমর থেকে পিস্তল বের করে আমার কপালে ঠেক দেয়। এসময় আমার পরিবারের লোকজন চিৎকার দিলে, দুই অস্ত্রধারী যুবক পরপর দুইবার গুলি করে। গুলি দুটি ঘরের টিভিতে গিয়ে লাগে। এরপর তারা নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

উপজেলার নরসিংহপুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী রফিকুল বলেন, 'যাবার আগে অস্ত্রধারী যুবকদ্বয় তাদের ১৫ লাখ টাকা নিতে আবারও আসবেন বলে হুমকি দিয়ে গেছেন। এসব থানা পুলিশকে জানালে, আমাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে বলে শাসিয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমি আমার গোটা পরিবার নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছি।'

উল্লেখ্য, প্রায় ৮ মাস আগে উপজেলা সদরের বিজয় পাড়ায় একটি বহুতল ভবনের মালিকের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে না পেয়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা মধ্যরাতে ওই বাড়িতে একাধিক গুলি ছোঁড়ে।

করোনার নতুন হটস্পট ব্রাজিলে ২৪ ঘণ্টায় ৮৮১ জনের মৃত্য

করোনাভাইরাসের আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। বলা যায় নতুন হটস্পট হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রাজিল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে দেশটিতে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ৮৮১ জনের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৪শ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন মানুষ। শুধুমাত্র ২৪ ঘণ্টায় করোনা পজেটিভ এসেছে ৯ হাজার ২৫৮ জন মানুষের।সূত্র: বিডি প্রতিদিন

আক্রান্তের সংখ্যার দিকে দিয়ে বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেনের পরেই ব্রাজিলের অবস্থান। ওয়াশিংটনে একটি ব্রিফিংয়ে প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থার কমিউনিকেবল রোগ বিভাগের প্রধান মার্কোস এসপিনাল বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে ব্রাজিলের যে পরিস্থিতি তা উদ্বেগ তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্রাজিলে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। গত সপ্তাহে প্রকাশ পাওয়া গবেষণার লেখক ডোমিংগো আলভেস বলছেন, হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়া মানুষের পরিসংখ্যান বলছে দেশে প্রকৃত সংক্রমণের সংখ্যা সরকারী হিসেবের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি।

শাম | খাবারে বিষক্রিয়ার ফলে ১২০ জন বাস্তুচ্যুত মুসলিম আক্রান্ত।

সিরিয়ার ইদলিব সিটির একটি শর্ণার্থী শিবিরে নষ্ট খাবারের বিষক্রিয়ার ফলে প্রায় ৫০ জন বাস্তুচ্যুত মজলুম সিরিয়ান মুসলিম আক্রান্ত হয়েছেন।

বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, শরণার্থী শিবিরগুলোতে বর্তমানে খাবারের প্রচুরপরিমাণ সংকট থাকায় বাস্তুচ্যুত সাধারন মুসলিমরা নষ্ট খাবার খাচ্ছেন, তার নিজেদের ইফতার ও সেহরির

জন্যও পাচ্ছেননা ভালো কোন খাবার। যার ফলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

সিরিয়ান একজন সংবাদিক "আহমদ রিহাল" জানান যে, শুধু ১৩ মে নষ্ট খাবারের বিষক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৫০ জন শরণার্থী।

এর আগে গত ১২ মে এধরণের নষ্ট খাবার খাওয়ায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৭১ জন। যাদের মাঝে ৩১ জন শিশু এবং ২১ জন নারী রয়েছেন।

এমন পরিস্থিতি বাস্তুচ্যুত সিরিয়ান মুসলিম শরণার্থী শিবিরগুলিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন দেশটিতে অবস্থানরত মুসলিম সাংবাদিকগণ।

উল্লেখ্য যে, আমরা যেন আমাদের দেশে অবস্থানরত আরাকানী মজলুম মুসলিম ভাইদের কথা ভুলে না যাই।

ফিলিস্তিন | পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর সময় সৃষ্ট সংঘর্ষে ২ ইহুদী সৈন্য নিহত,আহত ১

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর সময় সৃষ্ট সংঘর্ষে মারা গেছে ইহুদিবাদী দখলদার ইসরায়েলের ২ সেনা সদস্য, এসময় আহত হয়েছে আরো এক সেনা।পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের কাছে মুসলিমদের ঘরগুলোতে তাল্লাশীর নামে লুটপাট ও আটক অভিযান চালানোর সময় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক "শিহাব নিউজ" এর প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী গত ১২ মে মুসলিমদের বাড়িঘরে তল্লাশীর নামে মুসলিম যুবকদের আটক করতে অভিযান চালায় দখলদার ইহুদী সৈন্যরা। এসময় ফিলিস্তিনি যুবকদের ছুঁড়া পাথরের আঘাতে মারা যায় এক দখলদার ইহুদী সৈন্য।

একইভাবে জেনিন শহরের আব্দ এলাকায় ১৩ মে সকাল বেলায় আবারো মুসলিদের বাড়িঘরে অভিযান চালায় দখলদার ইহুদী সৈন্যরা। মুসলিম এলাকায় অভিযান চালানোর সময় ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইহুদী সৈন্যদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেন। এসময় দুই ইহুদী সৈন্যের মাথায় পাথর লাগলে এক সৈন্য মারা যায় এবং আরেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

শাম | আল-কায়াদা মুজাহিদদের হামলায় কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত, একাধিক সৈন্য বন্দী

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ে পূণরায় উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির সাহলুল-ঘাব ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া কাফেরদের বিভিন্ন পয়েন্টগুলোতে তীব্র হামলা চালিয়েছে।

অপারেশন রুম হতে গত ১৯ রমাদানুল মোবারকে প্রকাশিত কিছু ফোটেজে দেখা যায় যে, মুজাহিদদের তীব্র হামলার মুখে নুসাইরী কুফ্ফার বাহিনীর সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করছে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক কুফ্ফার সৈন্য নিহত ও আহত হয়, মুজাহিদদের হাতে জীবিত বন্দী হয় আরো একাধিক মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও এই লড়াইয়ে মুজাহিদগণ নুসাইরী বাহিনী হতে ২টি ট্যাঙ্ক ১১টি ক্লাশিনকোভ সহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, এর আগে গত ১৭ রমাদানে মুজাহিদদের অন্য একটি অভিযানে নুসাইরী বাহিনীর শাতাধিক সৈন্য হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ ১টি ট্যাঙ্ক, ১৫টি ক্লাশিনকোভ সহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

শরণার্থী শিবিরে ১৪ বছরের ফিলিস্তিনি তরুণকে হত্যা করল সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী

জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের আল-খলিল শহরে সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী সেনাদের হামলায় ১৪ বছরের এক ফিলিস্তিনি তরুণ শহীদ হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ (বুধবার) ভোরে আল-খলিল শহরের দক্ষিণে আল-ফাওয়ার শরণার্থী শিবিরে দখলদারদের হামলায় ওই ফিলিস্তিনি তরুণ শহীদ ও অপর কয়েক জন আহত হয়েছে।

এর আগে গতরাতে পশ্চিম তীরের উত্তরে জেনিন শহরে ইসরাইলি সেনাদের হামলায় কয়েক জন ফিলিস্তিনি শাহাদাৎবরণ করেন।

এদিকে, ইসরাইলি কারাগারে চিকিৎসার অভাবে নুর জাবের আল বারগুসি নামের এক বন্দি শাহাদাৎবরণ করেছেন। ফিলিস্তিনে ওই শহীদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার

পরও জাবের আল বারগুসিকে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া হয় নি বলে ফিলিস্তিনিরা অভিযোগ করেছে।

সূত্র : পার্সটুডে

১৩ই মে, ২০২০

ভারতে খাবারের বদলে জুটেছে পুলিশের লাঠিপেটা, সহযোগিতার নামে শ্রমিকদের কাছে ১০ কোটি টাকার টিকিট বিক্রি

মালাউন মোদির অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে দেশজুড়ে শ্রমিকদের চরম দুরাবস্থা। বন্ধ কাজ। আটকে থেকে ঠিকঠাক দু'বেলা খাবারটুকুও জুটছেনা। খাবার নয়, জুটেছে পুলিশের লাঠিপেটা, হায়দরাবাদ থেকে ফিরে এমনটাই অভিযোগ মালদার ৫৪ জন শ্রমিকের। হায়দরাবাদে একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজ করতেন ওই শ্রমিকরা। লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেই আটকে পড়তে হয় তাঁদের। দু’বেলা ঠিকমতো খাওয়াও জুটছিল না। বাড়ি ফিরতে চেয়ে সাহায্যের জন্য স্থানীয় থানায় গিয়ে জুটেছিল পুলিশের লাঠিপেটা। শেষমেশ ওই ৫৪ জন শ্রমিক মিলে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে একটি বাস ভাড়া করেন। যার কাছে যা টাকা ছিল তার সবটুকু দিয়ে ওই বাসভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তেলেঙ্গানা সীমানা থেকে বাসে ওঠেন তাঁরা। কিন্তু রবিবার ভোরে বাসটি খড়্গপুরের কাছে বাংলা সীমান্তে এসে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায়। এরপর তারা হেঁটে ও বিভিন্ন মাধ্যমে যার যার বাড়ি পৌঁছে।

এছাড়া অন্যান্য শ্রমিকরা বাড়ি ফিরতে চেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছেন। অবশেষে নামে মাত্র স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলেও শ্রমিকদের টিকিট কেটেই বাড়ি যেতে হচ্ছে। এমনকি টিকিটের দামের চেয়েও বেশি টাকা নেওয়া ও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন অনেক শ্রমিক। এদিকে মঙ্গলবার থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলবে। তাই সোমবার বিকেল থেকে শুরু হয়েছে বুকিং। সোমবার আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকে বুকিং শুরুর পরই তা বসে যায় প্রায় ২ ঘণ্টা। তবে এদিনই কয়েক ঘণ্টা বিক্রি হয়েছে ১০ কোটি টাকার টিকিট। বুকিং করেছেন ৫৪০০০ যাত্রী। এদিন সন্ধ্যে ৬টায় বুকিং শুরু হতেই মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে হাওড়া-দিল্লি এসির টিকিট শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রেল ৮৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার কথা বলার পরেও কেন শ্রমিকদের টিকিট কেটে বাড়ি আসতে হচ্ছে? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য, আটকে পড়া মানুষজনকে ঘরে ফেরাতে মোট ১৫ জোড়া ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে রেল। দিল্লি থেকে অন্যান্য রাজ্য যাবে ওই ট্রেন। মঙ্গলবার ৮টি ট্রেন চলবে। এগুলির মধ্যে ৩টি যাবে ডিব্রুগড়, বেঙ্গালুরু ও বিলাসপুরে। এবং বাকি ট্রেনগুলি যাত্রা করবে হাওড়া, পাটনা, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, আহমেদাবাদ থেকে।

সূত্র: টিডিএন বাংলা

করোনাভাইরাসে বাড়তি হুমকিতে শ্রীলংকার মুসলিমরা: পোড়ানো হচ্ছে মুসলিমদের লাশ

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে জুবাইর ফাতিমা রিনোসার মৃত্যুর পর তাকে পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ন্যায় বিচার ও ব্যাখ্যা দাবি করেছে শোকাহত পরিবারের সদস্যরা। ৪৪ বছর বয়সী এই নারীকে পুড়িয়ে ফেলার দুই দিন পর প্রকাশিত তার পরীক্ষার রিপোর্ট দেখা গেছে যে, তিনি কোভিড-১৯ এ মারা যাননি।

রিনোসার চার সন্তানের একজন মোহাম্মদ সাজিদ বলেন, ইসলামী দাফন প্রথার বিরোধী বিতর্কিত আইন অনুযায়ী তার মাকে ৫ মে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ জোর করে তার ভাইয়ের কাছ থেকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে। সাজিদ বলেন যে, তার মাকে ‘ভুল করে’ পোড়ানো হয়েছে, এটা জানার পর তার বাবা প্রচণ্ড কেঁদেছেন। “আমার বাবা বিরতিহীনভাবে কেঁদেছেন। তিনি বারবার বলেছেন: “একদিন হয়তো তার চলে যাওয়াটা মেনে নিতাম। কিন্তু তাকে পোড়ানো হয়েছে, এটা মানতে পারছি না”।

‘মৌলিক ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে’ কোভিড-১৯-এ মারা যাওয়া নয়জনের মধ্যে চারজন ছিলেন মুসলিম, যাদের সবাইকে পোড়ানো হয়েছে, যেটা ইসলামী রীতির বিরোধী।

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রটি শুরুতে কবর দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল কিন্তু ১১ এপ্রিল তারা নির্দেশনা সংশোধন করে এবং কোভিড-১৯ এ মারা গেলে পোড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়। বহু মুসলিম এটাকে তাদের মৌলিক ধর্মীয় অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করছেন।

শ্রীলংকা মুসলিম কংগ্রেস (এসএলএমসি) দলের সাবেক এমপি আলি জহির মাওলানা আল জাজিরাকে বলেন, “এই পরিবার শোকের মধ্যে আছে। তারা শুধু তাদের প্রিয়জনকেই হারায়নি, বরং তাকে দাফন করার মৌলিক ধর্মীয় অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে খারাপ আচরণও করেছে”। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসার পরামর্শক আলী সাবরি বলেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে নির্দেশনা দিয়েছে, তার সাথে সরকারের পুড়িয়ে ফেলার আদেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ‘জাতিগত ও ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব’ বৌদ্ধ অধিবাসী এবং মিডিয়ার একাংশ ভাইরাস ছড়ানোর জন্য মুসলিমদেরকে দোষারোপ করছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ হলো মুসলিম। সারা বিশ্বে এই ভাইরাসে ২৮০,০০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে অন্তত চার মিলিয়ন মানুষ।

সাবরি বলেন, এটা দুঃখজনক যে, শ্রীলংকা যখনই কোন সঙ্কটে পড়ে, তখনও এখানে বর্ণবাদ মাথাচাড়া দেয়। তিনি বলেন, "দুঃখজনকভাবে, বিগত কয়েক সপ্তাহে মুসলিমদেরকে টার্গেট করে বেশ কিছু ঘৃণামূলক কথাবার্তা ছড়ানো হয়েছে"। ক্ষমতাসীন শ্রীলংকা পোদুজানা পেরামুনা (এসএলপিপি) দল থেকে সাবরিকে পার্লামেন্টের জন্য মনোনীত করা হয়েছিলো। মুসলিমদের 'অপদস্থ' করা হচ্ছে মুসলিমদের 'অপদস্থ' করার বিরুদ্ধে কথা বলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো অধিকার গ্রুপগুলোও। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়া ডিরেক্টর মীনাক্ষি গাঙ্গুলি গত মাসে এক রিপোর্টে বলেছেন, "[সরকারের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্তকে] জাতিসংঘের চারজন বিশেষ দূত ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে এর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ দূতেরা উল্লেখ করেছেন যে, করোনাভাইরাস মহামারীর সময়ে শ্রীলংকার মুসলিমদেরকে অপদস্থ করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে"।

সূত্র: আল জাজিরা

মনগড়া বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বিপাকে গ্রাহকরা

করোনার সময় গড় বিলের নামে যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃপক্ষ অফিসে বসে ইচ্ছেমত মনগড়া অতিরিক্ত বিল করায় গ্রাহকদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গ্রাহকরা বলছেন, তাদের মিটারের রিডিং না দেখেই গত বছরের বিলের দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি করে বিল তৈরি করে করোনা সংক্রমণের মধ্যেও যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর লোকজন শার্শা উপজেলার গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে বিদ্যুৎ বিলের কপি দিয়ে যাচ্ছেন। লকডাউন ও সরকারি ছুটির কারণে বিলের জরিমানা নেওয়া হবে না বলা হলেও ব্যাংকে বিল নিয়ে গেলে জরিমানা নেওয়া হচ্ছে। খবর: কালের কণ্ঠ

অবশ্য প্রতিটি বিদ্যুৎ বিলের কপিতে সিল মারা আছে 'আপনার অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার গত বছরের একই সময়/একই মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে গড় বিল প্রণয়ন করা হলো। কোনো অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তীতে তা সংশোধন/সমন্বয় করা হবে।

এ ব্যাপারে ফজিলাতুন নেছা মহিলা কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের অধ্যাপক বখতিয়ার খলজি বলেন, গড় বিলের নামে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। প্রতিটি বিলে গেল বছরের চেয়ে

দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে বেশি ইউনিট দেখানোর কারনে বিলের ধাপও পরিবর্তন হচ্ছে। টাকার অংকও বাড়ছে। ওরা সমন্বয়ের কথা বলছে কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

পল্লী বিদ্যুতের বিলের ইউনিট সাতটি ধাপে আদায় করা হয়। লাইফ লাইনের রেট (০-৫০) প্রতি ইউনিট সাড়ে তিন টাকা, ০-৭৫ প্রতি ইউনিট ৪ দশমিক ১৯ টাকা, ৭৬-২০০ প্রতি ইউনিট ৫ দশমিক ৭২ টাকা, চার নম্বর ধাপে (২০১-৩০০) প্রতি ইউনিট নেওয়া হয় ছয় টাকা।

এমন অনেক গ্রাহক আছেন যাদের ইউনিটের সংখ্যা কম থাকার পরও গড় বিলে তৃতীয় বা চতুর্থ ধাপে বিল আদায় করা হচ্ছে। পরে তিন মাস পর সমন্বয় করা হবে কীভাবে? তৃতীয় বা চতুর্থ ধাপের টাকা তো সমন্বয় করা যাবে না, যাবে কেবল ইউনিটের সমন্বয় করা। এখানে বড় একটা শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। করোনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা গ্রাহকের বাঁশ দিচ্ছে।

বেনাপোল নামাজগ্রামের আলি আজগার বলেন, এ কেমন গড় বিল বুঝলাম না। এপ্রিল মাসে আমার বিল এসেছে ১২২৪ টাকা। অথচ গত বছর (২০১৯) এপ্রিল মাসের বিল ছিল ৬৬৭ টাকা। করোনা ভাইরাসের অজুহাতে এরা ডাকাতি করছে। মহামারীতে বেকারত্বের দিনে তিনি এই অতিরিক্ত বিল নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বলে জানান।

বেনাপোল ভবেরবেড় গ্রামের বাসিন্দা আওয়াল হোসেন বলেন, সরকার মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিল পরিশোধে শিথিলতা প্রদান করেছেন। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কেন ঘর থেকে বের হয়ে গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিল পৌঁছে দিচ্ছেন তা আমার বোধগম্য নয়। নিরাপত্তার কারণে এটা বলতেই পারি, যে ব্যক্তি বাড়ি এসে বিলটি দিয়ে গেল। তিনি কি কভিড-১৯ নেগেটিভ না পজিটিভ তা কি বিদ্যুৎ বিভাগ জানেন? ঐ ব্যক্তি শার্শা উপজেলায় বিদ্যুৎ বিভাগে চাকরি করে বলে দুর্দান্ত প্রতাপে দৌঁড়ে বেড়াচ্ছেন। মাস্ক বাদে তার কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, গত বছর (২০১৯) সালে এপ্রিল মাসে তার বিদ্যুৎ বিল এসেছিল ৮০০ টাকা। কিন্তু এ বছরে সেই বিল দেওয়া হয়েছে ১২৮৪ টাকা।

নয়ন কাজল নামে এক গ্রাহক বলেছেন, এবার আমার বিদ্যুৎ বিল ২ হাজার টাকার উপরে। করোনার কারণে ২০ দিনে আমি বাপের বাড়ি ছিলাম। বিল দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে।

ফরহাদ হোসেন নামের অপর এক গ্রাহক বলেন, আমার বাড়ির চারটা মিটার। সবাই ভাড়াটিয়া। চারটি মিটারে আগে বিল আসতো যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৩০০টাকা, ১৯৭ টাকা ও ২২০ টাকা। সেই মিটারে এবার বিল এসেছে ১৫০০ টাকা। এত টাকা বিল দেখে তো ভাড়াটিয়ারা হতবাক।

বিডিনিউজ২৪ এর বেনাপোল প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, এপ্রিল মাসের বিলের কপি বাসায় দিয়ে গেছে ৬ মে, ওই বিলটি পরিশোধের তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল, বিলম্ব মাশুলসহ পরিশোধের শেষ তারিখ ছিল ৫ মে।

বেনাপোলের শিকড়ি গ্রামের ছাবদার আলি বলেন, বিলম্বে পাওয়া এপ্রিল মাসের বিদ্যুৎ বিলটি বেনাপোল স্টান্ডার্ড ব্যাংকে জমা দিতে গেলে তারা জরিমানাসহ বিলের টাকা নিয়েছে। জরিমানা নেওয়া হবে না এমন কোনো নির্দেশনা তাদের কাছে নেই বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এ ব্যাপারে যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর বাগআঁচড়ার এজিএম (কম) মামুন মোল্লার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিল পরিশোধে বিলম্ব মাশুল দিতে হবে না। ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত হলে পরে সমন্বয় করে দেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, এভাবে প্রকৃত হিসাব মেলাতে পারবো না। যেটা হয়েছিলো সেটা বাস্তবতায় হবে না কিছু কমবেশি হবে। এই পরিস্থিতিতে আমরা রিডিং আনতে পারিনি, মানুষের বাড়ি যেতে পারিনি। আমরা বুঝতেছি কিছু গড়মিল হয়েছে তবে আমাদের অফিস খোলা আছে। আসলে ঠিক করে দিচ্ছি।

গাজীপুরের কয়েকটি গার্মেন্টে শ্রমিক বিক্ষোভ

শতভাগ বেতন ভাতার দাবিতে সোমবার গাজীপুরের একাধিক গার্মেন্ট কারখানায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করেছেন। শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিলেও শ্রমিক অসন্তোষ রয়েই গেছে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নগরীর কাশিমপুরে ডিবিএল গ্রুপের একটি গার্মেন্টে ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুশান্ত সরকার জানান, লকডাউন চলাকালে যেসকল কারখানা বন্ধ ছিল, সেখানে শ্রমিকদের বেতনের ৬০ শতাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। সে বিষয়েই শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। খবর: কালের কণ্ঠ

সূত্র জানায়, গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের বারেন্ডা এলাকায় অবস্থিত ডিবিএল (দুলাল ব্রাদার্স লিমিটেড) গ্রুপের জিন্নাত গার্মেন্ট। সেখানে প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। শতভাগ বেতনভাতা দাবি করে গত কয়েকদিন ধরে শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। সোমবার সকালে কারখানায় যোগ দিলেও শ্রমিকরা সকাল ৯টার দিকে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নেন। সরকারি সিদ্ধান্তের বাইরে দাবি মেনে নিতে

কর্তৃপক্ষ অপারগতা জানালে কিছু শ্রমিক আন্দোলন করেন। আওয়ামী দালাল পুলিশ আন্দোলনরতদের বুঝিয়ে বিকেলে সরিয়ে দেয়। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কারখানায় দুদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর ইসলাম হোসেন জানান, একই দাবিতে সোমবার সকালে কোনাবাড়ি এলাকায় বে-ফুটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন।

এছাড়াও কালিয়াকৈরের পল্লী বিদ্যুত এলাকার ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডায়িং পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সোমবার সকাল হতে বিকেল পর্যন্ত কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন বলে জানা গেছে।

পেটের জ্বালায় শ্রম বাজারে ভিড় শ্রমিকদের

এক জায়গায় শত শত মানুষ। গা ঘেঁষে চলছেন। দুই দিন হাজির হচ্ছেন কিষাণ (শ্রম) বিক্রির জন্য। নিজ এলাকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর তারা পেয়েছেন। মৃত্যুভয় আছে জেনেও তাদের এই কাজে বেরোতে হচ্ছে। চলাফেরায় নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বসেছে মানুষের শ্রম বিকিকিনির জমজমাট হাট। একদিকে, বোরো ধান ঠিকমতো ঘরে তুলতে হবে। অপরদিকে, সংসারের অভাব মেটাতে হবে। এ জন্যই জীবন বাজি রেখে শ্রম বিকিকিনি করতে হচ্ছে। এমন কথা জানালেন ক্রেতা-বিক্রেতাগণ।

মঙ্গলবার সকালে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার দুর্গাপর গ্রামের ওই হাটে গিয়ে দেখা যায়, কিষাণদের অধিকাংশ এসেছেন কচুয়া উপজেলা হতে। তারা বিক্রি হয়ে কাজে যাচ্ছেন এই দুই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামসহ মোল্লাহাট, মকসুদপুর, গোপালগঞ্জে। করোনায় মৃত্যুর ভয় আছে জেনেও অভাবের তাড়নায় তাদের কাজে আসতে হয়েছে।

করোনায় তো বাড়ি থাকার কথা, বাইরে এসছেন কেন? এই প্রশ্নোত্তরে লড়ারকুল গ্রামের হোসেন উদ্দীন শেখের পুত্র আনোয়ার হোসেন বলেন, পেটের জ্বালায় বাঁচতি পারিনে বুলে তো আমরা এই যে কাজ কত্তি আইছি। প্রত্যেকদিন ছয় সাতশ টাকা করে কিষেণ বিক্রি হচ্ছে। কিষেণ কিনে নিয়ে যাচ্ছে মোল্লাহাট, মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ, কচুয়া, চিতলমারীসহ বিভিন্ন এলাকার লোক।

তিনি আরো জানান, এখানের অধিকাংশ কিষাণ কচুয়ার দেপাড়া, গজালিয়া, বাগেরহাট সদর উপজেলার কান্দাপাড়া, গোটাপাড়া এলাকার।

চিতলমারীর শ্যামপড়া গ্রামের কিষাণ ক্রেতা পরিমল বৈরাগী জানান, সময় মতো ধান কেটে শুকিয়ে ঘরে ওঠানোর জন্য কিষাণ দরকার। এটা না হলে অনেক ক্ষতি হবে। করোনার ভয়ে বসে থাকলে তো ঝড়-বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি আজ জনপ্রতি সাতশ টাকা করে কিষাণ কিনেছেন। কিষাণ দুরে গেলে দাম আরো বেশি।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

চাঁদাবাজি করে ধরা খেল সন্ত্রাসী শ্রমিক লীগ নেতা

বগুড়ায় ধানকাটা শ্রমিক বহনকারী বাস থামিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে সন্ত্রাসী শ্রমিক লীগ নেতা শাহিনুর রহমান ওরফে ঝটিকা শাহীনকে (৪৫) আটক করা হয়।

ঝটিকা শাহীন বগুড়া মোটর মালিক গ্রুপের সদস্য। এর আগে তিনি মোটর মালিক গ্রুপের সড়ক সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

আমাদের সময় বরাতে জানা যায়, নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ৪৬ জন ধানকাটা শ্রমিক বাসে করে কুমিল্লা যাচ্ছিল। রবিবার রাত ২টার দিকে বাসটি বগুড়ার চারমাথা পৌঁছলে ঝটিকা শাহীনসহ অন্তত ১৫ জন বাসটি থামায়। তারা বাসচালক মনির হোসেনের কাছে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। বাসচালক চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে শাহীন ও তার সহযোগীরা বাসচালক মনির ও সুপারভাইজার রতনকে বেদম মারধর করে। তখন বাসে থাকা শ্রমিকরা নেমে শাহীনকে আটক করে।

খোরাসান | তালেবান তাদের দুটি কারাগার হতে কাবুল প্রশাসনের ৫৩ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান তাদের নিয়ন্ত্রিত ফারয়াব ও বাদগিশ প্রদেশ হতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের আরো ৫৩ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে।

তালেবানদের প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, গত ১০ মে দুপুর ১১ টার সময় তালেবান নিয়ন্ত্রিত ফারয়াব প্রদেশের লাগবাগ জেলার একটি কারাগার হতে কাবুল প্রশাসনের ৩৬ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে ইসলামি ইমারত।

এমনিভাবে তালেবান মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত বাদগিশ প্রদেশের মারগাব জেলার আরো একটি কারাগার হতে কাবুল প্রশাসনের আরো ১৭ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় জানান যে, কারগার হতে মুক্তি দেওয়া কাবুল প্রশাসনের প্রত্যেক সৈন্যকি একজোড় পোশাক ও ৫ হাজার করে তাদের সফর খরচ দেওয়া হয়েছে।

মালি | ক্রুসেডার "ইউএন" বাহিনীর গাড়িতে হামলা, হতাহত ৭ এর অধিক

গত ১১ মে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির "কাইদাল" অঞ্চলে অবস্থিত দখলদার ক্রুসেডার (ইউএন) বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। "ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি" এর তথ্য অনুযায়ী ঐ হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ এর অধিক ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়।

হতাহত হওয়া সৈন্যদেরকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ২ সেনার অবস্থা খুবই আশংকাজনক বলে জানিয়েছে। এই হামলার ব্যাপারে এখনো কোন দল হামলার দায় স্বীকার করেনি।

তবে জাতিসংঘ এই হামলার জন্য আল-কায়েদা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন"কে দায়ী করেছে।

শাম | আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হাতে শতাধিক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা সিরিয়া ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবাজ মুজাহিদদের নিয়ে গত ১৭ রমাদান (বদরের দিন) সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ ঐদিন প্রায় টানা ২৪ ঘন্টা যাবৎ নুসাইরী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। উভয় বাহিনীর মাঝে দিনভর তুমুল লড়াই

চলতে থাকে। অবশেষে মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেন।

এই অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় প্রায় শতাধিক নুসাইরী মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বিজয় করেন আল-মানারাহ, আশপাশের আরো ৩টি এলাকা এবং কয়েকটি সেনা চৌকি।

এদিকে নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী তাদের ২৬ সৈন্য নিহত হবার কথা অফিসিয়ালি স্বীকার করেছে।

১২ই মে, ২০২০

মহা মন্দার আশঙ্কা আমেরিকায়

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটে আমেরিকায় ভয়াবহ মন্দা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা আবারও দেশে বেকারত্বের হার নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলছেন, আমেরিকার অর্থনীতিতে চরম মন্দা দেখা দেওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া গেছে। লকডাউনের কারণে, গত এপ্রিলে বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। মে মাসে তা বেড়ে আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক মন্দা সূচকের নিম্ন পর্যায়ে চলে যাবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এসব কর্মকর্তা।

৮ মে শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিবরণী থেকে এমন আশঙ্কা জোরালো হয়ে উঠেছে। গত এপ্রিল মাসে আমেরিকার অর্থনৈতিক বাজারে ২ কোটি ৫ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন বলে প্রতিবেদন করা হয়েছে। এতে ওই মাসে আমেরিকায় বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ৭-এ দাঁড়িয়েছে। প্রথম আলোর রিপোর্ট

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্টিভেন মনোচিন ১০ মে নতুন এই প্রাপ্ত সংখ্যা ঘোষণা করেছেন। গত মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যাঁরা বেকার ভাতার আবেদন করেছিলেন, প্রকাশিত প্রতিবেদনে এর আগের সংখ্যা এসেছে। ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অবশ্য এর পরে বৃদ্ধি পাওয়া বেকারত্ব সম্পর্কে বলেন ট্রেজারি সেক্রেটারি। ফক্স নিউজের ক্রিস ওয়ালেস প্রশ্ন করেছিলেন,

আমরা কি ২৫ শতাংশ বেকারত্বের দিকে এগোচ্ছি? বেকারত্ব এ হারের কাছাকাছি উঠে গেলে দেশের অর্থনীতিতে 'গ্রেট ডিপ্রেশন' শুরু হয়েছে ধরে নেওয়া হয়।

প্রশ্নটির উত্তরে স্টিভ মনোচিন বলেন, 'হয়তোবা তাই। আসছে মাসগুলোতে এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে প্রশাসন।'

স্টিভেন মনোচিন বলেন, 'গ্রেট ডিপ্রেশন আসে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে। কিন্তু এখানে আমরা অর্থনীতিকে বন্ধ করেছি। এ কারণেই এখানে আমরা বিস্মিত হচ্ছি না। অর্থনীতি বন্ধ করলে তো এ হওয়ারই কথা। আমেরিকার অর্ধেক মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট ১০ মে সিএনএনের 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' শোয়ে বলেছেন, মে মাসের রিপোর্টে বেকারত্বের হার সম্ভবত ২০ শতাংশের কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব মন্তব্য এসেছে এমন এক মুহূর্তে, যখন নানা অঙ্গরাজ্য তাদের অর্থনীতি যখন আবারও খুলে দিচ্ছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কয়েক মাস থেকে আমেরিকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ ছিল। করোনা মহামারি ঠেকাতে দেশটির ফেডারেল সরকার এবং নানা অঙ্গরাজ্য প্রশাসন লকডাউনে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের অর্থনীতি ইতিমধ্যে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। কেভিন হ্যাসেট মনে করেন, দেশটিতে বেকারত্বের হার মে মাসে কত হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে অর্থনীতি আবার চালু হওয়ার পর ভাইরাস কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তার ওপর।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের চেয়ারম্যান ল্যারি কাডলো বলেন, তিনি মে মাসে এ সংখ্যাটি বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন। তবে অপর দিকে, অর্থনীতি আবার চালু হওয়ায় আমেরিকানরা কাজে যাচ্ছেন। এ তথ্য থেকে তিনি আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন বলে জানান। তিনি বলেন, 'এপ্রিলে বেকারত্বের যে সংখ্যা দেখা গেছে, আমি মে মাসে এ সংখ্যার বিষয়ে মিথ্যা আশার বাণী দিতে চাই না। কারণ, মে মাসে আমি বেকারত্ব অনেক বাড়ার আশঙ্কা করছি।' এবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ল্যারি কাডলো বলেন, রিওপেন হওয়ার পর, অর্থনীতিতে এর প্রভাব দেখা দিতে সময় লাগবে।

রাশিয়াতে এক সপ্তাহেই আক্রান্ত ৭৫ হাজারের বেশি!

বিশ্বব্যাপী মহামারি রূপ নেওয়া করোনাভাইরাসের নতুন প্রাণকেন্দ্র এখন রাশিয়া। দেশটিতে গত এক সপ্তাহে ৭৫ হাজারের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৪১ হাজারের বেশি মানুষ দেশটির রাজধানী মস্কোতে আক্রান্ত হয়েছে।

রাশিয়ায় গতকাল রোববার একদিনে ১১ হাজার ১২ জন আক্রান্ত হয়েছে বলে ফেডারেল এন্টি ক্রাইসিসি সেন্টারের দেওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে দেশটির বার্তা সংস্থা তাস। খবর: আমাদের সময়

অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় গত সপ্তাহে আক্রান্তের হার ৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে আসা রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ৯ হাজারের বেশি মানুষ। তবে অন্যান্য দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তুলনায় রাশিয়ায় মৃত্যুহার অনেক কম। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১ হাজার ৯১৫ জন।

গত এপ্রিলের আগে পর্যন্ত রাশিয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিলো। তবে বিগত কয়েক সপ্তাহে তা মহামারি রূপ নিয়েছে। গত ১ মে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন। সাধারণ নাগরিক ছাড়াও আক্রান্ত হয়েছে কয়েক হাজার সামরিক সদস্য।

পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী করোনার মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছে ৪১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ। এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮৬০ জনের।

‘দোকানে কোনো মুসলিম কর্মচারী নেই’

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষী চিত্র হরহামেশাই দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দেশটিতে বহু হত্যাকাণ্ড, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালেও সাম্প্রদায়িক বর্বরতা চালানোর চেষ্টা করছে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মহল।

ভারতের চেন্নাইয়ে মুসলিম বিদ্বেষের একটি ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, ‘দোকানে কোনো মুসলিম কর্মচারী নেই’ বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক বেকারি মালিক।

চেন্নাইয়ের টি নগরের মহালক্ষ্মী স্ট্রিটে অবস্থিত 'জৈন বেকার্স অ্যান্ড কনফেকশনারিজ' নামে একটি বেকারিতে এ ঘটনা ঘটেছে। দোকানের সামনে 'জৈনকর্মীরা খাবার তৈরি করেন। দোকানে কোনও মুসলিম কর্মী নেই' লিখে একটি হোর্ডিং মালিক। সামাজিকমাধ্যমগুলোতে এই বিজ্ঞাপনের ছবি প্রকাশ হতেই ভাইরাল হয়ে যায়।

খবর: আমাদের সময়

চেন্নাইয়ের ওই বেকারির কর্মীরা জানিয়েছেন, কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে আঘাত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বেকারিতে মুসলিম কর্মী থাকলে সেখানকার পণ্য বেচা-কেনা চলবে না এমন একটি মেসেজ ছড়ায় বার্তা মাধ্যম হোয়্যাটসঅ্যাপে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোনও আসে। অনেকেই জানতে চান দোকানে কোনো মুসলিম কর্মী আছে কি না। এ সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে দোকানের মালিক ওই বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কর্ণফুলীতে শ্রমিক বিক্ষোভ, বকেয়া বেতন দাবি

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার সৈন্যারটেক এলাকায় অবস্থিত গোল্ডেন-সন লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন ইনফিনিটি লিমিটেডের পুতুল কারখানার শ্রমিকরা।

আশ্বাস দিয়েও কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ না করায় বকেয়া বেতনসহ ছয় দাবিতে আজ সোমবার (১১ মে) সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত টানা চার ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। পরে কর্তৃপক্ষের আবারো আশ্বাসের কারণে কর্মসূচি থেকে সরে আসেন শ্রমিকরা। বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধের কারণে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মইজ্জেরটেক ও ব্রিজঘাট সড়কে লেগে থাকে দীর্ঘ যানজট। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

এর আগে বকেয়া বেতনের দাবিতে গত শনিবার (২ মে) শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে মালিকপক্ষ ১০ মে সকল শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয়। কিন্তু গতকাল রবিবার (১০ মে) বেতন পরিশোধ না করায় আবারো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। তারা ছয় দাবি তুলে সড়ক অবরোধ করেন। দাবিগুলো হলো গত মার্চ মাসের বেতন হাতে-হাতে দেওয়া, এপ্রিল মাসের বেতন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী পরিশোধ, লকডাউনের মধ্যে ঝুঁকিতে কাজ করার কারণে আশ্বাস অনুযায়ী দ্বিগুণ বেতন প্রদান, ঈদ বোনাসসহ বেতন পরিশোধ, ফেব্রুয়ারি

মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ, ৫ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং বিনা কারণে কোনো শ্রমিককে চাকরি থেকে ছাঁটাই না করা।

গোল্ডেন ইনফিনিটি লিমিটেডের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর হায়দার বলেন, 'আমাদের ব্যাংকের লেনদেন নিয়ে সাময়িক কিছু সমস্যার কারণে সঠিক সময়ে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা যায়নি। আগামী ১৭ মে এপ্রিল মাসের বেতন ও ২০ মে বকেয়া পরিশোধ করা হবে শ্রমিকদের মোবাইলে রকেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।'

এক আওয়ামীলীগারের হামলায় আরেক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের রসুলবাগ ভাঙ্গাপুল এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় ও অবরুদ্ধ অবস্থায় আব্দুল কাদের (৫৫) নামের এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় হামলার পরে ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে নিজ বাড়িতেই অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনা ঘটে। পরে রবিবার ভোরে মারা যান আব্দুল কাদের। মৃত আব্দুল কাদের কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক। হামলাকারীরা কুতুবপুর ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি জসিমউদ্দিন ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার রোকন মিয়ার আস্থাভাজন বলে অভিযোগে জানা গেছে।

আব্দুল কাদেরের স্ত্রী ফিরোজা বেগম থানায় অভিযোগে উল্লেখ করেন, ইব্রাহিম খান (৪৫), মহিদুল (৪০), সোহাগ বেপারী (৪২), সজিব (৩০), মাহফুজ খান (৫৫), আবুল হোসেন শেখ (৫৫), মো. হারুন মিয়া (৫৬), রাসেল (২৫), ফয়সাল (২০), নাঈম (১৯), রিপন শেখ (৪০), সেলিম শেখ (৩৫), শাওন (২৬) সহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জন এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে আসছে।

এছাড়াও বিবাদীরা পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আমার স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পঞ্চায়েত কমিটির নেতৃবৃন্দদেরকেও হুমকি-ধামকি দিয়া আসছিলো।

শনিবার ৯ মে দুপুর ২টায় বিবাদীরা শত্রুতার জের ধরে আমার বাসার সামনে আসিয়া আমার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এরপর বিকাল ৫টায় আমার স্বামী হাজী আব্দুল কাদের (৭০) স্থানীয় পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি মো. লাল মিয়া শেখ সাহেবের বাসায় গিয়ে বিবাদীদের হুমকি-ধামকির বিষয়ে নালিশ করে।

বিষয়টি বিবাদীরা জানিতে পেরে আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে অজ্ঞাতনামা আরো ৮/১০ জন সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকসহ বেআইনি জনতাবদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে পঞ্চায়েত সভাপতির বাসায় প্রবেশ করে। এরপর পঞ্চায়েত সভাপতির কথাকে তোয়াক্কা না করে তার বাসার মধ্যেই ইব্রাহিম খান ও মহিদুলের হুকুমে অন্যান্য সকল বিবাদীরা আমার বৃদ্ধ স্বামীকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে মারতে পঞ্চায়েত সভাপতির বাসা হতে বাহির করে।

এরপর বিবাদীরা লাঠিসোটা দ্বারা আমার স্বামীকে পিটিয়ে এবং কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে মারপিট করতে করতে আমার বাসার গেট পর্যন্ত নিয়ে যায়। আমার স্বামীর চিৎকার শুনে আমি বাসা হতে বের হলে বিবাদীরা আমার স্বামীকে আমার বাসার সামনে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে হত্যার হুমকি দেয়।

কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

এরপর আমার স্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে বিবাদীরা আমার স্বামীকে হাসপাতালে নিতে বাঁধা প্রদান করে। ফলে আমার স্বামীকে হাসপাতালেও নিতে পারি নাই। এরপরও বিবাদীরা ক্ষান্ত না হয়ে একই তারিখ রাত ১০টায় ধারাল ছুরি, চাপাটি, রাম দা ও লোহার রড নিয়া সংঘবদ্ধ হয়ে আমার বাসার নিচে অবস্থিত আমার ছেলে মো. রাসেল (২৩) এর মুদি দোকানে হামলা চালায়।

বিবাদীরা ধারাল ছুরি ও রাম দা দিয়া দোকানে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে দোকানের আসবাবপত্র ও মালামাল ভাঙচুর এবং লুট করে। বিবাদীদের মারধরের ফলে আমার স্বামীর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। রবিবার সকাল ৬টায় আমি ও আমার ছেলে আমার স্বামীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করিয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাস্তায় সে মৃত্যুবরণ করেন। বিবাদীদের মারধরের ফলে আমার স্বামী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

সৌদিতে তেলের দাম আবারও কমছে, বাড়ছে কর

সৌদি আরবে আরেক দফা কমল জ্বালানি তেলের দাম। সোমবার থেকে কার্যকর হচ্ছে তেলের নতুন মূল্য। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে তেলের বিক্রি অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ায় পাল্লা দিয়ে কমছে দাম। এ অবস্থায় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে বাড়ানো হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর। গত মাসের তুলনায় তেলের দাম নেমেছে অর্ধেকে।

সৌদি আরমকোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, প্রতি লিটার ৯১ পেট্রলের দাম এখন ০.৬৭ রিয়াল এবং প্রতি লিটার ৯৫ অকটেনের দাম এখন ০.৮৬ রিয়াল, যা রোববার পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ১.১৩ ও ১.৪৭ সৌদি রিয়াল।

এর আগে গত ২১ এপ্রিল আমেরিকায় তেলের দাম ডলারের নিচে নেমে এসেছিলো। অর্থাৎ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জ্বালানি তেলের দাম এতোটা কমেছে।

এ জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তেল উত্তোলনের পরিমাণ কমিয়ে আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ব্যারেল তেল কম উত্তোলন করার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

অন্যদিকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে নতুন কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সৌদি অর্থমন্ত্রী। এ মধ্যে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বৃদ্ধি, যা ৫ থেকে বাড়িয়ে এখন ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। জুলাই মাস থেকে নতুন কর কার্যকর হবে।

তা ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের কিছু সুবিধা কমানো এবং অন্য কিছু প্রকল্পে অর্থায়ন কমিয়ে আনা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, সৌদি আরবে প্রতি মাসেই তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিবর্তিত হয়ে এলেও এই প্রথম মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্বাভাবিক হারে।

১১ই মে, ২০২০

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত।

পেশোয়ারে মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় খাইবার পাখতুন অঞ্চলের পেশোয়ার শহরের রামপুরা মার্কেটের নিকট মোটরসাইকেল বোমা দ্বারা একটি হামলার ঘটনা ঘটে।

উক্ত ঘটনায় মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের পুলিশ বাহিনীর ১ সদস্য নিহত এবং ৩ সদস্য আহত হয়েছে।

একইদিন রাতে পেশোয়ার শহরের রাঙ্গিরোড এলাকায় এক পুলিশ সদস্যকে তার গাড়ির সামনেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত পুলিশ সদস্যের নাম জাহানযিব আফ্রিদী বলে জানা যায়।

উক্ত হামলা দুটির দায় স্বীকার করেন তেহরিকে তালেবানের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার।

উল্লেখ্য যে, গত ৪ দিনে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ৫টি হামলা চালিয়েছে হিজবুল আহরার, যাতে ২০ এরও অধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

খোরাসান | লাগমানে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫৪ মুরতাদ সেনা হতাহত, ১৩টি সামরিকযান ধ্বংস

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন (১১ মে ২০২০ ঈসায়ী সনের ১৭ রমাদানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরী) আফগানিস্তানের লাগমান প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, তালেবান মুজাহিদিন লাগমন প্রদেশের আলিশাং জেলায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে তীব্র ও সফল হামলা চালিয়েছেন, যাতে কয়েক ডজন মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, মার্কিন পুতুলখ্যাত কাবুল প্রশাসনের একটি বিশাল বাহিনী উক্ত এলাকায় নতুন চেকপয়েন্ট স্থাপন এবং কাবুল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল সম্প্রসারণের অভিপ্রায় নিয়ে লাগমন প্রদেশের আলিশাং জেলার কোঞ্জাকি এলাকায় পৌঁছেছিলো।

ঐদিন সকাল ৯ টার দিকে ইসলামী ইমারাতের বিশেষ ইউনিটের জানবাজ মুজাহিদিন শত্রুর অগ্রযাত্রা রোধ করতে কাবুল প্রশাসনের উক্ত কাফেলাটির উপর প্রতিরোধমূলক আক্রমণ শুরু করেন, যা দুপুর অবধি স্থায়ী হয়।

এই অভিযানে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় কাবুল মার্কিন পুতুল প্রশাসনের কমান্ডারসহ ২৪ সৈন্য নিহত হয়, এর মধ্যে ঘটনাস্থলই ২০ সৈন্য নিহত হয়। মুজাহিদদের হামলায় আহত হয় আরো ৩০ এরও অধিক সেনা সদস্য। এছাড়াও কাবুল প্রশাসনের আরো ৩ সৈন্যকে জীবিত বন্দীও করেন মুজাহিদগণ।

এসময় কাবুল প্রশাসনের মুরতাদ ফোর্সের ১৩টি হাম্বি ও ট্যাঙ্ক পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়, আর ৩০ টি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জাম মুজাহিদগন গনিমত লাভ করেন।

এই লড়াইয়ে একজন মুজাহিদ শহীদ ও দুজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

সম্প্রতিক সময়ে প্রতিরক্ষার আড়ালে কাবুল প্রশাসনের সৈন্যেরা কনভয় নিয়ে ইসলামী ইমারাতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং নতুন চেকপয়েন্ট স্থাপনের অভিপ্রায় নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে আসছে, যার ফলে কাবুল প্রশাসনের সৈন্যরা মুজাহিদদের তীব্র হামলার মুখোমুখি হচ্ছে আর এতে কাবুল প্রশাসনকে হতাহতের লম্বা তালিকাও গুণতে হচ্ছে।

ফটো রিপোর্ট | কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনী হতে মুজাহিদদের বরকতময় গনিমত প্রাপ্তি

সিরিয়ার সাহলুল-ঘাবে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনার পর আল-কায়েদা নেতৃত্বাধীন জোটের জানবায মুজাহিদিন এর প্রাপ্ত কিছু গনিমত ও যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্ব মুহুর্তের কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2020/05/11/37637/

ফটো রিপোর্ট | শামে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হাতে শতাধিক কুফ্ফার সৈন্য নিহত

সিরিয়ার সাহলুল-ঘাবে আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের হামলায় শাতাধিক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ১৭ রমাদান সাহলুল-ঘাবে মুজাহিদদের হাতে নিহত হওয়া কতক মুরতাদ সৈন্যের মৃতদেহের দৃশ্যও প্রকাশ করেছে অপারেশণ রুম...

https://alfirdaws.org/2020/05/11/37634/

পাকিস্তান | অবৈধভাবে জনসাধারণের হাজার হাজার একর জমি দখল করছে মুরতাদ বাহিনী

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের প্রদেশের "শুরাশ" অঞ্চলটিতে গত বেশ কয়েকদিন ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশটির নাপাক সেনাবাহিনী উক্ত অঞ্চলটির জনসাধারণের জমি অবৈধভাবে দখল করছে। আর এতে উত্তেজনা বিরাজ করছে পুরো অঞ্চলটিতে।

"ট্রাবল নিউজ" এর সূত্রে জানা যায় যে, সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানি নাপাক সেনাবাহিনী কুচলক জেলার জালুগীর এলাকায় "কাকার" উপজাতিদের কয়েক হাজার একর জমি দখল করেছে, সেখানকার সাধারণ মানুষজন সামরিক বাহিনীর চাপের কারণে এবিষয়টি নিয়ে নীরব রয়েছেন।

কোনও অভিযোগ বা আওয়াজ উত্থাপনের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, যদি কেউ এই বিষয়টি নিয়ে আওয়াজ ও প্রতিবাদ করে, তাহলে তাদেরকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হবে। তাই এলাকাটির জনসাধারণ নাপাক বাহিনীর ভয়ে মুখ খুলছেন না।

সূত্র মতে, কেবল এই জমিই নয়, এর আগেও কাসি, বাজি ও অন্যান্য ছোট ছোট গোত্রের জমি দখল করেছে সামরিক বাহিনী, কিন্তু কেউ নাপাক বাহিনীর চাপের হুমকির কারণে কোন প্রতিবাদ করছেনা।

সামরিক বাহিনীর ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুচলকের এক বাসিন্দা বলেছিলেন যে, দখলকৃত জমিগুলো সামরিক বা রাষ্ট্রীয় কোনধরণের কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে যে এই জামিগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে যা স্থানীয় সামরিক বাহিনী ব্যবহার করবে।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, এর আগেও পাকিস্তানের নাপাক সামরিক বাহিনী মুরী, সোওয়াত, কালাম, অ্যাবোটাবাদ ও মানসেহের মতো আকর্ষণীয় জায়গায় অবৈধভাবে জনসাধারণের হাজার হাজার একর জমি দখল করেছে। সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে হাজার হাজার মুসলিমকে।

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের আরো ২৮ সেনা সদস্যকে মুক্তি দিয়েছে তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দায়িত্বশীল তালেবান মুজাহিদিন কাবুল প্রশাসনের ২৮ কারাবন্দী সৈন্যকে বন্দী মুক্তির ধারাবাহিকতায় মুক্তি দিয়েছেন।

তালিবান মুজাহিদিন বলছেন যে, তারা বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করেছেন।

কাতারে তালেবানদের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: "ইমারতে ইসলামিয়া খুবদ্রুত মুক্তি প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, গতকাল হেরাত প্রদেশ হতে কাবুল প্রশাসনের ২৮ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।"

তিনি আরও জানান, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একজোড়া কাপড় এবং ৫০ হাজার আফগান রুপি করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যে কাতারে হওয়া সমঝোতা চুক্তির আওতায় ৫ হাজার তালিবান বন্দীকে মার্কিন পুতুল সরকারের কারাগার থেকে এবং এক হাজার কাবুল সরকারপন্থী বন্দীকে তালেবান কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে, তারই ধারাবাকিতায় এসকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

শাম | আল-কায়েদার হামলায় ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত, "তানজেরা" এলাকা বিজয়

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদিন বিজয়ের মাস পবিত্র রমাজানুল মোবারকের ১৭ তারিখ সিরিয়ার হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসাধারণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-কায়েদা নেতৃত্বাধীন "অপারেশণ ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" তাদের অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানায় যে, মুজাহিদগণ প্রাথমিকভাবে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালাতে শুরু করেন, পরে তা এক তীব্র লড়াইয়ের রূপ নেয়। আর মুজাহিদগণ তাদের হামলার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেন।

অবশেষে মুজাহিদগণ তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে নুসাইরীদের নিয়ন্ত্রিত "তানজেরা" এলাকা বিজয় করেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কয়েক দশক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। আর মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন অগণিত যুদ্ধাস্ত্র।

অন্যদিকে মুজাহিদ সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে যে, মুজাহিদদের এই হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৫০ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অসংখ্য মুরতাদ সেনা।

শাম | ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর হামিমিম ঘাঁটিতে গ্র্যাড রকেট নিক্ষেপ করেছে আল-কায়েদা

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদিন গত ৯ মে সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতে অবস্থিত ক্রুসেডার রাশিয়ান সৈন্যদের আল-হামিমিম সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী গ্র্যাড রকেট নিক্ষেপ করেছেন।

আল-কায়েদা নেতৃত্বাধীন অপারেশণ রুম হতে জানানো হয়েছে যে, মুজাহিদদের নিক্ষেপ করা গ্র্যাড রকেটগুলো সফলভাবে ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর হামিমিম সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। এতে সামরিক ঘাঁটিটির অনেক স্থাপনা, সামরিকযান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও অনেক ক্রুসেডার ও নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

চেয়ারম্যান-সদস্যের দ্বন্দ্বে জমা হয়নি ত্রাণের তালিকা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার টংভাঙ্গা ইউনিয়নে ত্রাণের সুবিধা ভোগীদের তালিকা তৈরী নিয়ে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। ফলে ওই উপজেলার ১১ ইউনিয়নের ত্রাণ সুবিধাভোগীর তালিকা উপজেলা পর্যায়ে জমা হলেও এখন পর্যন্ত টংভাঙ্গা ইউনিয়নের তালিকা জমা হয়নি।

ওই ইউনিয়নের ১১ ইউপি সদস্য চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে একটি অভিযোগও করেছেন। তাদের অভিযোগ, সদস্যদের সাথে সভা না করে রেজুলেশন ছাড়াই ত্রাণ উত্তোলন করে চেয়ারম্যান একাই ত্রাণ বিতরণ করছেন। খবর: বিডি জার্নাল

হাতীবান্ধা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল আমিন বলেন, ওই ইউনিয়নে ওয়ার্ড কমিটির সাথে ইউনিয়ন কমিটির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ায় তালিকা তৈরী সম্ভব হয়নি। কয়েকজন ইউপি সদস্য চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও করেছেন। সম্ভবত তারা ইউনিয়ন পরিষদে আলোচনা করে তালিকা তৈরী করে জমা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ভারতের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ, ১১ দিনে মৃত্যু বেড়ে দ্বিগুণ

ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে ভারতের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গত ১১ দিনে দ্বিগুণ হয়েছে প্রাণহানি।

দ্য হিন্দুর রবিবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটিতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৬২ হাজার ৬৬২ জনের। মারা গেছেন ২ হাজার ৯০ জন। রিপোর্ট: বিডি প্রতিদিন

মে মাসের শুরুর দিকে পরিসংখ্যানগত দিক থেকে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো থাকলেও, গত তিন-চার দিনে মৃতের হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। শনিবারের সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন বিষয়টি স্বীকারও করে নিয়েছেন।

তবে ভারতের অবস্থা ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোর মতো হবে না আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্যই দেশকে তৈরি রেখেছি আমরা।'

ভারতে সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত মহারাষ্ট্র রাজ্যে। এবার মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি গুজরাটের পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, গুজরাটের পরিস্থিতি আগামী দিনে মহারাষ্ট্রের চেয়েও খারাপ হতে পারে।

এদিকে বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে আক্রান্ত ৪০ লাখ ২৩ হাজার। মৃত্যুর সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজারের ঘর ছোঁয়ার অপেক্ষা।

গভীর রাতে সন্ত্রাসী আ'লীগ অফিসে নারীকে বেঁধে এনে সালিশ, নির্যাতন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এক নারীকে গভীর রাতে বেঁধে এনে শালিস করেন ওই ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন ধনু মেম্বার ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতিসহ অন্যান্য দলীয় নেতারা। সালিসে ওই নারী এবং তার দেবরকে সোয়া লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে তাদের মেরে বিবস্ত্র করে আপত্তিকর অবস্থায় ছবি তোলেন। এই ঘটনায় নির্যাতিত নারী শনিবার নবীনগর থানায় চাঁদাবাজি ও পর্নোগ্রাফী আইনে পাঁচজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, উপজেলার শ্যামগ্রামের ৫নং ওয়ার্ডের ইউসুফ মিয়ার মেয়ে হোসনা বেগমের বিয়ে হয় ছয় বছর আগে একই ইউনিয়নের কুড়িনাল গ্রামের দুবাই প্রবাসী মোশাররফ পারভেজের সাথে। এই দম্পতির আরাফাত নামে পাঁচ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। স্বামীর সাথে গত কয়েক মাস ধরে বিরোধ চলছে। তার পর থেকে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন হোসনা আক্তার। স্বামীর সাথে বিরোধ মিটানোর জন্য তার শশুরবাড়ির আত্মীয় কুড়িনাল গ্রামের শামীমের সাথে (সর্ম্পকে দেবর) গত ৩ মে ইফতার শেষে আলোচনা করছিলেন তিনি। ওই সময় মামলায় উল্লেখিত আসামিরা ঘরে ঢুকে তাদের দু'জনকে মারধর করে। এক পর্যায়ে তাদের বিবস্ত্র করে জড়িয়ে ধরিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় ছবি তোলতে বাধ্য করা হয়।

পরে তাদের বেঁধে রাত ১১টার দিকে শ্যামগ্রাম বাজারে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন ধনু মেম্বারের নেতৃত্বে সালিশ করে দু'জনকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। যার মধ্যে ৫০ হাজার টাকা নগদ ও বাকি টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়। পরে

সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে পরিবারের জিম্মায় দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। জরিমানা করা হলো দু'জনকে, তা হলে এই টাকা কারা পাচ্ছেন? এই প্রশ্ন এবং ওই নির্যাতনের ঘটনায় এলাকায় তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়।

খবর: নয়া দিগন্ত

এ ব্যাপারে নির্যাতিত শামীম মিয়া বলেন, 'আমাকে মাইরধইর করে কাপড় খুলে ছবি তুলেছে। পরে হাত বেঁধে ধনু মেম্বারের অফিসে নিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমারে এক লাখ টাকা জরিমানা করছে। ৫০ হাজার টাকা দিয়া ছুইটা আইছি।'

নির্যাতনের শিকার হোসনা বেগম বলেন, 'আমার জামাইর সাথে পারিবারিক ঝামেলা চলতাছে, তাই আমার মামাশশুরের ছেলে শামীম আমাদের বাড়িতে আসার পর কথা কইতাছিলাম, তখন হেরা(আসামী) আইসা আমরারে মাইরধইর করে পড়নের কাপর খুলে ভিডিও করছে। ওই সময় আমার প্রতিবন্ধী ছেলে কান্না করলে তাকে খাট থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে। হেরা বলতেছে আমি নাকি দেবরের সাথে খারাপ কাজ করেছি। পরে ধনু মেম্বারের অফিসে নিছে বাইনদ্যা, আমরা দুইজনকে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাদের তোলা ছবি ফেইসবুকে দিয়ে দিবে বলে হুমকি দিচ্ছে। এই অপমানের সঠিক বিচার না পাইলে আমি আত্মহত্যা করবো।'

স্বামীকে দিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করালো সন্ত্রাসী আ.লীগ নেত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তার ওপর কুনজর পড়ে খালুর। আর স্বামীর কুকীর্তিতে সহযোগিতা করেন ওই ছাত্রীর খালা। তিনি সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেত্রী। এমন ঘটনা ঘটেছে সিলেটের জৈন্তাপুরে।

গ্রেপ্তার সুমি বেগম (৩০) জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের সন্ত্রাসী মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তার স্বামী কয়েছ আহমদ (৩৫) জৈন্তাপুর উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের কমলাবাড়ী মোকামটিলা এলাকার রেনু মিয়ার ছেলে। সুমি বেগম অভিযোগকারী তরুণীর খালা। খবর: আমাদের সময়

পুলিশ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ওই তরুণী বর্তমানে জৈন্তাপুরে নিজ বাড়িতে আছেন। অনেক সময় তরুণীকে তার বাড়িতে ডেকে নেন খালা সুমি বেগম। গত ২ মে ইফতারের দাওয়াত

দিয়ে আবারও ওই ছাত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান তিনি। ইফতার শেষে রাত ৮টার দিকে তিনি তাকে চায়ের সঙ্গে নেশা জাতীয় কিছু মিশিয়ে খেতে দেন। এতে অচেতন হয়ে পড়েন ওই তরুণী। এরপর সুমি বেগমের সহায়তায় তার স্বামী কয়েছ আহমদ ভিকটিমকে ধর্ষণ করেন এবং মোবাইলে ভিডিও ধারণ করেন।

জ্ঞান ফিরে আসলে চিৎকার করে ওঠে ওই তরুণী। এ সময় কয়েছ আহমদ তার মুখ চেপে ধরে। পরে ওই তরুণীর বাবা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান এবং আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করান।

করোনাকালীন দুর্যোগে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে ফিলিস্তিনের গ্রাম অবরোধ করলো ইহুদিবাদী ইসরাইল

করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক দুর্যোগ চলাকালীন দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে ফিলিস্তিনের এক গ্রামের প্রবেশমুখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল ইহুদীবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

ইহুদীবাদী ইসরাইলী সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবন্ধক দিয়ে রাস্তা অবরোধের ফলে দখলকৃত জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমের একটি গ্রামে কয়েক সপ্তাহ ধরে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের চলাচল ও খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে।

শনিবার (৯ই মে) বাইতে আকসা গ্রামের স্থানীয় কাউন্সিলের প্রধান 'সাদেহ খতিব' ডব্লিউএএফএকে বলেছেন যে, পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার পর থেকে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী তার গ্রামের প্রবেশপথে একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলো যাতে বাইরের কেউ গ্রামে প্রবেশ করতে এবং গ্রামের ভিতরের লোকজন বাইরে যেতে না পারে। এই প্রতিবন্ধকতার ফলে চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। এই অনৈতিক রাস্তা প্রতিবন্ধকের ফলে চলাচলে বিড়ম্বনার পাশাপাশি সেই গ্রামের বাসিন্দাদের জনজীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ।

তিনি আরো বলেন, গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ যাতে না হয় সে লক্ষ্যে নেওয়া ইহুদীবাদী হানাদার বাহিনীর পদক্ষেপগুলো সাম্প্রতিককালে তীব্র থেকে তীব্রতর করা হচ্ছে। তারা এই করোনা মহামারির সময়েও নামমাত্র সামান্য পরিমাণ খাদ্য উক্ত গ্রামে সরবরাহ করার অনুমতি দেয়।

'বাইতে আকসা' অবৈধ ইসরাইলী জনবসতি দ্বারা বেষ্টিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটি গ্রাম। এর বেশিরভাগ ফসলি জমি অবৈধ ভাবে দখল করে নিয়ে তাতে উগ্র ইহুদীবাদীদেরকে বসতি গড়ে দিয়ে আশ্রয় করে দিয়েছে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্রের ইসরাইলী সরকার। এবং ইহুদীবাদী ইসরাইল কর্তৃক ২০০৪ সালে নির্মিত সীমানা প্রাচীর এই গ্রামকে জেরুসালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এতো অন্যায় অত্যাচারের পরেও যেনো তারা পরিতৃপ্ত হয়নি যে, এখন আবার গ্রামটির প্রবেশ মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দুর্ভোগকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

গ্রামের বাইরে যাওয়া জন্য সেটিই ছিল একমাত্র রাস্তা কিন্তু এখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন করা হয়েছে রাস্তাটিকে। বর্তমানে উগ্র ইহুদীবাদী হানাদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এই রাস্তাটি দিয়েই সেখানকার অসহায় ফিলিস্তিনিদেরকে উক্ত গ্রামে প্রবেশ করতে এবং বাইরে যেতে হচ্ছে।

সাদেহ খতিব আরো উল্লেখ করেন যে, ইহুদীবাদী ইসরাইল গ্রামবাসীদেরকে একটি ছোট্ট অঞ্চলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং তাদের অবাধ বিচরণ রোধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে সংযুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করতে ইহুদিবাদী ইসরাইল যাচ্ছেন পম্পেও

বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও আগামী ১৩ মে ইহুদিদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল সফরে যাচ্ছেন। ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে সন্ত্রাসী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার যে প্রস্তাব তুলেছে এ সফরে মাইক পম্পেও তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারী উপেক্ষা করে আমেরিকা যখন লকডাউন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রথম দিনেই ইসরাইল সফরে যাবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই দিন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বেনি গান্তজের ঐক্য সরকারের শপথ নেওয়ার কথা। এ মুহূর্তে ইসরাইলে বিদেশি নাগরিকদের সফর নিষিদ্ধ; যদি কেউ বাইরে থেকে ইসরাইলে পৌঁছায় তাহলে তাকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। তবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে না। তিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টা ইসরাইলে অবস্থান করবেন।

ইহুদিবাদী ইসরাইল সফরের সময় মাইক পম্পেও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং ক্ষমতার অংশীদার বেনি গান্তজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে সন্ত্রাসী ইসরাইলের সংসদ নেসেটে ঘৃণিত প্রস্তাব তোলা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন এ প্রস্তাবকে সমর্থন করছে এবং সম্ভবত ওয়াশিংটনের সমর্থন জানানোর জন্যই পম্পেও ইসরাইল সফরে যাচ্ছেন।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

১০ই মে, ২০২০

বাংলাদেশের ‘কারা দ্বীপে’ পাঠানো হলো আরো রোহিঙ্গাদের

শুক্রবার ২৮০ জন রোহিঙ্গাকে ভাসানচর নামক বঙ্গোপসাগরের একটি জনমানবহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। তারা বেশ কয়েক সপ্তাহ সাগরে ভাসছিলো। পরে সমুদ্রে ভাসমান নৌকা থেকে নৌবাহিনী তাদেরকে আটক করে।

জানা গেছে, নৌবাহিনী ২৮০ জন রোহিঙ্গাকে বহনকারী নৌকাটি আটক করে। নারী, শিশুসহ তাদের সবাইকেই ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখন তাদেরকে ১৪ দিন হোম কোয়ারান্টিনে রাখার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত সরকার নিবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে গত দুই এপ্রিল ২৯ জন রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর তীরবর্তী নুনিয়াছড়া প্যারাবন থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সাগর পথে ট্রলারে করে মালয়েশিয়া নেওয়ার কথা বলে কক্সবাজার নুনিয়াছড়া এলাকায় নামিয়ে দেয় দালাল চক্র। উদ্ধারের পর তাদেরকেও নৌবাহিনীর কোস্টগার্ডের সহায়তায় ভাসানচরে পাঠানো হয়।

সেই সময় ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেছিলেন, সরকারের নির্দেশনা হলো ক্যাম্পের বাইরে যাদেরই ডিটেক্ট করা হবে তাদেরই ভাসানচরে পাঠানো হবে। সেখানে তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায়ই থাকবে। সংখ্যা বাড়লে তখন আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কথা বলবো।

তবে শুরু থেকেই রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে পাঠানোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিরোধিতা করে আসছিলো। এক পর্যায়ে রোহিঙ্গাদের সেখানে পাঠানোর পরিকল্পনা বাদ দেয় সরকার। তবে সাগর থেকে উদ্ধারকৃতদের এখন সেখানে পাঠানো শুরু করেছে সরকার।

সূত্র: দি গার্ডিয়ান ও নিউজ এজেন্সি

করোনা ভাইরাসের মধ্যেও কাশ্মীরে ফোন ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ, বিপর্যস্ত চিকিৎসাব্যবস্থা

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে কাশ্মীর আবারও ফোন লাইন ও মোবাইল ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ৬ মে ভারতীয় মালাউন বাহিনী যখন স্বাধীনতাকামী হিজবুল মুজাহিদিন কমাণ্ডার রিয়াজ নাইকুকে ধরার জন্য অভিযানে নামে, তখন পুরো কাশ্মীরে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়। দিনের শেষ দিকে, বিএনএনএল ছাড়া সকল প্রি-পেইড ও পোস্ট-পেইড সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।

উপত্যকা যখন ৫ আগস্টের যোগাযোগ লকডাউন থেকে মাত্র বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল, তখন আবার এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। গত ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এবং এ অঞ্চলকে দুটো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে। ওই পদক্ষেপের নয় মাস পরে এসেও প্রশাসন এখনও ৪জি মোবাইল সংযোগ পুনর্বহাল করেনি। ৭ মে'র হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরে মোট ৭৯৩ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং নয়জন মারা গেছে। কিছু দিন আগে, পুরো উপত্যকা এবং জম্মুর তিনটি জেলাকে 'রেড জোন' ঘোষণা করা হয়।

বর্তমানে উপত্যকার হাতেগোনা কিছু অধিবাসী – যাদের ল্যান্ডফোন, পোস্টপেইড বিএসএনএল সংযোগ ও ব্রডব্যান্ড সংযোগ রয়েছে, তারাই কেবল ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন। তাদের অনেকেই – বিশেষ করে যাদের শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে – তারা সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ এবং হতাশা জানিয়েছেন।

মেডিকেল জরুরি পরিস্থিতি

এক ডাক্তার টুইট করে বলেছেন যে, যারা জরুরি সার্জারির জন্য আসছেন, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। ফোনলাইন না থাকার কারণে তারা অপারেশান থিয়েটারের স্টাফদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি জোর দাবি জানান, যাতে এ রকম একটা সঙ্কটে জরুরি সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিকল্প যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

পেশায় সাংবাদিক আরেক ব্যক্তি তার বাবাকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। তার বাবার হৃদযন্ত্রের ভালভে সমস্যা রয়েছে এবং সেটাতে সমস্যা হলে রক্ত দুই দিকে প্রবাহিত হয়। ওই সাংবাদিক জানান, তার বাবা অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন এবং তিনি বেশ কয়েকজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে ফোন করেছেন কিন্তু কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি, কারণ তাদের কারোরই বিএসএনএল সংযোগ নেই।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন

উপত্যকার বাইরে যারা বাস করছেন, তারা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন মহামারীর কারণে মানুষ এমনিতেই ‘উধাও হয়ে যাচ্ছে’। এখন পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে না পেরে মনে হচ্ছে তারা একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

কিছু মানুষ উল্লেখ করেছেন যে, যাদের মানসিক সমস্যা রয়েছে, লকডাউন এরই মধ্যে তাদের অবস্থার অবনতি করেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কারণে এখন সেই পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে।

সূত্র: স্ক্রল.ইন

খোরাসান | দরিদ্ররা পাচ্ছেননা ত্রাণ কার্ড, প্রতিবাদ করায় ৬ জনকে হত্যা করেছে কাবুলের তাগুত প্রশাসন

করোনা ভাইরাস বিস্তারের পর হতে খাবার সংকটে ভুগছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন, যার প্রভাব থেকে বাদ পড়েছেনা যুদ্ধকবলিত আফগানও।

এমন পরিস্থিতিতে দায় এড়াতে গরিবের থেকে তুলা টেক্সের টাকা হতেই ত্রান বিতরণের ঘোষণাও দিয়েছিল মুরতাদ কাবুল সরকার। কিন্তু এখানেও তাদের জালিয়াতির শেষ নেই। গরিবদের মাঝে ত্রান বিতরণের কথা থাকলেও গরিবরা পাচ্ছেননা ত্রাণকার্ড। আর একারণে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন আফগান জনসাধারণ।

"আল ইমারাহ পোস্ত" তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ এর বরাত দিয়ে এবিষয়ে একটি সংবাদ প্রচার করেছে। সংবাদটিতে বলা হয় যে, ৯ মে সকালে ঘোর প্রদেশের রাজধানী ফিরোজকোয়, দরিদ্র নাগরিকদের খাবার/ত্রাণ কার্ড না দেওয়ার কারণে কাবুলের পুতুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন দেশটির জনসাধারণ।

কিন্তু মুরতাদ কাবুল প্রশাসন সমাধানের পথ ছেড়ে প্রতিবাদকারী আফগান জনসাধারণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় মুরতাদ বাহিনীকে। এসময় জনসাধারণের উপর গুলি চালায় মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে একজন সাংবাদিকসহ ৬ জন নিরাপরাধ লোক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ১২ জন।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ৫৩ কাবুল সেনা সদস্য

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দখলদার মার্কিন ক্রুসেডারদের গোলাম কাবুল প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে সেচ্ছায় তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করছে শত শত সেনা ও পুলিশ সদস্য।

এরি ধারাবাকিতায় ৯ মে ২০২০ ঈসায়ী আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৬টি এলাকা হতে কাবুল প্রশাসনের ৩৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এমনিভাবে বাগলানের প্রাদেশিক রাজধানী হতে কাবুল প্রশাসনের ১৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

"আল-ইমারাহ্ পোস্ত" ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ এর বরাত দিয়ে এসকল সৈন্যদের আত্মসমর্পনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

০৯ই মে, ২০২০

ছয় সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ৩ কোটির বেশি মানুষ

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়তই বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। করোনা মহামারিতে লকডাউনে থাকা দেশটিতে ভয়াবহভাবে বাড়ছে বেকার সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত দেশটিতে বেকার হয়েছেন ৩ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ। আর এই সংখ্যায় পৌঁছাতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় সপ্তাহ।

দেশটির শ্রম অধিদপ্তর জানিয়েছে, মার্চ থেকেই প্রতি সপ্তাহে বেকার হচ্ছেন প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ। বর্তমানে দেশটির কর্মক্ষম গোষ্ঠীর ২০ শতাংশ মানুষই বেকার হয়ে পড়েছেন। খবর: আমাদের সময়

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পর দেশটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে নেতিবাচক হয়েছে। ২০০৮ সালের চেয়েও বড় মন্দার মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব হার পৌঁছেছে ১৫ শতাংশে। অথচ দুই মাস আগেই এ হার ছিল মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ। যা ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিলো।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে বেকার ছিলেন ৭০ লাখ মানুষ। করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পরই অর্থাৎ গত ছয় সপ্তাহে বেকার হয়েছেন ৩ কোটিরও বেশি। সব মিলিয়ে এখন বেকার সুবিধা পাওয়ার আবেদন দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লাখে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেকার হওয়া এই অংশটি দেশের মোট শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ। প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে এ সংখ্যা। দেশের কিছু অংশে লকডাউন শিথিল করার পরও এত বেকার ভাতার আবেদনের মানে হচ্ছে, তারা চাকরি হারিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল ইকনোমিকমের প্রধান অর্থনীতিবিদ পল অ্যাসওয়ার্থ বলেন, দেশটির কিছু অংশ চালু হতে শুরু করলেও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ছেই। এর মানে খুব কম সংখ্যক মানুষই কাজে ফিরছেন। এতে হতাশাও বাড়বে।

ভ্রমণ বন্ধ থাকায় উবার, লিফট ও এয়ারবিএনবির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই কর্মী ছাটাই করছে। মেডিকেল, রেস্তোরাঁ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এর প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এপ্রিলের তুলনায় বেকারত্ব ১৫ শতাংশ বা এর চেয়ে বেশি বাড়তে পারে। দুই মাস আগে বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ; যা গত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

২০০৮ সালে বৈশ্বিক মন্দার সময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও সংকট তৈরি হয়েছিলো। এখন করোনা আঘাত হানার পর তার চেয়েও বাজে অবস্থা বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে।

এদিকে, দ্য ন্যাশনাল মাল্টিফ্যামিলি হাউজিং কাউন্সিল জানিয়েছে, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া পরিসেবা বিল পরিশোধে বিলম্ব করছে। এক-তৃতীয়াংশ মানুষও গত মাসে পুরো বিল পরিশোধ করেনি।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১৩ লাখ ২১ হাজার ৭৮৫ জন মানুষ। আর প্রাণ হারিয়েছে ৭৮ হাজার ৬১৫ জন।

এক লীগ নেতার বাড়িতে আরেক সন্ত্রাসী লীগ নেতার হামলা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক গোলাম ছারওয়ারের বাড়িতে আরেক নেতার হামলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইদা হাজী মিয়াজী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত নেতার নাম আনোয়ার হোসেন সাজেদ। তিনি বসুরহাট পৌরসভা সন্ত্রাসী যুবলীগের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি।

ভুক্তভোগীর পরিবারের অভিযোগ, আনোয়ার হোসেন সাজেদের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাড়িয়ে হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা বাড়ির সীমানার টিনের বেড়া ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এ সময় অস্ত্রের মুখে গৃহবধূর গলা থেকে স্বর্ণালংকারের চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। খবর:আমাদের সময়

তবে হামলার নেতৃত্বে থাকার অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে সাজেদ জানান, তিনি কোনোভাবেই ওই সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সহযোগী করোনায় আক্রান্ত

এবার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের প্রেস সেক্রেটারি কেটি মিলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক পরিচালকের দেহে করোনার

উপস্থিতি পাওয়া যায়। এই নিয়ে গত দুদিনে হোয়াইট হাউজে দুজন কর্মকর্তার করোনা পজেটিভ শনাক্ত হলো।

গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউস কেটি মিলারের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলারের স্ত্রী। কেটি মিলার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে কর্মরত। খবর: আমাদের সময়

খবরে বলা হয়েছে, কেটির দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার খবর পাওয়ার পরপরই হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা আইওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার অপেক্ষায় থাকা পেন্সের বিমান এয়ার ফোর্স টু থেকে তার ছয় সহযোগীকে নামিয়ে আনেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ওই ছয় সহযোগী সাম্প্রতিক সময়ে কেটির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

তবে সহযোগী আক্রান্ত হলেও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি বলে নিশ্চিত করেছেন ওই কর্মকর্তা।

এদিকে, দুই দিনের ব্যবধানে দুই কর্মীর কোভিড-১৯ শনাক্ত হওয়ায় হোয়াইট হাউসে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সতর্কতার অংশ হিসেবে প্রতিদিনই ট্রাম্প ও পেন্সের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস বলছে, 'প্রেসিডেন্টের সুরক্ষায় সতর্কতার সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

শুক্রবার হোয়াইট হাউসে রিপাবলিকান দলের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে কেটি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে তার করোনাভাইরাস শনাক্তে পরীক্ষা হয়েছিলো; তখন ভালোই ছিলেন। হঠাৎ করে আজ ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।'

হোয়াইট হাউসে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'যা আপনি করতে পারেন, সতর্ক থাকতে পারেন। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন।'

ডিসেম্বরের শেষদিকে চীনের উহান থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস শনিবার সকাল পর্যন্ত কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই ৭৭ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। দেশটিতে এই

ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যাও এখন ১৩ লাখ ছুঁইছুঁই। মৃত্যুর মিছিল বন্ধ না হলেও অর্থনীতি সচলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এরই মধ্যে নানান বিধিনিষেধ শিথিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আফগান তাগুত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আফগানিস্তানের তাগুত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফিরোজউদ্দিন ফিরোজ। গতকাল শুক্রবার (৮ মে) আফগান স্বাস্থ্যমন্ত্রালয়ের সূত্রে ফিরোজের কোভিড-১৯ সংক্রমণের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১৫ জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে তাগুত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, নাকি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন, সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানানো হয়নি। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

আফগানিস্তানে এখনও পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৭৬ জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১০৯ জনের।

গত এপ্রিলেই আফগান তাগুত প্রশাসনের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির প্যালেসের ২০ কর্মীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। তারা এখন সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সূত্রের খবর, গত ১৯ এপ্রিল আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের ২০ কর্মীর করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। তারপরেই প্রেসিডেন্টের প্যালেসের সকল কর্মী ও কর্মকর্তাদের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রালয়।

আফগানিস্তানের চিকিৎসকদের দাবি, টেষ্ট কিট পর্যাপ্ত না থাকার কারণে করোনার মোকাবিলা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ দ্রুত পরীক্ষা করে আক্রান্তদের চিহ্নিত করা সম্ভব হত। চিকিৎসাও শুরু হত দ্রুত। তা না হওয়ায় দেশজুড়ে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

'পাকিস্তান দখলকৃত আজাদ কাশ্মীরে গোপন অভিযান চালাতে পারে ভারত'

আজাদ কাশ্মীরের (এজেকে) প্রেসিডেন্ট সরদার মাসুদ খান বলেছেন, অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারতের সঙ্গে একীভূত করা, আজাদ কাশ্মীর ও গিলিগিট-বাল্টিস্তান দাবি এবং লাখ লাখ হিন্দুকে কাশ্মীরে বসতি স্থাপনের অনুমতি দানের মতো কাজগুলো গত বছর ৫ আগস্ট এই ভূখণ্ডের সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিলের চেয়েও ভয়ংকর। ভারতের এসব তৎপরতা কাশ্মীরের জনগণকে এক নির্মম ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার আইওয়ান-ই-সরদার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বের একদল কাশ্মীরি ডাক্তারের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেছেন। মাসুদ খান বলেন, বিজেপি-আরএসএস শাসক চক্র ভবিষ্যতে যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে সে ব্যাপারে প্রস্তুত থাকুন। তাদের হীন চক্রান্তের মধ্যে গোপন অভিযান, আজাদ কাশ্মীরে হামলা, প্রক্সিযুদ্ধ - এসব রয়েছে। তারা আরব বিশ্ব ও পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরানোরও চেষ্টা করতে পারে।

তিনি বলেন, কাশ্মীরি জনগণের উপর বর্বরতা চালানোর জন্য ভারত দখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরে একটি নতুন রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি তৈরির চেষ্টা করছে। কাশ্মীরের জনগণ অতীতের পুতুল রাজনীতিকদের মতো তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করবে। কাশ্মীরে ভারতের অবৈধ দখলদারিত্ব পোক্ত করতে কাশ্মীরিদের দ্বারা কাশ্মীরিদেরকে হত্যা করানোর জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করা হয়েছে।

মাসুদ খান বলেন, আমরা প্রতিটি পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাশ্মীরের ভেতরে এবং বিশ্বের প্রত্যেক রাজধানীর বিভিন্ন ফোরাম থেকে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। ভারত যে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছে তা শুধু কাশ্মির ও ভারতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, দুবাই, কুয়েত, কাতার ও রিয়াদেও এর বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে।

কাশ্মীরবাসির মুক্তির কোন যাদুকরি পথ নেই উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট খান বলেন, এটা হলো রাজনৈতিক শক্তি, কৌশলগত সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রভাবের খেলা। কূটনীতি কাজ করলেও এক পর্যায়ে গিয়ে শক্তির গতিশীলতার কাছে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। কাশ্মীরের চলমান বাস্তবতা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে তিনি যোগাযোগের বাধাগুলো অপসারণের আহ্বান জানান।

আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট বলেন, বিজেপি-আরএসএস শাসকচক্র প্রথমে কাশ্মীরি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ধীরেধীরে তারা এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে গোটা ভারতের মুসলিমদেরকে। এখন মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে আরব বিশ্বে ভারতের এহেন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। দুবাই, কাতার, কুয়েত ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র থেকে ভারতীয় মুসলিম ও কাশ্মীরি জনগণের পক্ষে কণ্ঠ সরব হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট খান আরো বলেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা প্রক্রিয়া কখনো সমাধান দিতে পারেনি। তিনি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় কাশ্মীরি জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা, এমনকি প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতারও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সব স্টেকহোল্ডার যদি শান্তির টেবিলে বসে তবে সংঘাতের একটি সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে।

সূত্র:উর্দু পয়েন্ট

০৮ই মে, ২০২০

উত্তরপ্রদেশে মালাউন পুলিশের বাড়াবাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে অস্থায়ী কারাগারে তাবলিগ জামাত নেতার মৃত্যু

ভারতের বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলা তাবলিগ জামাতের আমীর নাসিম আহমেদ (৬৫) অস্থায়ী কারাগারে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

বুধবার ‘নবভারত টাইমস’ জানিয়েছে, জেলা প্রশাসন ওই তাবলিগ নেতাকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে। কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ায় সম্প্রতি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত অস্থায়ী কারাগারে রাখা হয়েছিল। তিনি এখানে অসুস্থ হলে বারাণসীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তাকে আবারও জৌনপুরের অস্থায়ী কারাগারে পাঠানো হয়। গত (মঙ্গলবার) রাতে ফের আচমকা তার অবস্থার অবনতি হয়। এসময় তাকে জৌনপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

জৌনপুরে অস্থায়ী কারাগারে রাখা জেলা তাবলিগ জামায়াতের প্রধান নাসিম আহমেদের বিরুদ্ধে দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে ফেরা বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অভিযোগে মামলা করা হয়েছিলো।

জৌনপুর শহরের ফিরোজপুরের বাসিন্দা নাসিম আহমদকে গত ২ এপ্রিল পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিলো। করোনার সংক্রমণের আশঙ্কায় পুলিশ তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠায়। সেখানে তাদের শরীরে করোনা ধরা পড়েনি। যদিও পরে তাদেরকে অস্থায়ী কারাগারে পাঠানো

হয়। মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে তার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে এবং পরে তাকে জৌনপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই তাবলিগ নেতার বিরুদ্ধে ১৪ জন বাংলাদেশীসহ ১৬ তাবলিগ জামাত সদস্যকে একটি বড় মসজিদ থেকে সরিয়ে নিয়ে লাল দওয়াজা এলাকায় একটি বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ছিলো।

এদিকে, অস্থায়ী কারাগারে তাবলিগ জামায়াতের জেলা প্রধানের মৃত্যুর পরে সেখানে থাকা অন্য তাবলিগ সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

মরহুম নাসিম আহমেদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ব্যবস্থাপনার অবহেলার কারণে নাসিম আহমেদ মারা গেছেন। মরহুম নাসিমের ঘনিষ্ঠ মুহাম্মাদ শোয়েব জানান, নাসিমের আগেও সমস্যা ছিল। নয়াদিল্লীর স্যার গঙ্গারাম এবং লক্ষনৌয়ের পিজিআই হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হচ্ছিলো। পুলিশ কর্মকর্তাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়নি। যার কারণে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তিনি মারা যান।

সূত্র: পার্স্টুডে

ভারতে রাসায়নিক কারখানায় বিষাক্ত স্টাইরিন গ্যাস লিক করে শত শত লোক অসুস্থ, আট জনের মৃত্যু

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিষাক্ত স্টাইরিন গ্যাস লিক করে দু'শতাধিক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নিহত হয়েছেন অন্তত আটজন।

এদিন (বৃহস্পতিবার) ভোররাতে গ্যাস লিকের এই ঘটনাটি ঘটেছে বিশাখাপত্তনম শহরে ‘এলজি পলিমারস’ নামে একটি সংস্থার রাসায়নিক কারখানায়। চিকিৎসকরা বলছেন, ওই এলাকার ‘শত শত লোক’ নানা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন – যাদের কারও চোখে অসম্ভব জ্বালা করছে, কেউ কেউ প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার অসংখ্য লোক আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে আসা মানুষজন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, অচেতন হয়ে কেউ কেউ রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়ছেন – এমন নানা ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।

কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা? প্রশাসন ধারণা করছে, এলজি পলিমারসের ওই কারখানায় ঠিকমতো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই রাসায়নিক কারখানাটি গত ২৪ মার্চ ভারতে লকডাউন শুরু হওয়ার সময় থেকেই বন্ধ ছিলো – আর আজ দেড় মাস পর অবশেষে সেটি খুলবে বলে স্থির ছিলো।

অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী গৌতম রেড্ডি বলেছেন, "কারখানাটি নতুন করে চালু করার আগে সব পদ্ধতি ও নির্দেশিকা ঠিকমতো পালন করা হয়নি বলেই আমরা সন্দেহ করছি।" এদিন ভোররাতে সাড়ে তিনটে নাগাদ যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, তখন কয়েকজন কর্মচারী ওই কারখানার ভেতরেই ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়া কারখানাটিকে ঘিরে ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ এখন পুরো জায়গাটি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে আনছেন।

জেলা প্রশাসনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গ্যাস লিক নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে নানা চেষ্টা চালানো হলেও তা সফল হয়নি। অবশ্য অনেক পরে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলেই স্থানীয় সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট করছে।

লিক হওয়া গ্যাসটি ছিল 'স্টাইরিন' এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কর্মকর্তা রাজেন্দ্র রেড্ডি জানিয়েছেন, লিক হওয়া গ্যাসটি 'স্টাইরিন' – যা সাধারণত শীতল বা হিমায়িত আকারে থাকে। রাজেন্দ্র রেড্ডি আরও জানান, "লিকের কারণে যাদের শরীরে এই গ্যাস প্রবেশ করেছে, তাদের ওপর দীর্ঘমেয়াদে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে আমরা এখন সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি।" আপাতত, বিশাখাপত্তনমে প্রশাসন মানুষজনকে ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছে। ভারতে রাসায়নিক কারখানা থেকে গ্যাস লিক করার ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইডের সার কারখানা থেকে যে 'মিক' গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। সেই 'ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি'কে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্প দুর্ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। ভোপালে সেই গ্যাস লিকের এত বছর বাদেও ওই এলাকায় আজও শিশুরা পঙ্গুত্ব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে বলে ভিক্টিমরা জানিয়েছেন। সূত্র: বিবিসি।

বিশ্বের দীর্ঘতম লকডাউনের মধ্যে কাশ্মিরের জীবনযাত্রা যেমন

২০১৯ সালের আগস্টে ভারত মালাউন মোদি সরকার কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে সেখানে যখন দিল্লীর সরাসরি শাসন জারি করে, তখন সেখানে লকডাউন জারি করেছিল সরকার। ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলে অধিবাসীদেরকে যখন ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তখন কাশ্মিরের রাস্তায় টহল দিচ্ছিল মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী। দিল্লীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার তখন এ অঞ্চলের ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো।

জানুয়ারির শেষ দিকে প্রায় ছয় মাস বিশ্ব থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর কাশ্মির উপত্যকার মানুষ ২জি ইন্টারনেট ব্যবহারের এবং সরকার অনুমোদিত কিছু সাইট দেখার সুযোগ পায়। কিন্তু মার্চের শেষের দিকে কাশ্মিরে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি ধরা পড়ার পর এ অঞ্চলে নতুন করে লকডাউন জারি করা হয় এবং চলাফেরা এবং সামাজিক মেলামেশার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। মসজিদগুলো সাধারণত দিনে পাঁচবার নামাজের সময় ভর্তি থাকতো। সেই মসজিদ ও বাজারগুলো খালি হয়ে যায়। ৪ মে পর্যন্ত ১২.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার এ অঞ্চলে ৭০১ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগি চিহ্নিত হয়েছে এবং আটজন মারা গেছে। সারা বিশ্বেই যেখানে লকডাউনের সময় অনলাইনে চলে গেছে জীবনযাত্রা, সেখানে কাশ্মিরে সেটা অসম্ভব কারণ ৪জি নেটওয়ার্ক এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে এখানে জীবন চালিয়ে যাওয়াটা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে স্বাধীনতাকামীরা যাতে হামলার পরিকল্পনা করতে না পারে, সে জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় ভারত সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের এই অপকৌশল প্রয়োগের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। কোন রাজ্যকেই জম্মু ও কাশ্মিরের মতো এত বেশি লকডাউন সহ্য করতে হয়নি। শুধু ২০১৯ সালেই ৫৫ বার ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় এ অঞ্চলে। এর মধ্যে আগস্টে দিল্লী যখন লকডাউন জারি করে সেখানে, তখন রেকর্ড ২১৩ দিন পর্যন্ত একটানা সংযোগ বন্ধ রাখা হয়।

বহু মাসের লকডাউনের অবসাদ এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি অনাস্থা সত্ত্বেও কাশ্মীরীরা মূলত এই আশায় লকডাউনকে মেনে নিয়েছে যে, এতে করে হয়তো ভাইরাসের সংক্রমণ বন্ধ হবে। ৩৪ বছর বয়সী ব্যবসায়ী তাসাদুক বললেন, “আগস্টের লকডাউনের ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। কর্তৃপক্ষ সে সময় আমাদের বিরুদ্ধে বর্বর আচরণ করেছে”।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ইন্টারনেটের উপর বিধিনিষেধের কারণে স্বাস্থ্যসেবার উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কারণ ২জি ধীর ইন্টারনেট ব্যবহার করে তারা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নির্দেশনা ডাউনলোড করতে পারছেন না। জেলা হাসপাতালের এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে সমস্ত গবেষণায় সাম্প্রতিক, এবং সেগুলো সম্পর্কে

তথ্যের একমাত্র উৎস হলো ইন্টারনেট। প্রতিদিনই এই ভাইরাসের ব্যাপারে নতুন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, যেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, কিন্তু ২জি ইন্টারনেটের কারণে আমরা সেটা করতে পারছি না।

ডাক্তাররা বলেন, সামান্য ১০ পাতার পিডিএফ ডাউনলোড হতেও কয়েক ঘন্টা লেগে যায়। "নতুন গবেষণার তথ্য পাওয়াটা আমাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে"। ডাক্তাররা বলেছেন, তারা এখন হোয়াটসঅ্যাপে তাদের সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন। যেহেতু অনেক ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি রয়েছে ইন্টারনেটে, সে কারণে এটা যাচাই করাও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে যে কোন তথ্য সঠিক আর কোনটা ভুল।

আবার কর্তৃপক্ষ এর মধ্যেও ভিন্নমত দমন অব্যাহত রেখেছে। যে সব ডাক্তার প্রকাশ্যে সুরক্ষা সরঞ্জামের দাবি জানিয়েছিলেন, তাদেরকে জম্মুর প্রত্যন্ত হাসপাতালে বদলি করে দেয়া হয়েছে। টাইম ম্যাগাজিনকে ডাক্তাররা জানিয়েছেন, যে সব ডাক্তার তাদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ্যে জানাবে, তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে"। এক ডাক্তার জানিয়েছেন, "আমাদের স্বাস্থ্য অবকাঠামো খুবই দুর্বল"। পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম না থাকার কারণে এক ডাক্তার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

কারো কারো মতে এই দমনমূলক পদক্ষেপগুলো থেকে বোঝা যায় মহামারীর মধ্যেও কাশ্মিরের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি বদলায়নি। ইন্টারনেট স্বাধীনতার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে সফটওয়্যার ফ্রিডম ল সেন্টার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এর লিগ্যাল ডিরেক্টর মিশি চৌধুরী বললেন, "যে প্রশাসন ইতিহাসের দীর্ঘতম ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা জারি করতে প্রস্তুত, তারা শুধুমাত্র নিজেদের সেন্সরশিপ আর নজরদারির অধিকারেই বিশ্বাস করে"।

বিশ্বের দীর্ঘতম লকডাউন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা ভাইরাসের বিষয়ে ততটা নয়, যতটা গণতন্ত্রের বিষয়ে। চৌধুরী বললেন, "এমনকি একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে যেখানে বাকি বিশ্বের কাছে ইন্টারনেট জরুরি সেবা হয়ে উঠেছে, সেখানে এ অঞ্চলের আট মিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতার কারণে শিক্ষা, জীবিকা, বিনোদন, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে"। "এমনকি এসমস্ত ধোঁকাবাজির গণতান্ত্রিক দেশও সুইচ বন্ধ করে দিতে পারে এবং মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিতে পারে"। সূত্র: টাইম

০৭ই মে, ২০২০

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৭০ হাজার ছাড়ালো

মহামারি করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি মানুষের। এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১২ লাখেরও বেশি মানুষ।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টা) পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩৩৩ জনের, যা আগের দিনের তুলনায় দ্বিগুণ। সোমবার দেশটিতে মৃত্যু হয়েছিল ১ হাজার ১৫ জনের, যা ছিল এক মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম।

করোনায় মৃত ও আক্রান্তের তালিকায় আগে থেকেই শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। দুই হাজার ছাড়ানো নতুন মৃত্যু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ২২ জন! যা বিশ্বের মোট মৃত্যুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

খবর: আমাদের সময়

এ ছাড়া ১১ লাখ ৮০ হাজার থেকে একদিনে আক্রান্ত এখন ১২ লাখ ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজারের কিছু বেশি।

মৃত্যুতে ইতালিকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাজ্য। দেশটির সরকারি তথ্যে, মৃত্যুর সংখ্যা এখন ৩২ হাজার ৩১৩ জন।

পাওনার দাবিতে আখচাষি ও শ্রমিদের বিক্ষোভ-মানববন্ধন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতায় দেশের ১৫টি চিনিকলের সাথে মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকলের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তিন মাসের বেতন-ভাতা না পাওয়ার কারণে আর্থিক সংকটে ভুগছে। আর সেই সাথে চলছে মানবেতর জীবনযাপন। অন্যদিকে মিলসগেট এলাকার আখচাষিদের আখের মূল্য বাবদ তাদের পাওনা রয়েছে চার কোটি টাকা।

আখচাষি ও শ্রমিকদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পাওনার দাবিতে আজ বুধবার সকাল ৯টায় মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকলের প্রধান ফটকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

ফরিদপুর চিনিকলে আখচাষিদের আখের মূল্য বাবদ প্রায় চার কোটি এবং স্থায়ী ও মৌসুমি এবং দৈনিক ভিত্তিতে (ম্যান-ডে) মজুরি কমিশনের কর্মরতদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রায় ৯ কোটি, অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রায় ১৮ কোটিসহ মোট ৩১ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

এদিকে আখের মূল্য সময়মতো না পেয়ে আখচাষিরা আখের আবাদ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এমনিতে আখ দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ফসল। জমিতে দীর্ঘদিন রাখতে হয়। এর পর আখ মিলে সরবরাহ করে সময়মতো আখের মূল্য না পেয়ে আখচাষিদের আর ধৈর্যের সীমা থাকছে না। আর এ কারণে আখ চাষ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

ফরিদপুর চিনিকল শ্রমজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কাজল বসু জানান, বেতন-ভাতা না পেয়ে আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিক-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন যাবৎ মানবেতর জীবনযাপন করছে। তিনি মানবিক আবেদন জানিয়ে বলেন, এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল বকেয়া বেতন-ভাতা, আখচাষিদের আখের মূল্য পরিশোধ ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি বাবদ পাওনা টাকা পরিশোধ এর বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

করোনার টিকা আবিষ্কারের নামে প্রতারণা করে ধরা ২ ইসরাইলি

করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরির নামে ফরাসি তিন প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে ইসরাইলে এসে গা ঢাকা দেয়া দুই প্রতারককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাদের ইসরাইলের রানানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তারা দুজনই ইসরাইল বংশোদ্ভূত ফরাসি নাগরিক। করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা ফ্রান্সের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ইসরাইল থেকে বিভিন্ন মেডিকেল সরঞ্জাম নিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। খবর জেরুজালেম পোস্টের।

একপর্যায়ে তারা ফ্রান্সের তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে করোনার প্রতিষেধক তৈরির জন্য অগ্রিম হিসেবে ৬০ হাজার ইউরো হাতিয়ে নিয়ে ইসরাইল পালিয়ে আসে। গত রোববার তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এর আগে গত মার্চেও প্যারিসে দুই ইসরাইলি প্রতারক ৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো আত্মসাৎ করে পালিয়ে আসে।

রমজান ও করোনার মধ্যেই গাজায় ইসরাইলের হামলায় এক ফিলিস্তিনি নিহত

রমজান ও করোনার মাঝেই আবারও ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইল। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ওই হামলা শুরু করে দখলদার ইহুদিবাদী রাষ্ট্রটির সামরিক বাহিনী।

এতে এক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এক মাস বন্ধ রাখার পর আবারও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার তিনটি অবস্থান লক্ষ্য করে ওই হামলা চালায় ইসরাইল। খবর জেরুজালেম পোস্টের।

ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, গাজা থেকে রকেট হামলার জেরে তারা পাল্টা হামলা হিসেবে কামানের গোলা ছুড়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে মঙ্গলবার রাতে ফিলিস্তিনিরা ওই রকেট হামলা চালায় বলে দাবি ইসরাইলি সেনাবাহিনীর।

এদিকে হামাসের আল-কাসাম ব্রিগেডের দাবি, ইসরাইলি ওই হামলায় তাদের এক সদস্য নিহত হয়েছেন।

সূত্র: ইসলাম টাইমস টুয়েন্টিফোর ডটকম।

০৬ই মে, ২০২০

আরসা মুক্তিকামীদের গুলিতে মিয়ানমার সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর দুই অফিসার আহত

আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) সদস্যরা শনিবার রাখাইন রাজ্যের মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে টহলরত বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) ওপর হামলা চালিয়ে দুই পুলিশ সদস্যকে গুরুতর আহত করেছে। মিয়ানমার সামরিক বাহিনী এ তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশের সীমান্ত পোস্ট নম্বর ৪১-এর প্রায় ৪০০ মিটার দূর থেকে বিজিপির টহল দলের ওপর হামলা চালায় আরসা। এতে এক পুলিশ লেফটেন্যান্ট ও একজন কনস্টেবল আহত হয়।

বিজিপির সমর্থনে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এগিয়ে এলে আরসা সদস্যরা নিরাপদে আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়ে সক্ষম হন। সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাও মিন তুন এ কথা বলেন।

সূত্র: দি ইরাবতী

পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করে ভাসানচরে ঝুঁকিপূর্ণ কোয়ারেন্টাইনে রোহিঙ্গারা: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

পর্যাপ্ত সহায়তার ব্যবস্থা না করে ভাসানচরে ২৯ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ। ওই রোহিঙ্গারা সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করে। দুই মাস সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় থেকে ফিরে এসেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণ রুখতে তাদের ভাসানচরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন ২রা মে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ভাসানচরে পাঠানো ওই রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। তবে এইচআরডব্লিউ তাদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পেরেছে, তাদের মধ্যে অন্তত সাতজন বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরের নিবন্ধিত বাসিন্দা। মোমেন বলেন, এখন থেকে সকল নতুন আগত রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে পাঠানো হবে।

যদিও বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, চরটি বসবাসের উপযুক্ত নয় এবং সেখানে জাতিসংঘ বা ত্রাণ সংস্থাগুলোর পক্ষে সহায়তা পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড এডামস বলেছেন,কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধের মধ্যে নৌকায় করে আসা রোহিঙ্গাদের সহায়তা দেয়া বাংলাদেশের জন্য কঠিন এক সমস্যা। তবে তাদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়া বন্যাপ্রবণ দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়াটা কোনো সমাধান নয়। তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রত্যেক রোহিঙ্গাকে ত্রাণ সংস্থার সহায়তা ও ঝড় থেকে নিরাপত্তা এবং মূল ভূখণ্ডে তাদের পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। প্রসঙ্গত, দুই মাস আগে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় রোহিঙ্গাদের নৌকাবোঝাই বেশ কয়েকটি

দল। অনেকে সমুদ্রেই মারা যান। ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ উপকূল রক্ষীবাহিনী একটি নৌকা থেকে প্রায় ৪০০ রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে। এখনো সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে ৭০০ রোহিঙ্গাবোঝাই দুটি নৌকা। ২রা মে সকালে একটি নৌকা থেকে ৫০ জন রোহিঙ্গার পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বাংলাদেশ উপকূলে পাঠায় পাচারকারীরা। শরণার্থীদের পরিবার এইচআরডব্লিউকে জানায়, তাদের আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য পাচারকারীদের প্রাথমিক সফরের খরচ বাদে জন প্রতি ৩৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা করে পরিশোধ করতে হয়েছে তাদের। এদের মধ্যে অনেকেই শিবিরে মিশে যেতে পেরেছে। তবে ২৯ জনকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই আরো রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ উপকূলে এসে পৌঁছাবে। কুতুপালং শিবিরের এক শরণার্থী জানান, পাচারকারীদের অর্থ পরিশোধ করে পাচারকারীদের কাছ থেকে তার দুই কন্যাকে মুক্ত করে এনেছেন তিনি। কিন্তু তাদের দুজনকেই এখন ভাসানচরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মেয়েদের নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তারা আর কখনো ফিরে আসতে না পারার ভয়ে আছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক। তিনি জানান, তার মেয়েদের ভাসানচরে পাঠানোর আগে তাকে জানায়নি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। বলেন, আমার মেয়ে আমাকে জানিয়েছে যে, কিছু সরকারি কর্মকর্তা তাকে বলেছে যে, 'তোমার বাবা-মাকেও চরে নিয়ে আসা হবে।' অপর এক শরণার্থী জানিয়েছেন, ৫৪ দিন আগে শিবির ছেড়ে গিয়েছিল তার বোন। অবশেষে পাচারকারীরা তাকে ফিরিয়ে এনেছে। ওই ব্যক্তি তার বোনকে দেখতে পুলিশ স্টেশনে গেলে তাকে জানানো হয় যে, তার বোনকে ভাসানচরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা মহামারির সময় রোহিঙ্গা শিবির 'দূষিত' করতে চান না তারা। কিন্তু একইসঙ্গে নতুন আগতদের ভাসানচরে পাঠানোর আগে তাদের জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তার ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচআর-এর এক প্রতিনিধি জানান, তারা কক্সবাজারে আগত যেকোনো শরণার্থীকে শিবিরের কাছে নিরাপদ কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কক্সবাজারে করোনা পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা রয়েছে। এপ্রিলে উদ্ধার করা প্রায় ৪০০ রোহিঙ্গাকে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করে দিতে সহায়তা করেছে মানবিক সহায়তাদানকারী সংস্থাগুলো। পরীক্ষা শেষে তাদের ফলাফল নেগেটিভ আসলে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এইচআরডব্লিউ বলেছে, জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় না করে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে কোয়ারেন্টিন করা উচিত নয় বাংলাদেশের। তাদের যথাযথ মেডিক্যাল ও খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা উচিৎ। কোয়ারেন্টাইনের নির্ধারিত সময় শেষ হলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে আনা উচিৎ।

উল্লেখ্য, মিয়ানমারে নির্যাতন থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা ৯ লাখের বেশি রোহিঙ্গা দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন শিবিরে বাস করছে। তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে মিয়ানমার। এদিকে, বাংলাদেশ আর রোহিঙ্গা শরণার্থী নিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন জানান, দেশের নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষীবাহিনী সকল নতুন শরণার্থীবাহী নৌকা ফিরিয়ে দিতে সতর্ক রয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের বাঁচানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্যের বিরোধী। এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এডামস বলেন, রোহিঙ্গাদের পলায়নে মিয়ানমারের অপরাধ বাংলাদেশকে ওইসব শরণার্থীদের এমন কোনো দ্বীপে পাঠানোর অনুমোদন দেয় না, যে দ্বীপে তাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। প্রসঙ্গত, ভাসানচরে শরণার্থীরা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে আছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র: মানবজমিন

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জেরে মাদ্রাসা অধ্যক্ষ গ্রেফতার

মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তি চেয়ে নিজ ফেসবুক আইডিতে স্ট্যাটাস দেয়ায় সীতাকুণ্ডে এক মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করেছে আওয়ামী পুলিশ। তার নাম মাওলানা নুরুল কবির। তিনি সীতাকুণ্ড পৌরসদরস্থ যুবাইদিয়া মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার প্রধান। সোমবার রাত ২টার সময় সীতাকুণ্ড ছোবহানবাগ এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা যায়, অধ্যক্ষ নুরুল কবির গত শনিবার মাওলানা সাঈদীর মুক্তি চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। স্ট্যাটাসটি দেয়ার পর তা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়ে। তার পোস্টকৃত স্ট্যাটাসে ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীরা নানা রকম তীর্যক মন্তব্য করতে থাকে। পরে নানামুখী চাপে পড়ে তিনি স্ট্যাটাসটি রিমোভ করে দেন। এ নিয়ে স্থানীয় দু'টি পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাতে বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহবায়ক সাইফুল ইসলাম সীতাকুণ্ড মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। খবর: নয়া দিগন্ত

মডেল থানার ওসি (তদন্ত) শামিম শেখ বলেন, অভিযুক্ত মাদ্রাসা অধ্যক্ষ নুরুল কবিরকে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃদ্ধ মুদি দোকানির হাত ভেঙে দিলো চেয়ারম্যান

কেরানীগঞ্জের কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর এলাকায় নাজিম উদ্দিন (৭০) নামে এক মুদি ব্যবসায়ীকে জিআই পাইপ দিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙে দিয়েছে কালিন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাজী মোজাম্মেল। সোমবার ১২টার দিকে দোকান খোলা রাখার অভিযোগে ওই ব্যবসায়ীকে পেটান বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এ ঘটনায় উত্তেজিত এলাকাবাসী লকডাউন ভেঙ্গে রাস্তায় নেমে আসে। পরে উত্তেজিত এলাকাবাসী মোজাম্মেল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসময় চেয়ারম্যানে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। কালের কন্ঠের রিপোর্ট

এ বিষয়ে স্থানীয় রফিক অভিযোগ করে বলেন, গত ৩/৪ দিন আগে কালিন্দী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার বুলবুল হাজীকে বরিশুর বাজারে লাঞ্ছিত করেন মোজাম্মেল চেয়ারম্যান। এরও আগে একই বাজারের চায়ের দোকানদার খোকন, সবজি বিক্রেতা মনির ও দর্জি আবুলসহ অনেকেই মারধর করেছে চেয়ারম্যান মোজাম্মেল। আজ দোকান খোলা রাখার অভিযোগে প্রবীন এই ব্যবসায়ীকে মারধর করেন।

এ বিষয়ে ভুক্তোভোগী নাজিম উদ্দিন জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও দোকান খোলা রাখায় মোজাম্মেল চেয়ারম্যান আমাকে গালাগাল দেন। এর প্রতিবাদ করলে তিনি আমাকে দোকান থেকে নামিয়ে জিআই পাইপ দিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙে দিয়েছেন। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

বেতনের দাবিতে এবার খনিশ্রমিকদের বিক্ষোভ

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির শ্রমিকেরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কয়লাখনির দক্ষিণ গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা।

জানা যায়, করোনাভাইরাসের কারণে গত ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয়। বড়পুকুরিয়া খয়লাখনি শ্রমিকদের নির্ধারিত তারিখে বেতন প্রদানের আশ্বাসে করোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজ বাড়িতে অবস্থানের লক্ষ্যে ছুটি ঘোষণা করেন খনি কর্তৃপক্ষ। ৫ মে মার্চ মাসের বকেয়া ও এপ্রিল মাসের বেতনের জন্য সকাল ৮টা থেকে খনি গেটে অবস্থান নিতে শুরু করেন

শ্রমিকেরা। তবে বেতন না পেয়ে খনির ১২০০ শ্রমিক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। রিপোর্ট:কালের কণ্ঠ

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. রবিউল ইসলাম রবি বলেন, আমরা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের বেতনভাতার ব্যাপারে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএমসি/এক্সএমসি ও জেএসএমইকে শ্রমিকদের বেতন প্রদানের বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে তারা কবে নাগাদ তাদের বেতন দেবেন তা সঠিকভাবে জানাননি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বলেন, কর্মরত শ্রমিকেরা করোনায় খেয়ে না খেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। কর্তৃপক্ষ আজ মঙ্গলবারের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া ও এপ্রিল মাসের বেতন প্রদান না করলে আগামীকাল বুধবার থেকে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার হুঁশিয়ারি দেন এ শ্রমিক নেতা।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী কামরুজ্জামানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোন রিসিভ না করায় তার মতামত জানা সম্ভব হয়নি।

জেরুসালেমে ১৩ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের রাজধানী পূর্ব জেরুসালেমে ১৩ জন ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে, এমনকি এতে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বরাও রয়েছেন।

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী আজ মঙ্গলবার (৫ই মে) ভোররাতে অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমে ১৩ জন ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতদের মধ্যে 'ন্যাশনাল পপুলার কনফারেন্স অফ জেরুসালেমের' 'প্রধান বিলাল নাতশেহ' এবং তার 'অফিস ব্যবস্থাপক মুয়াত আশাব', 'আওকাফ বিভাগের নগরীর মুসলিম কবরস্থানের দায়িত্বে থাকা' 'মোস্তফা আবু জাহরা', 'সাংবাদিক তামির ওবাইদাত', 'লেখক রানিয়া হাতেম', কর্মী 'ইমাদ আওয়াদ' ও 'জাদ আল-গৌল' হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের সহ আরো কয়েকজন মোট ১৩জনকে বন্দী করে নিয়ে যায় ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী। এই দখলদার রাষ্ট্রের হানাদার নিরাপত্তা বাহিনী ফিলিস্তিনি কর্মীদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেছে।

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্রের ইসরাইলি পুলিশ ফিলিস্তিনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের আটকের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দাবি করেছে যে, “করোনা প্রাদুর্ভাবের মোকাবিলায় ‘অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমে’ ফিলিস্তিনের পক্ষে কাজ করা ইসরায়েলের সাজাপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি কয়েদীদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তাদের কম্পিউটার এবং সেলুলার ফোন এবং তাদের বাড়িতে পাওয়া অন্যান্য উপকরণগুলিও জব্দ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদেরকে আজ আদালতে হাজির করা হবে বলেও জানিয়েছে ইসরাইলী পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

এই দখলদার রাষ্ট্রের হানাদার ইসরাইলী বাহিনী আরো কয়েকটি অভিযান চালিয়ে বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশির পর পূর্ব জেরুজালেমের ইসাভিহেহ এলাকার আরও ছয়জন ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের হানাদার বাহিনী এই বছরের শুরু থেকে এপর্যন্ত পূর্ব জেরুজালেমের প্রায়৬০০ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। এমনকি এই আটক করার ক্ষেত্রে নিষ্পাপ ফিলিস্তিনি নাবালকেরাও বাদ যায় নি।

উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আজ সকালে আটক হওয়া শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্নধরনের কারণ দেখিয়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত জেরুজালেমের গভর্নর ‘আদনান ঘাইথ’ এবং জেরুজালেম বিষয়ক মন্ত্রী ‘ফাদি হিদমিকে’ ইহুদীবাদী ইসরাইল বেশ কয়েকদিন যাবত আটক করে রেখেছিলো।পরবর্তীতে খুব কঠিন শর্তে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সুত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

গত পাঁচ বছরের যুদ্ধে ইয়েমেনে সৌদি জোটের হামলায় প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

ইয়েমেন যুদ্ধের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলো। সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের হামলায় গত পাঁচ বছরে ইয়েমেন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ যুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

২০১৫ সালের ২৬ মার্চ সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ইয়েমেনের বিরুদ্ধে বর্বর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিত বর্তমান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তখন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং তখনও তিনি যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হননি। পরবর্তী রাজার পদ লাভের আশায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ইয়েমেনের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধ শুরুর মাধ্যমে তিনি সৌদি পররাষ্ট্র নীতিকে রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে আক্রমণাত্মক অবস্থানে নিয়ে গেছেন যাতে এটা সবার কাছে স্পষ্ট হয় যে রিয়াদের পররাষ্ট্র নীতিতে নয়া অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এর আগে সৌদি সরকার অন্য আরব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করত কিন্তু এবার তারা একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানই সৌদি নীতিতে এ ধরনের পরিবর্তন এনেছেন এবং অত্যন্ত দরিদ্র একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

বাহ্যিকভাবে যুবরাজ সালমান সবাইকে এটা দেখানোর চেষ্টা করছে যে, ইয়েমেনের পদত্যাগকারী ও পলাতক প্রেসিডেন্ট আব্দ রাব্বু মানসুর হাদিকে ফের ওই দেশটির ক্ষমতায় বসানো তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইয়েমেন যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে সৌদি আরবের রাজার পদে বসার জন্য নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করা। তার এ হীন আশাকে বাস্তবায়নের জন্য বলির পাঁঠা হতে হচ্ছে ইয়েমেনের নাগরিকদের।

এই যুদ্ধ ইয়েমেনে বিরাট মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে যা সাম্প্রতিক দশকে নজিরবিহীন। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থেনিও গুতেরেস বহুবার বলেছেন, 'সাম্প্রতিক দশকে যুদ্ধের কারণে বিশ্বের মধ্যে ইয়েমেনে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।'

অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে ইয়েমেন যুদ্ধে সরাসরি প্রায় ১৬ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে যার মধ্যে ৯ হাজার ৬৮২ জন পুরুষ, ২ হাজার ৪৬২ জন নারী ও ৩ হাজার ৯৩১ জন শিশু রয়েছে।

উইকিপিডিয়া এর তথ্যসূত্র মতে বর্বর এ আগ্রসী যুদ্ধে সরাসরি আহত হয়েছে ৪৯হাজার ৯৬০ ব্যক্তি যার মধ্যে ১০ হাজার ৭৭৮ জন বেসামরিক নাগরিক রয়েছে। সরাসরি হতাহতের বাইরেও আরো অনেক ব্যক্তি এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে।বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মোট নিহতের সংখ্যা ১ লাখের বেশি। কেননা সৌদি আরবের সরাসরি হামলা ছাড়াও ক্ষুধা ও বিভিন্ন ধরনের রোগে এসব মানুষ মারা গেছে। এ ছাড়া শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া ছাড়াও সৌদি আরব ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে খাদ্য ও ওষুধসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। ক্ষুধা

ও বিভিন্ন ধরনের রোগে মৃত্যু এটা বড় কারণ। ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক ভয়াবহ তথ্য তুলে ধরে বলেছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও অবরোধের কারণে চিকিৎসার অভাবে বছরে ৫০ হাজার শিশু প্রাণ হারাচ্ছে। ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তোহা আল মোতাওয়াক্কেল বলেছেন, 'সেদেশে কয়েক হাজার শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।'

এদিকে, ইয়েমেনের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। দেশটির বিমান পরিবহন সংস্থার মহাসচিব মায়েন গানাম জানিয়েছেন, 'প্রায় ৩২ হাজার রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।' জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ সমন্বয়কারী দফতর চলতি বছর ৫ মার্চ এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুদ্ধ পীড়িত ইয়েমেনের ২ কোটি ২ লাখ মানুষের জন্য ত্রাণের প্রয়োজন। এর মধ্যে এক কোটি চার লাখ মানুষের জন্য জরুরিভিত্তিতে সাহায্যের দরকার। উইকিপিডিয়া তথ্যসূত্র মতে যুদ্ধের কারণে ৩৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে মানবেতর শরণার্থী জীবন যাপন করছে।

আরব বিশ্বের দরিদ্র এ দেশটিতে সৌদি আরবের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধের কারণে ইয়েমেনের ১৫টি বিমান বন্দর, ১৪টি সমুদ্র বন্দর, দুই হাজার ৭০০টি মহাসড়ক ও সেতু, ৪৪২টি যোগাযোগ কেন্দ্র, ১৮শ'৩২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪ লাখ ২৮ হাজার ৮০০টি আবাসিক ভবন, ৯৫৩টি মসজিদ, ৩৪৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল, ৯১৪টি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র, ৩৫৫টি কারখানা, ৭৭৪টি খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র এবং ৩৭০টি তেল পাম্প স্টেশন হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে রেডক্রিসেন্টের মুখপাত্র সারা আল জুগ্বারি কিছুদিন আগে বলেছেন, 'যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরে জনগণের কাছে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। দেশটির মাত্র ৫১ শতাংশ হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ ছাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা ও ওষুধের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগের বিস্তার ঘটছে। ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে এরই মধ্যে অনেক হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হয়েছে।'

ইয়েমেনের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের আগ্রাসনের ফলে শুধু ইয়েমেনের জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি একইসঙ্গে সৌদি আরব ও তার মিত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌদি বিভিন্ন সূত্র বলছে, ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি আরবের তিন কোটির বেশি ডলার ব্যয় হয়েছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত পাঁচ বছরে সৌদি আরবের অস্ত্র আমদানির পরিমাণ ১৩০ শতাংশ বেড়ে। অস্ত্র আমদানির দিক থেকে ভারতের পর সৌদি আরবের অবস্থান।'

সর্বোপরি ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি আরব এ পর্যন্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি প্রশ্নের উদয় হয়, দারিদ্র্যপীড়িত একটি মুসলিম দেশের বিপুল পরিমাণ প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পর ভবিষ্যতে দেশটিকে কোন পর্যায়ে পৌঁছলে সৌদি আরবের বর্বর মানসিকতার অবসান হবে!

০৫ই মে, ২০২০

শাপলা চত্বরের রক্তের দাগ ইতিহাস থেকে মোছা যাবে না : আল্লামা কাসেমী

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ'র মহাসচিব, হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও ঢাকা মহানগর সভাপতি আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী বলেছেন, ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে রাতের আঁধারে যৌথবাহিনী নিরীহ-অভুক্ত লাখ লাখ আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতার উপর নির্বিচার গণহত্যা চালিয়ে ইতিহাসে এক নতুন কারবালা সৃষ্টি করেছিল। ৫ মে'র এই রক্তপাত ও গণহত্যা গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টা হলেও শাপলা চত্বরের শহীদদের রক্তের দাগ ইতিহাস থেকে মোছা যাবে না।

তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে বাংলাদেশের আগামীর সুন্দর ইতিহাস বিনির্মাণ হবে না। শাপলা চত্বরের খুনের গভীর এই ক্ষত সঠিক বিচারের মাধ্যমে নিরাময় করেই জাতিকে অগ্রসর হতে হবে।

আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে আল্লামা কাসেমী আরো বলেন, ২০১৩ সালের শুরুর দিকে কতিপয় নাস্তিক ব্লগার মাসের পর মাস শাহবাগে অবস্থান নিয়ে ব্যাপক হারে আল্লাহ, রাসূল (সা.), পবিত্র ইসলাম ধর্ম, ইসলামী শিক্ষা এবং দাড়ি-টুপি-হিজাবসহ ইসলামী নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবমাননা শুরু করেছিলো। তখন হেফাজতে ইসলামের আমীর ও দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে সর্বস্তরের আলেম সমাজ ও তৌহিদী জনতা দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তির স্বার্থে ইসলাম অবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বিচারসহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করে। হেফাজত নিজে বিচার করতে যায়নি, বরং রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিয়ে এসব অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিচার করতে বলেছিলো। কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ না হওয়ায় হেফাজতের

নেতাকর্মীরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে ৫ মে শান্তিপূর্ণভাবে রাজধানী অবরোধ করে ও শাপলা চত্বরে অবস্থান নেয়।

তিনি বলেন, শাপলা চত্বরের ৫ মে'র সমাবেশ হেফাজত আমীরের বক্তব্যদান ও দোয়ার মাধ্যমে শেষ করার কথা ছিলো। কিন্তু সেদিন সমাবেশে আসতে থাকা তৌহিদী জনতার জনস্রোতের উপর ঢাকা শহরের জায়গায় জায়গায় বিনা উস্কানীতে, বিনা কারণে বর্বর হামলা এবং সড়কের গাছ কেটে ও অগ্নিসংযোগ করে পরিকল্পিত এক অরাজকতা শুরু করে ষড়যন্ত্রকারীরা। এতে সমাবেশ চলাকালীন সময়েই বহু সংখ্যক হেফাজত নেতা-কর্মী হতাহত হয়ে পড়েন এবং সমাবেশস্থলেই অসংখ্য আহত ব্যক্তি ছাড়াও চারটি লাশ চলে আসে। এর মধ্যে লালবাগ মাদরাসা থেকে হেফাজত আমীর সমাবেশে আসতে রওনা দিয়ে পথিমধ্যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখে পড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শাপলা চত্বরের বিশাল জমায়েতে ক্ষোভ ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, হেফাজতের পক্ষ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বার বার ঘোষণা করা হয় যে, এমন ভীতিকর পরিস্থিতিতে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে অচেনা গ্রাম-গঞ্জের সরলপ্রাণ লাখ লাখ মানুষ কোথায় যাবেন? ফজরের পরই হেফাজত আমীর এসে মুনাজাত করে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। কিন্তু হেফাজতের বার বার আকুতি সেদিন শোনা হয়নি। মধ্যরাতে শাপলা চত্বরে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে লাখ লাখ অভুক্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত হেফাজতকর্মীর উপর রাষ্ট্রীয় বাহিনী ইতিহাসের ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড চালায়।

আল্লামা কাসেমী বলেন, নিজের দেশের জনগণের উপর রাষ্ট্রের এমন নৃশংসতা দেখে সেদিন বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। ইতিহাস থেকে এই কালো অধ্যায় কখনো মোছা যাবে না। ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে যারা রক্ত দিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, তারা কেবল মহান আল্লাহ ও প্রিয় নবী (সা.)-এর ভালোবাসা নিয়ে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। শাপলা চত্বরের শহীদদের ন্যায়সঙ্গত বিচার এই দেশে একদিন হবে।

হেফাজত নেতা কাসেমী বলেন, ৫ ও ৬ মে শাপলা চত্বরের ঘটনায় এদেশের আলেমসমাজ ও তৌহিদী জনতার পরাজয়ের কিছু নেই, উত্তম প্রতিদান আল্লাহ অবশ্যই পরকালে দান করবেন। আর ইহকালেও তাদের রক্তদান বৃথা যায়নি। হেফাজত নেতাকর্মীদের এই আত্মত্যাগের ফলে ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রসমূহ এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা, আধুনিকতা ও বাকস্বাধীনতার মোড়কে তারা আর মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে পারছে না। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের সামাজিক সহাবস্থান এবং ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু

হয়েছিল, তার মুখোশ হেফাজতের আন্দোলনের ফলে খসে পড়েছে। তৌহিদী জনতা ঈমান-আক্বীদার সুরক্ষায় এখন অনেক বেশি সচেতন।

তিনি বলেন, নিরীহ তৌহিদী জনতার উপর যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের জানা থাকা দরকার, হেফাজতের কাফেলায় শরীক থাকা সকলেরই মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ। আইন বিরোধী ও সহিংস কোনো কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত ছিলেন না। তারা কোনো দাগী আসামি ছিল না। সুতরাং এই নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ আলেম-ওলামা ও মুসলল্লীদের সাথে যে জুলুম ও নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে, তার দায় যেমন তারা এড়াতে পারবে না, তেমনি আল্লাহর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারবে না।

বিবৃতিতে নূর হোসাইন কাসেমী দেশবাসীর প্রতি শাপলা চত্বরের শহীদানদের রূহের মাগফিরাত কামনা, জান্নাতের উঁচু মাক্বাম লাভ এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার-পরিজনের দুঃখ নিবারণ ও বরকতের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি।

বিপণিবিতান খোলা হলেও উন্মুক্ত করা হয়নি মসজিদ

সীমিত পরিসরে বিপণিবিতানগুলো খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে । তবে মসজিদ সাধারণ মুসল্লিদের জন্য এখনো উন্মুক্ত দেয়া হয়নি । সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আলাদা আদেশ জারি করে এ নির্দেশনা দিয়েছে। রিপোর্ট: বিডি প্রতিদিন

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কেনাবেচার সময় পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করতে হবে।

বড় বড় শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বন্ধ করতে হবে বিকাল ৫টার মধ্যে।

শর্তসাপেক্ষে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলেও মাসজিদ না খুলে দেওয়ার বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক প্রকার চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্ট ও মন্তব্যে তার প্রমাণ স্পষ্ট। হিন্দু ঘেষা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদক্ষেপে করোনা কেবল মাসজিদেই থাকে এমন ধারণা তৈরির জন্য আওয়ামী সরকার চেষ্টা করছে বলে ভাবছেন দেশের আপামর জনসাধারণ।

চার বছর ধরে চাল উঠানো হলেও জানেন না কার্ডধারীরা

নাটোর সদর উপজেলার হালসা ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা সফরুদ্দিন । তিনি পেশায় একজন ক্ষুদ্র চাষী। গত চার বছর ধরে তার নামে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ওএমএসের বরাদ্দকৃত চাল উঠছে। অথচ তিনিই জানেন না তার নামে কার্ড আছে।

হঠাৎ করে তিনি খবর পেয়ে ডিলারের ঘরে হাজির হয়ে দেখেন সাড়ে চার বছর ধরে তার নামে চাল উঠানো হয়েছে। পরে তার কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে ৩০ কেজি চাল দেন ডিলার। কিন্তু জোর করে একসাথে কার্ডে ১৫ থেকে ২০টা টিপসই নেন ডিলার।

বিষয়টি অন্যকে জানাতে নিষেধ করেন ডিলার জুলেখা বেগম।

শুধু সফরুদ্দিন নয় সুফিয়া বেগম, সামছুন্নাহার, জহুরা বেগমসহ এলাকার অনেকের অভিযোগ চার বছর ধরে চাল উঠলেও তারা কিছুই জানেন না। সূত্র:বিডি প্রতিদিন

অনুসন্ধানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত চার বছরে ধরে অনেক গরীব ও অসহায় মানুষের নামে এভাবে ফেয়ার প্রাইসের ১০ কেজি চাল উত্তোলন করা হলেও কেউ কিছুই জানেন না। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় নাটোরের হালসা ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডে চাল বিক্রিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

চার বছর ধরে চলছে এই অনিয়ম।

এতোদিন অনেক উপকারভোগীরা জানতেনই না তাদের নামে কার্ড হয়েছিলো। সম্প্রতি উপকারভোগীদের কার্ড যাচাই বাছাই করতে গেলে অনিয়মের বিষয়টি টের পান স্থানীয়রা। জেলা খাদ্য অফিস থেকে পাওয়া তালিকা ঘেটে এমন সতত্য মিলেছে।

এরপর থেকেই ঘটনা ধামাচাপা দিতে তৎপরতা চালাচ্ছেন অভিযুক্ত এক ডিলার। আর মামলা হবার পর গা ঢাকা দিয়েছে অপর একডিলার।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, ২০১৬ সালে হালসা ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন পাঁচটি ওয়ার্ডে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির ডিলার হিসাবে মনোনিত হন ২নং ওয়ার্ড মেম্বার ওহাব আলীর স্ত্রী জুলেখা বেগম। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৭৫৪ জন উপকারভোগীদের মাঝে বছরে পাঁচবার জনপ্রতি ১০টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি চাল দেবার কথা।

অপর চারটি ওয়ার্ডে একই কর্মসূচির আওতায় ৭৫৩ জন উপকারভোগীর মাঝে চাল বিতরণের দায়িত্ব পান ডিলার ইয়াকুব আলী।

কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেও অনেক উপকারভোগীই জানতেন না তাদের নামে কার্ড হয়েছে। কার্ড নিজেদের কাছেই রেখে চাল তুলে আত্মসাৎ করেন ডিলাররা। বিষয়টি গোপন থাকায় এতোদিন কেউ টের পাননি।

পাকিস্তান | তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩ এরও অধিক নাপাক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদদের একাধিক হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কতক পাকিস্তানী সেনা হতাহত হয়েছে।

"টিটিপি" এর অফিসিয়াল "উমর মিডিয়া" কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, ৪ মে সোমবার দিবাগত দুপুর ২ টায় কাঁটাতারের উপর কাজ করা এক পাকিস্তানী মুরতাদ সৈনিককে টার্গেট করে তার মাথায় গুলি চালায় "টিটিপি" এর জানবায মুজাহিদিন। এতে তাঁর নিহত হওয়ার ধারণা করছেন মুজাহিদগণ।

এই হামলার পর নাপাক মুরতাদ সেনারাও প্রতিশোধ নিতে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, এতে একজন মুজাহিদ আহত হন।

উক্ত অভিযান হতে ফেরার পথে মুজাহিদগন পুনরায় নাপাক মুরতাদ সেনাবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং এক ঘন্টা অবরুদ্ধ অবস্থায় মুরতাদ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান মুজাহিদগণ। অবশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ সহায়তায় মুজাহিদগণ তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কতক মুরতাদ সৈন্যের হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

এছাড়াও একই মুজাহিদিন গ্রুপের অন্য একটি দল, যারা গত চার দিন যাবৎ সেখানে অবস্থান করছিলেন, তারাও সুযোগ পেয়ে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার আক্রমণ করতে শুরু করেন এবং এক সৈন্যকে তারা ঘটনাস্থলেই হত্যা করেছিলেন।

এর আগে গতাকাল বাজুর এজেন্সীর রাজা-সার এলাকায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়ে এক সৈন্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্ট হতে ৪ টি বড়ধরণের মাইন ও ১টি পিকেকে গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | ৯৮ তালেবান মুজাহিদিনকে মুক্তি দিত বাধ্য হল কাবুল সরকার

ইমারতে ইসলামিয়ার ৯৮ জন তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম কাবুল সরকার।

গত শনিবার সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পুল-ই-চারখি কারাগার থেকে এসকল তালেবান কারাবন্দি মুজাহিদকে মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জাভেদ ফয়সাল।

তালেবান সমর্থিত সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, বন্দী বিনিময়ের ধারাবাকিতায় কাবুল সরকার ৯৮ জন তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে, কেননা এর আগে গত বৃহস্পতিবার চুক্তি অনুযায়ী ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর তালেবান নেতৃবৃন্দও কুন্দুজ প্রদেশের একটি কারাগার হতে কাবুল প্রশাসনের ৪০ কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছিল।

বন্দী মুক্তির এই ধারাবাকিতায় এখন পর্যন্ত কাবুল প্রশাসন ইমারতে ইসলামিয়ার ৬৫০ জন কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে, বিপরীত ইমারতে ইসলামিয়াও কাবুল প্রশাসনের ৮০ বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কাবুল প্রশাসন কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত ৯৮ জন বন্দীর মধ্যে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিশিষ্ট, সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার শাইখ মৌলভী আবদুর রহমান আখোনজাদা হাফিজুল্লাহ্ও রয়েছেন।

ফটো রিপোর্ট | তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের দাওয়াহ্ বিভাগের কার্যক্রম

রমজান উপলক্ষ্যে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ও ইদলিবের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াহ্ কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করেছেন। এসময় তাঁরা সাধারণ মানুষকে তাওহিদ ও জিহাদের সঠিক পাঠদান শিক্ষাসহ

যুবকদের আত্মরক্ষা মূলক প্রশিক্ষণও শিখাচ্ছেন, আর ছোটদের জন্য থাকছে নানাধরণের মজার মজার খেলাধুলা মধ্য দিয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শায়েরগুলো শিখে নেয়ার সুযোগ।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩ এপ্রিল তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের দাওয়াহ্ কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি দাওয়াহ্ ক্যাম্পেইন এর কিছু মনোমুগ্ধকর দৃশ্য প্রকাশ করেছে "আল-আসার" মিডিয়া।

https://alfirdaws.org/2020/05/05/37431/

‘দেহরক্ষী’ নাকি ‘গুপ্তচর’? তীব্র বিতর্কে মালাউন মোদি সরকারের ‘আরোগ্য সেতু’ অ্যাপ

করোনার তাণ্ডবে নাজেহাল বিশ্ব। আর সেই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় নামে কেন্দ্র সরকার ‘আরোগ্য সেতু’ অ্যাপটি সবাইকে নিজের নিজের মোবাইলে ডাউনলোড করতে বলেছে। সরকারের বক্তব্য, এই অ্যাপের সাহায্যে করোনা সংক্রমণের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। কিন্তু আরোগ্য সেতু অ্যাপটি আমজনতার ‘দেহরক্ষী’ নাকি ‘গুপ্তচর’? এই নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক চলছে। যদিও সরকারের দাবি, রোগীর মোবাইলের তথ্যের ওপর নয়, করোনা সংক্রমণের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। মোবাইলে ব্লুটুথ ও জিপিএস চালু থাকায় কোনও সংক্রমিত ব্যক্তির কাছাকাছি এলেই তা জানান দিচ্ছে এই অ্যাপটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় রেড জোন ও কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত এলাকার বাসিন্দাদের মোবাইলে এই অ্যাপটির ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি দপ্তরের সমস্ত কর্মীকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করে সচল রাখতে হবে। যদি কোনও কর্মীর মোবাইলে ওই অ্যাপ না থাকে, তা হলে তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাকে। যেখানে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এই অ্যাপের মাধ্যমে আমজনতার গোপনীয় তথ্য ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ করছেন বিরোধীরা। অ্যাপটির উদ্বোধনের পর ভারতে ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশনসহ একাধিক সংস্থা এর সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এ ছাড়া কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী টুইট অ্যাপ নিয়ে বলেন- একটি ‘সফিস্টিকেটেড সার্ভেইলেন্স সিস্টেম’, যা বেসরকারি সংস্থার কাছে আউটসোর্স করে দেওয়া হয়েছে। মহামারির ভয় দেখিয়ে নাগরিকদের সম্মতি ছাড়াই তাদের ওপর এখানে নজরদারি চালানো হচ্ছে, ট্র্যাক করা হচ্ছে।

রাহুলের অভিযোগ, ‘এই অ্যাপের বরাত দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। এতে কোনও সরকারি নজরদারি নেই। ফলে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা কতটা সুরক্ষিত থাকবে, তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।’ একই অভিযোগ তুলেছেন মিম দলের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েসীসহ বহু বিরোধী নেতা। যদিও মোদি সরকার সে সবে কর্ণপাত করতে নারাজ।

ফটো রিপোর্ট | "সাইফ আল-ওমর" সামরিক ক্যাম্প হতে কয়েক ডজন মুজাহিদিনের স্নাতক লাভ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর নিয়ন্ত্রিত পাকতিয়া প্রদেশের সাইফ আল-ওমর" সামরিক ক্যাম্প হতে কয়েক ডজন তালেবন মুজাহিদিন স্নাতক লাভ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/05/05/37422/

করোনা আক্রান্ত ইসলামবিদ্বেষী মুনতাসীর মামুন

মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইসলামবিদ্বেষী অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে রিপোর্ট দিয়েছে। আজ সোমবার তার নমুনা পরীক্ষায় করোনার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

মুগদা জেনারেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক (সার্জারি) মাহবুবর রহমান কচি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘সোমবার অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি এখন সুস্থ আছেন। তাকে আজ কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে।’

এর আগে সোমবার দুপুরের দিকে মুগদা হাসপাতালের কোভিড-১৯ চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. মনিলাল আইচ লিটু দৈনিক আমাদের সময় অনলাইনকে জানান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আজ তার আরও কিছু পরীক্ষা করা হবে।

অধ্যাপকের করোনার উপসর্গ কিছুটা ছিল জানিয়ে ডা. মনিলাল আইচ লিটু আরও বলেন, 'তার মা করোনায় আক্রান্ত হয়ে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। একবার তার করোনা টেস্টে নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে। তবুও তাকে আমরা আলাদাই রেখেছিলাম। এখন তিনি আইসিইউতে আছেন।'

খবর: আমাদের সময়

উল্লেখ্য, রোববার বিকেলে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন বলে নিজেই জানান অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। কিছু খেতে পারছেন না এবং দুর্বল অনুভব করছেন, তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বেতন ভাতার দাবিতে বনানীতে পোশাক শ্রমিকদের অবরোধ

রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা।

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আজ সোমবার (৪ মে) সকাল ১১টার দিকে রাস্তায় নামেন ওই এলাকায় অবস্থিত আফকো আবেদীন নামের একটি পোশাক কারখানার কর্মীরা। অবরোধের কারণে বন্ধ রয়েছে জরুরি সেবার যান চলাচল।

বনানী থানার পরিদর্শক আব্দুল মতিন বলেন, সকাল ১১টার দিকে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় সড়ক অবরোধ করে পোশাক শ্রমিকরা। বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে তারা এই অবরোধ করে। সূত্র: কালের কণ্ঠ

আব্দুল মতিন জানান, করোনায় সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর অন্যান্য কারখানার মতো এই প্রতিষ্ঠানটিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য কারখানা খুলতে শুরু করলেও আফকো আবেদীন নামের কারখানাটি এখনো খোলেনি। গতকালও এসব নিয়ে বিজিএমইএ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তর এবং কারখানার মালিকপক্ষ বৈঠক করে। কিন্তু সমাধান হয়নি।

রংপুরে ওসি করোনা পজিটিভ, থানা লকডাউন

রংপুরে মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগ শনাক্ত হয়েছে। বিষয়টি জানার পর পরই থানা লকডাউন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার ওসির করোনা শনাক্তের বিষয়টি জানা যায়। তবে ওসির করোনা শনাক্তের পর থানার কার্যক্রম পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। খবর: আমাদের সময়

বিষয়টি নিশ্চিত করে রংপুরের সিভিল সার্জন ডা. হিরম্ব কুমার রায় বলেন, 'রংপুর কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসির করোনা পজেটিভ এসেছে। কোতয়ালী থানাটি আপাতত লকডাউন থাকবে। থানার কাজকর্ম আপাতত পাশে দুটি ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

রোববার ১৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে ১১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে কোতোয়ালি থানার ওসিও রয়েছেন। তবে ওসির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

০৪ঠা মে, ২০২০

সোমালিয়া | এক মার্কিন গুপ্তচরের উপর হদ কায়েম করলো ইসলামী আদালত।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ায় ইসলামি ইমারতে পরিপূর্ণরূপে ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করে চলছেন।

এরই ধারাবাকিতায় ৩ এপ্রিল মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামী ইমারতের "এডেম-বাল" শহরের একটি ইসলামি আদালত ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের এক গুপ্তচরের উপর জনসম্মুখে হদের বিধান কার্যকর করেন।

দণ্ডিত উক্ত গুপ্তচর কয়েকটি অপরাধের মধ্যে একটি হচ্ছে মুরতাদ হওয়া, অন্য আরেকটি অপরাধ হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার আমেরিকার হয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর ২টি পোস্টে "টিটিপির" সফল হামলা

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (টিটিপি) এর মুজাহিদিন গত শনিবার দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"টিটিপি" এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী তাঁর এক বার্তায় জানিয়েছেন যে, গত শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর "এমএসজি" ফোর্সের জানবায মুজাহিদিন বাজুর এজেন্সির সীমান্তবর্তী "রাজী সার" এলাকায় অবস্থিত কুফরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষীদার নাপাক মুরতাদ বাহিনীর দুটি পোস্টকে টার্গেট করে ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। তবে তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা এখনো নিশ্চিত নয় ...

আক্রমণটি সার্চলাইট বহনকারী পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ২ গার্ডকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, যাদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মুজাহিদদের হামলায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং অপরজন আহত অবস্থায় পলায়ন করতে সক্ষম হয়।

নাপাক সেনাবাহিনী স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কাপুরুষতার পরিচয় দেখিয়ে যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইন ছেড়ে লুকিয়ে বাতাসে ফাকা গুলি চালাতে চালাতে পলায়ন করে। তথাপি স্নাইপারদারী মুজাহিদদের হাত থেকে তারা অনেকেই রক্ষা পায়নি।

অপরদিকে অভিযান শেষে সমস্ত মুজাহিদীন নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন .. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

ইরান | ৫৬ জন আফগান শরণার্থীকে হত্যা করে মাঝ সমুদ্রে ফেলল রাফেজী শিয়া পুলিশ ।

আফগানিস্তানের সামাজিক কর্মী ও মানবাধিকারকর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফুটেজ পোস্ট করেছেন, যেখানে ২৩ জন আফগান শরণার্থীর মৃতদেহ দেখানো হয়।

সামাজিক ও মানবাধিকার কর্মীরা জানান যে, কিছুদিন আগে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের অযুহাতে ইরান সীমান্ত পুলিশ হত্যা করেছিল ৫৬ জন শরণার্থীকে। আর সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া উক্ত ২৩ জন মৃত ব্যাক্তি ইরানের রাফেজী শিয়া পুলিশদের হাতে নিহত হওয়া

লোক। ইরানের রাফেজী শিয়ারা ৫৬ জন শরণার্থীকে হত্যা করার পর আফগানিস্তানের দিকে প্রবাহিত "হরিরোদ" নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

আফগান সংবাদপত্রগুলো জানিয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ২৩ ব্যক্তির লাশের চিত্রগুলি ছিল ৫৬ জন আফগান শরণার্থীর, যাদেরকে ইরানী পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, যারা ইরানী পুলিশ সদস্যদের হাতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

বেঁচে যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে শারকা তাহেরী বলেছিলেন যে, এসকল শরণার্থীরা দু'দিন আগে একটি কাজের জন্য ইরানে সীমান্তের অন্য একটি স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, এসময় তাদেরকে সীমান্তে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে থামানো হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পরিবর্তে তাদেরকে প্রচন্ড মারধর করা হয়, তাদের উপর এতটাই অমানবিকভাবে আঘাত করা হয় যে, যেন তারা বেঁচেও মৃত। আর এমন অবস্থাতেই তাদেরকে জোরপূর্বক প্রবল শ্রোতের মধ্যে মাঝ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

এবার বাংলাদেশে গরু জবাইয়ের কারণে মুসলিম যুবককে কুপিয়ে জখম করলো হিন্দু সন্ত্রাসী

যশোরে গরু জবাইকে কেন্দ্র করে কসাইকে কুপিয়ে জখম করেছে মহাদেব নামে এক উগ্রবাদী হিন্দু। শুক্রবার দুপুরে যশোর সদর উপজেলার রাজারহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে ।

গরুর মাংস কাটার কারণে তাকে কুপিয়ে জখম করা হয়। হিন্দু মহাদেব রায় (২৭) এই হামলাকারী পরে স্থানীয় জনতার হাতে আটক হয়েছে।

হিন্দু মহাদেব রায় সদর উপজেলার সতীঘাটা ভাটপাড়ার বিমল রায়ের ছেলে। মাংস ব্যবসায়ী আসলাম হোসেনের বাড়ি সদর উপজেলার রামনগরে আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারের পাশে। রাজারহাটে তিনি মাংসের ব্যবসা করেন। স্ত্রী ফারজানা বেগম বলেন, মহাদেব হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তার স্বামী গরুর মাংস ও হাড় কাটলে খারাপ লাগে বলে মহাদেব ইতোপূর্বে জানিয়েছিলেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছিলো।

এর জের ধরে গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজারহাটে মাংসের দোকানে কাজ করার সময় হিন্দু মহাদেব আচমকা মাংস কাটার একটি চাপাতি নিয়ে পেছন থেকে তার স্বামীর ঘাড়ে ও পিঠে কোপ মারে। এতে তার স্বামী আসলাম হোসেন মারাত্মক জখম হন। পরে স্থানীয়

লোকজন ছুটে এসে তার স্বামীকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরে তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন হামলাকারী মহাদেবকে হাতেনাতে আটক করেন। পরে তাকে পিটুনি দেয়। *সূত্র: ঢাকাটাইমস২৪*

মুজাহিদদের হামলায় ফ্রান্সের আরো এক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম (জিএনআইএম) এর মুজাহিদিন মালিতে অবস্থানরত দখলদার ফরাসি বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে মাইন বিস্ফোরণ করেছেন। গত সপ্তাহে চালানো এই হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযানটি ধ্বংস হয়েছে এবং সামরিকযানে থাকা সৈন্যরা হতাহত হয়েছে। হতাহতের পরিসংখ্যান এখনো জানা জায়নি।

পরে হামলায় আহতদের প্যারিসের সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় এক সৈন্য নিহতের বিষয় নিশ্চিত করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ।

এশিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে বাংলাদেশে। যা বেশ উদ্বেগজনক। প্রতিবেদনটিতে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এমন এক সময়ে এই প্রতিবেদনটি এল, যখন বেশ কয়েক সপ্তাহের ‘সাধারণ ছুটি’ নিম্ন আয়ের বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে কর্মহীন বানিয়ে ফেলেছে, যার প্রভাব ঠেকাতে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতোমধ্যে খবর পাওয়া যাচ্ছে মানুষ না খেয়ে থাকছে এবং আয় না থাকায় অনেকেই ভিক্ষা করছে। এই সংকটের কারণে অর্থনৈতিক ধস ঠেকাতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজগুলো এখনও এই ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অনেকের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে বেকারদের সুরক্ষা, কেউ যেন চাকরি না হারায় তার ব্যবস্থা করা, যারা চাকরি হারিয়েছে তাদের সহায়তা করা, অসুস্থ থাকলে আয়ের

সুরক্ষা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানো, সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা এবং অন্যদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা।

করোনা মহামারির আগেও এ ধরনের সুরক্ষা বাংলাদেশে ছিল না বললেই চলে, যা সামাজিক সুরক্ষার জন্য নেওয়া কর্মসূচির নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগের দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। এই দুর্বলতাগুলোই এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ করোনার প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে অনেক মানুষ উপার্জনহীন হয়ে পড়েছেন এবং চরম কষ্টে তাদের দিন কাটছে। খবর: ডেইলি স্টার

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ৪৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্র হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছে এবং তৈরি পোশাক কারখানাগুলো ‘প্রায় দরিদ্র’ মানুষদের আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ছোট পোশাক কারখানা মহামারির কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থান কমছে। এই কারখানাগুলোর শ্রমিকদের বেশিরভাগই নারী।

প্রতিবেদনে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোতে দেওয়া বিভিন্ন শর্তের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এর কারণে কিছু মানুষ দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এই সঙ্কটের সময়েও কীভাবে আওয়ামী সরকারের লোকেরা ত্রাণের খাবার চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

এরই মধ্যে সন্ত্রাসী আওয়ামী সরকার যতটুকু সহযোগিতা প্রকল্প নিয়েছে তার পর্যবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তিনি সাহায্য পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করা দরকার। সরকারকে বিদ্যমান বাজেটে অগ্রাধিকার ও নীতিমালা পর্যালোচনা করতে হবে। যাতে করে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে মোকাবিলা করা যায়।

মেরে ফেলার শাস্তি শুধুই সাময়িক বরখাস্ত

চট্টগ্রাম মহানগরীর টেরিবাজার মোহাদ্দেছ মার্কেটের প্রার্থনা বস্ত্রালয়ের দোকানকর্মী গিরিধারী চৌধুরীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর মৃত্যুর ঘটনায় সহকারী উপ-পরিদর্শক কামরুল হাসানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। কামরুল কোতোয়ালী থানার অধীনে টেরিবাজার পুলিশ বিটে কর্মরত ছিলেন।

হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার পরপরই ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গিরিধারী চৌধুরীকে টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতাদের নিয়োগ দেওয়া নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে।

এই হত্যাকারী সহকারী উপ-পরিদর্শক কামরুল হাসান বরখাস্ত হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে নিহত গিরিধারী চৌধুরীর ছেলে পরেশ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সুরতাহাল রিপোর্ট করার সময় শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন। আমরা এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' ঘটনার চারদিন পরও মামলা করতে থানায় না যাওয়ার বিষয়ে পরেশ চৌধুরী বলেন, আমার এক বোন পুলিশে চাকরি করে। বোন ও ভগ্নিপতি চট্টগ্রামে আসার পর মামলা করব।

এই বিষয়ে মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) এস এম মেহেদী হাসান বলেন, তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কামরুল হাসানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দোকানদার গিরিধারী চৌধুরীকে সন্ত্রাসী পুলিশের হেফাজতের পরই তিনি মারা যান। অন্যায়ভাবে মারধর না করলে এমনটা হওয়া সম্ভব না বলেই মনে করছেন সবাই। আর শুধু মাত্র লোকদেখানো সাময়িক বরখাস্ত করা আইনের প্রতি উপহাস ছাড়া কিছুই নয়। আর এমনটা ঘটতেই থাকলে সমাজে অশান্তির তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এটা এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

চালচুরি করে ধরা খেলো আওয়ামী যুবলীগ নেতা

ঝালকাঠির নলছিটিতে যুবলীগ নেতার বাড়ি থেকে ১০ টাকা কেজি ও ভিজিডির ১২০ কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার কুশঙ্গল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি চালচোর আবদুর রহিম হাওলাদারের বাড়ি থেকে এ চল উদ্ধার করা হয়।

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চাল কিনে মজুদ করেছিল এই চালচোর।

জানা যায়, কুশঙ্গল গ্রামের মৃত বারেক হাওলাদারের ছেলে চালচোর যুবলীগ নেতা আবদুর রহিম হাওলাদার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিভিন্নভাবে ১০টাকা কেজি ও ভিজিডির ৪ বস্তা (১২০ কেজি) চাল কিনে বাড়িতে মজুদ করেন। খবর: কালের কণ্ঠ

পরে আবদুর রহিম দোষ স্বীকার করায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।কুশঙ্গল ইউপি চেয়ারম্যান মো. আলমগীর হোসেন বলেন, রহিম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিভিন্নভাবে চল কিনে মজুদ করে।

কর্মহীন দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ, দ্বিগুণ দারিদ্র্যের হার

'করোনায় যত মানুষের মৃত্যু হবে, অনাহারে মারা যাবেন তার চেয়ে বেশি মানুষ' এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞগণ। এ অবস্থায় জনবিচ্ছিন্ন সরকারের নেয়া উদ্যোগে সুশাসন নিশ্চিত না হওয়ায় ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে করোনা পরবর্তী অর্থনীতি।

রাজধানীতে প্রায় ৩০ বছর ধরে দিন এনে দিন খাওয়া এক রিকশাচালক বলেন, ২০ বছর আগে এক পা হারিয়েছি, আরেক পায়ের উপর ভর দিয়েই ৬ সদস্যের সংসার চালাতাম। করোনায় কাজ না থাকায় জীবন চালানো কষ্ট হয়ে গেছে।

দেশে তার মতো দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৪ কোটি। সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে পিপিআরসি ও বিআইজিডি জানায়, করোনা মহামারীতে দিন আনে দিন খায় এমন প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের আয় বন্ধ হয়েছে। পরিবারের ব্যয়ভার বহনে হিমশিম খেতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকেও।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গেল এক দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ এগিয়েছে দেশ। তবে, বেড়েছে আয় বৈষম্য, গড়ে ওঠেনি উপযুক্ত মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ। তাই করোনার ধাক্কায় বেসামাল হতে পারে অর্থনীতি।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, ২০১৯ সালে যেখানে সরকারি হিসেবে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০.৫ ভাগ, এই মুহূর্তে দারিদ্র্যের হার বেড়ে প্রায় ৪১ ভাগ হবে।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহতাব খানম বলেছেন, কভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সারি লম্বাই হবে, যা সমাজে মারাত্মক অস্থিরতা তৈরি করবে। ক্ষুধার কারণে মনুষ্যত্ব লোপ পাবে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বাড়বে। মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়বে। রিপোর্ট: বিডি প্রতিদিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা বলেছেন, কর্মহীনতা সব সময় আমাদের জন্য একটা অভিশাপ। যে কোনো দেশকে পিছিয়ে দেয় এই বেকারত্ব। আর এবারের সংকটটা একটা নতুন সংকট। এটার জন্য আওয়ামী সরকার প্রস্তুত ছিল না।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ বলেছেন, ক্ষুধার্ত মানুষ অপরাধে জড়াবে। এ জন্যই সবার আগে মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। তার আগে মানুষকে কাজ দিতে হবে। তবে এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে সবার আগে মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে। জীবনই যদি না বাঁচে তাহলে খাবার দিয়ে কী হবে। আবার বাঁচার জন্য খাবারের প্রয়োজন হবে। ফলে দুটোকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

০৩রা মে, ২০২০

কাশ্মীর | মুজাহিদদের হামলায় ভারতীয় ২ কমান্ডারসহ সর্বমোট ৭ মুশরিক সৈন্য নিহত।

কাশ্মীরের প্রাদেশিক রাজধানী শ্রীনগরের কাপুরা জেলায় মুজাহিদদের হামলায় কর্নেল ও এক মেজরসহ সর্বমোট ৭ ভারতীয় মুশরিক সৈন্য নিহত হয়েছে।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ চ্যানেলগুলো প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী , কাপুরা জেলার "হান্ডুরা" এলাকায় গত ২ এপ্রিল হতে মুজাহিদদের খোঁজে অপারেশন চালাচ্ছে দখলদার উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মুশরিক সৈন্যরা। এসময় কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী ও মুজাহিদদের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর এক কর্নেল ও এক মেজরসহ আরো ৫ মুশরিক সৈন্য, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন ভারতীয় মুশরিক সৈন্য। এদিকে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী দাবি করছে যে, তাদের হামলাতেও ২ জন মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন, কিন্তু হান্ডুরার স্থানীয় বাসিন্দারা কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলোকে জানান যে, ভারতীয় মুশরিক সৈন্যরা মুজাহিদদের সন্ধান না পেয়ে এলাকায় প্রতিবাদকারী সাধারণ জনতার উপর গুলি চালাতে শুরু করে, যার ফলে ২ জন নিরপরাধ কাশ্মীরী মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়াও আন্দোলনকারী আরো ৮ জন নিরপরাধ বেসামরিক কাশ্মীরী মুশরিক সৈন্যদের হামলায় আহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, পবিত্র মাহে রমজান শুরুর প্রথম দিন হতেই ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে দফায় দফায় তীব্র লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কাশ্মীরভিত্তিক আল-কায়েদা সমর্থিত সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী জামাআত "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ" কে। এসময় ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাখাটির নায়েবে আমীরসহ মোট ৭ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছিলেন, বিপরীতে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছিল ৩০ এরও অধিক ভারতীয় মুশরিক সৈন্য। অবশ্য, আল-কায়েদার কাশ্মীরভিত্তিক এই শাখাটি তাদের কমান্ডারদের শাহাদাত সম্পৃক্ত বার্তা প্রকাশ করলেও, প্রকাশ করেননি ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর হতাহতের কোনো পরিসংখ্যান।

সাহায্যহীন সাগরে ভাসছে আটকে পড়া শত শত রোহিঙ্গা

বঙ্গোপসাগর যেখানে আন্দামান সাগরের সাথে মিশেছে, সেখানে সাগরের নীল জলে কয়েকটি কাঠের নৌকায় ঠাসাঠাসি করে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কোথাও না কোথাও ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সাগরে বেরিয়ে পড়ার পরে ১০ সপ্তাহ চলে গেছে।

তাদের গন্তব্য মালয়েশিয়া তাদেরকে নৌকা ভিড়াতে দেয়নি। যে বাংলাদেশ থেকে রওনা দিয়েছে তারা, সেখানেও তারা ফিরতে পারেনি। যে অধিকার গ্রুপগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের অবস্থানের উপর নজর রাখার চেষ্টা করছিল, তারাও তাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলেছে। অন্তত তিনটি নৌকা রওনা দিয়েছিল, যেগুলোতে কয়েকশ রোহিঙ্গা মুসলিম মানব পাচারকারীদের উপর ভরসা করে আশ্রয় খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল।

"আমার যে ভাই বোনেরা এখনও সাগরে ভাসছে, তাদের অবস্থা চিন্তা করে কান্না পাচ্ছে", বললেন বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পের একজন প্রধান ইমাম মোহাম্মদ ইউসুফ। প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে আসা প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থী এই ক্যাম্পে অবস্থান করছে।

এই নৌকাগুলো কয়েকটি দেশের প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়ে গেছে, জাতিসংঘ যেটাকে বিপজ্জনক 'পিং-পং খেলা' বলে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেছে যে, তারা এরই মধ্যে বহু রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে এবং বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বেশি শরণার্থীদের বোঝা তারা বহন করছে।

কিন্তু মালয়েশিয়াও করোনাভাইরাস সংক্রমন ও এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া বিদেশীভীতির কারণে তাদেরকে নৌকা ভেড়াতে না দেয়ায় তাদের যাওয়ার আর কোন জায়গা বাকি নেই।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধি স্টিফ করলিস বলেছেন, "বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারি বোঝা বহন করছে এবং এই চ্যালেঞ্জ তাদের একার উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু উপায়হীন মানুষদের ফিরিয়ে দেয়াটা কোন উত্তর হতে পারে না"।

এ ধরণের প্রত্যাখ্যানের ফল কি হতে পারে, সেটা ১৫ এপ্রিল স্পষ্ট হয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি নৌকাকে উদ্ধার করে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড। নৌকা থেকে প্রায় ৪০০ অপুষ্টিতে ভোগা পানিশূন্যতায় শুকিয়ে আসা মানুষকে উদ্ধার করা হয়, যাদের মধ্যে অনেকেই শিশু।

জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা – যারা শরণার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনা করে, তারা বলতে পারেনি যে, কতজন রোহিঙ্গা এই সফরে মারা গেছে। তারা শুধু বলেছে, "অনেকেই মারা গেছে এবং তাদেরকে নৌকা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে"। সংস্থাটি জানিয়েছে, এদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা মানব পাচারকারীদের হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

ওই সফর থেকে যারা বেঁচে ফিরেছে তাদেরকে এখন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে করোনাভাইরাস সতর্কতার জন্য কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পের ইমাম ইউসুফ বললেন যে, তিনি এবং অন্যান্য ইমামরা বিভিন্ন পরিবারকে সাগরের সফরের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বার বার সতর্ক করেছেন।

কিন্তু শরণার্থী ক্যাম্পে যে হতাশ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়ছে, সেই অবস্থার কারণে শরণার্থীরা নিজেদের জীবনকে পাচারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

ইউসুফ বলেন, "শাস্তি দেয়া উচিত এই মানব পাচারকারীদেরকে, এই নিরপরাধ রোহিঙ্গাদেরকে নয়"।

২০১৭ সালে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা এক শরণার্থী বলেন, যদি সামর্থ থাকতো, তাহলে ছেলেদেরকে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দিতেন তিনি। তার জন্য আরেকটি অভিশাপ হলো একবার এ ধরণের এক ব্যার্থ নৌ যাত্রার জন্য অর্থ দিয়ে সবকিছু খুইয়েছেন তিনি।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী ক্যাম্প কুতুপালংয়ে বাস করছেন সিরাজুল মুস্তাফা। তিনি বলেন, "মানুষ সবসময় নিরাপদ ও উন্নত জীবন খোঁজে। মধ্যসত্বভোগীরা তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। এরা কোন পরিণতি না জেনেই ঝুঁকি নিচ্ছে"।

কুতুপালংয়ের বাঁশের ঘর থেকে মোহাম্মদ নুর রোহিঙ্গাদের অবস্থাটা এক কথায় বর্ণনা করলেন।

"আগেও বড় কোন আশা ছিল না। কিন্তু এখন কিছুই নেই"।

সূত্র:নিউ ইয়র্ক টাইমস

মোদি সরকার করোনা টেস্টের পরিবর্তে ব্যস্ত সমাজকর্মীদের উপর ইউএপিএ চাপানোর কাজে, টুইট জিগনেস মেভানির

দেশজুড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে করোনা ভাইরাস। এমন সময়ে সরকারের যেখানে উচিত বেশি বেশি করে করোনার পরীক্ষা করা, মহামারী থেকে দেশকে বাঁচানো, কিন্তু মোদী সরকার সেই কাজ না করে আমাদের আরও সমাজকর্মীদের উপর ইউএপিএ চাপানোর কাজে ব্যস্ত, এমনটাই টুইট করলেন জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র নেতা জিগনেস মেভানি। শনিবার নিজের টুইটারে তিনি একথা বলেন।

https://www.tdnbangla.com/news/national/coronavirus-modi-govt-jignesh-mevani-uapa/

https://twitter.com/jigneshmevani80/status/1256404291872489472

এদিন টুইটে জিগনেস লেখেন, "সরকারের যখন আরও বেশি করে পরীক্ষা করা উচিত, যখন এই মহামারী থেকে দেশকে বাঁচানো উচিত। সেই সময় আমাদের সরকার সমাজকর্মীদের উপর ইউএপিএ চাপানোর জন্য কাজ করছে। অভিশাপ!"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জামিয়ার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সফুরা জারগরকে দিল্লিতে ষড়যন্ত্রের মিথ্যে অভিযোগ এনে ইউএপিএ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৭ বছরের সফুরা এখন দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সেই অবস্থাতেই তাঁকে পাঠানো হয়েছে তিহাড় জেলে।

চীনের উইঘুর মুসলিমরা যেসব নির্যাতন ভোগ করছে

উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিক অঞ্চলের আগের নাম 'পূর্ব তুর্কিস্তান'। এটির বর্তমান জিনজিয়াং প্রদেশে। চীন সরকার এ অঞ্চলকে দখল করে জিনজিয়াং নাম দিয়েছে। ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ অধিক উইঘুর নারী-পুরুষ বন্দি রয়েছে ভয়ংকর বন্দি শিবিরে।

চীন সরকার এ বন্দি শিবিরকে 'চরিত্র সংশোধনাগার' নাম দিয়েছে। চীন সরকারের দাবি, উশৃংঙ্খল অবস্থা (ইসলাম)থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষা দিতেই তাদের এ কার্যক্রম। চরিত্র সংশোধনাগারের নামে চীন সরকার এ সব মুসলিমদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন করছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তা উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিভিন্ন সূত্র জানায়, জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইঘুর মুসলমানদের ওপর চীন সরকারের বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুসলিমদের বন্দি করা এখনো থামেনি।

উইঘুর মুসলিম বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কবিতা লেখার অপরাধে সম্প্রতি প্রখ্যাত হুই মুসলিম কবি কুই চুই হাউজিন (Kwe Cui Haoxin) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুসলিম নির্যাতনের এসব তথ্য যাতে চীনের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য তারা প্রতিনিয়িত মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগে বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। সরকারিভাবে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য জিনজিয়াং প্রদেশে ভ্রমণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চীন সরকার কর্তৃক এসব অত্যাচার নির্যাতনে এখনও কোনো উইঘুর মুসলিম প্রতিরোধমূলক কিংবা আত্মরক্ষামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারপরও দেশটির সরকার উইঘুর মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে বর্হির্বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করছে। অথচ দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা পায়নি তারা।

এদিকে চীন সরকার মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যা ধীরে ধীরে তারা বাস্তবায়ন করছে।

তার কিছু হলো-জিনজিয়াং প্রদেশের কোনো পুরনো মসজিদ সংস্কার করতে না দেয়া। নতুন মসজিদ নির্মাণের অনুমোদন না দেয়া। বৌদ্ধমন্দিরের আদলে সংস্কার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই কেবল পুরনো মসজিদ সংস্কারের অনুমোদন মেলে। প্রকাশ্যে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই জিনজিয়াং-এ। তাই কঠিন গোপনীয়তার মধ্যেই ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় তাদের। পবিত্র হজ্জকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। জিনজিয়াং প্রদেশের দুই জেলার লিউ কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীন মসজিদে মুসলিমদের জুমআর নামাজ আদায় নিয়মিত বাঁধা প্রদান করা হচ্ছে। নামাজ আদায়কালে প্রতি এক হাজার মুসলিমের বিপরীতে অস্ত্রসজ্জিত এক শত পুলিশ সদস্য মসজিদ ঘিরে রাখে। পোস্টারের মাধ্যমে চীন সরকার এ প্রচারণা চালাচ্ছে যে, নামাজের জন্য মসজিদ নয় বরং নামাজ পড়ার জন্য ঘরে যাও। উইঘুর মুসলিমদের ইসলামি সাংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চীন সরকার নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মুসলিম যুবকদের বৌদ্ধ মেয়েদের বিয়ে করতে অর্থের প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। মুসলিম গর্ভবর্তী নারীদের অবৈধভাবে গর্ভপাত করানো হচ্ছে আবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছেলেদের কাছে মুসলিম মেয়েদের জোরপূর্ব বিয়ে দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত করা হয়েছে। সুকৌশলে তাদের অশিক্ষিত রাখা হচ্ছে। ১৯৯৬ সাল থেকে জিনজিয়াং প্রদেশের ৪০টি শহর ও গ্রামে অবস্থিত মাদরাসা ও হিফজখানার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের শিশু-কিশোররা ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআন হিফজ করার সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। ১৮ বছরের নিচে, শিশু-কিশোরদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে চীনা কর্তৃপক্ষ। জিনজিয়াংয়ে মুসলমানদের তুর্কি ভাষা ও আরবি বর্ণমালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে জিনজিয়াংয়ের ৫০টির মতো পুরনো মসজিদ সীলগালা করে দিয়েছে চীন কর্তৃপক্ষ। অতি সম্প্রতি মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী জিনজিয়াংয়ের স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা কুরআনের তিন লাখ কপি মুসলমানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠিয়েছে।

কিন্তু কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ সব কপি বাজেয়াপ্ত করে। পরে আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্প্রদায়ের চাপে কিছু কপি তারা ফেরত দেয়।

ফলে চীনের সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের অধিকার সীমিত হয়ে পড়ছে। মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো ওঠে এসেছে এসব তথ্য।

মুসলিম বিধি-বিধান বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য সব বিধানও কৌশলে মুছে ফেলার অপতৎপরতা ব্যাপকহারে চালানো হচ্ছে। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের জন্মশাসন ও বন্ধ্যাত্ব করে দেয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি জিনজিয়াং প্রদেশের যে কোনো একটি শহরকে ভূগর্ভস্থ পারমানবিক পরীক্ষা ও বিষ্ফোরণের জন্য বাছাই করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করছে চীন সরকার।

শুধু তাই নয়, ১৯৬৪ সাল থেকে জিনজিয়াং প্রদেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না করে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ক্ষতিকর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

চীন সরকারের জুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচার লক্ষ্যে জিনজিয়াংয়ের প্রায় ২৫ লাখ অধিবাসী পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে। নানা অজুহাতে উইঘুর মুসলিম নেতৃস্থানীয়দের জেল-জুলুম এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে সরকার।

সুত্র : জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

চীনে এ বছরও উইঘুরদের মদ খাইয়ে রোজা ভাঙতে বাধ্য করা হচ্ছে

চীনা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে উইঘুর মুসলিমরা রোজা রাখছেন কিনা, তা নিশ্চিত করতে মদ পান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। গত ২৯ এপ্রিল বার্তা সংস্থা "DOAM" এর এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় চীনের উইঘুরে প্রায় ৩০ লাখ মুসলিম বন্দী শিবিরে আটক রয়েছে। বন্দী এইসব উইঘুর মুসলিমরা মদ ও শুকরের মাংস খেয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তারা রোজা রাখছেনা।

বন্দী শিবিরে চীনা কর্তৃপক্ষ ইসলাম ও মুসলিমদের নিন্দা করতে ও চীনা সংস্কৃতি ও নাস্তিকতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেখানে যারা ইসলাম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়। আর যারা কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদেরকে বর্বর অত্যাচার ও শাস্তি দেওয়া হয়।

প্রায়ই চীনা হানরা উইঘুর নারীদের বিনা টাকায় কাজ করতে বাধ্য করে। উইঘুর মুসলিম মেয়েদেরকে নাস্তিক চাইনিজদের সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। উইঘুর পুরুষদেরকে কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখে সেই মুসলিমদের স্ত্রী -কন্যা ও বাচ্চাদের সাথে একই বিছানায় শুয়ে থাকে নিকৃষ্ট চাইনিজরা।

চীনের মুসলিমদের রোজা রাখার পাশাপাশি দাড়ি রাখা, নারীদের মাথায় কাপড় দেয়া, নিয়মিত নামাজ আদায় এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলাসহ ধর্মীয় বিষয়গুলোকে চীন কর্তৃপক্ষ চরমপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক রিপোর্ট প্রকাশ করে।

উইঘুর বুলেটিনে কাজ করা উইঘুর মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট অ্যালিপ এরকিন জানান, কয়েক দশক ধরে স্কুল এবং সরকারি দফতরগুলোতেও রমজান মাসে রোজা রাখার বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করে আসছে চীনা কর্তৃপক্ষ।

আর গত চার বছরে মুসলিমদেরকে ইসলামি ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখতে তাদের বাড়িতে গণ-নজরদারি ও আটকের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অ্যালিপ এরকিনের মতে বর্তমানে জিনজিয়াং প্রদেশের বিভিন্ন কারাগারে ১২ লাখেরও বেশি মুসলিম আটক রয়েছে।

শুধু তাই নয়, গত বছর দ্য গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত হয়েছে যে, ২০১৬ সালের পর থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গত তিন বছরে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ৩১টি মসজিদ ধ্বংস করেছে দেশটির প্রসাশন। তাছাড়া এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ইসলামী স্থাপনাকে ধ্বংস করা হয়েছে।

বন্দী নারীদের হাত-পা বেঁধে উঁচু চেয়ারে বসিয়ে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হয়, এমন মারাত্মক ওষুধ খাওয়ানো হয় যার ফলে নারীদের প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হয় বা কারো মাসিক বন্ধ হয়ে যায়।

আব্দুর রহমান হাসান নামের এক ব্যবসায়ী চীন সরকারকে অনুরোধ করেন তার মা ও ২২ বছর বয়সী স্ত্রীকে যেনো তারা গুলি করে মেরে ফেলে।

কারণ রিএডুকেশন ক্যাম্পের শাস্তি তারা সহ্য করতে পারবেনা। এই অত্যাচারের শিকার হয়ে অনেক পরিবারই তাদের কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের উইঘুররা।

মুসলমানদেরকে জোর করে শূকরের মাংস খাওয়ানো হয়, মদ পান করানো হয়, কমিউনিস্ট দলের নেতাদের ছবি বাড়িতে টানিয়ে রাখাসহ ছেলেদের দাড়ি না রাখা এবং মেয়েদেরকে শর্ট ড্রেস পড়তে বাধ্য করা হয়।

এক ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখায় চীনের আদালত তাকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে, শুধু তাই নয় তার স্ত্রীকেও বোরকা পরিধান করায় ২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সেখানে মুসলিম নারীদের ঢোলা জামা পড়াও নিষিদ্ধ। সকল মসজিদগুলোতে চীনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কাশ্মীর | মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে শাইখ খালেদ ইব্রাহীম হাফিজাহুল্লাহ্ এর চিঠির উদ্ধৃতাংশ, এজিএইচ।

কাশ্মীরভিত্তিক আল-কায়েদা সমর্থিত সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের কমান্ডার ও উমারাদের একের পর এক শাহাদাহ্ উম্মাহর অন্তরকে যখন ব্যথিত করছে, তখন তাঁরা আমাদের প্রাণের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন, আমাদের দেখাচ্ছেন হিন্দের মুশরিক শাসকদের গলায় শিকল বেঁধে বন্দী করে তা বিজয় করার স্বপ্ন, আর এটা শুধু আমাদের স্বপ্নই নয় বরং মুহাম্মাদে আরাবীর ভবিষৎবাণী, যা অবশ্যই সংগঠিত হবে।

এরই ধারাবাকিতায় আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের অফিসিয়াল "আল হুর" মিডিয়া "এজিএইচ" এর বর্তমান আমীর শাইখ গাজী খালেদ ইব্রাহীম হাফিজাহুল্লাহ্ এর মুজাহিদদের উদ্দেশে লেখা একটি চিঠির উদ্ধৃতাংশ প্রকাশ করেছে। বাংলাভাষী মুসলিমদের সুবিধার্থে উক্ত চিঠির উদ্ধৃতাংশের বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি।

অনুবাদ: "আমাদের শাহাদাতের পর আমাদের দাওয়াতী মিশনই আমাদের ইবাদাতকে জীবিত রাখবে এবং এই বরকতময়ী জিহাদে উর্বরতা দান করবে। এই জিহাদকে ঐসকল রাক্ষসদের থেকে বাঁচানো আমাদের উপর ফরজ, যেই রাক্ষসরা রাহবারের ভূমিকায় এসে এই জাহিদ ও মুজাহিদদেরকে সর্বদাই ধোঁকা দিতে থাকে, আর কখনো এক বাহানা কখনো অন্য বাহানায় এই পবিত্র জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে থাকে।"

০২রা মে, ২০২০

মুসলিমদের অর্থে হিন্দুদের ১৮১২টি মন্দির সংস্কার করার সিদ্ধান্ত ভারত ঘেষা আওয়ামী লীগের

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সারাদেশে ১৮১২টি মন্দিরের সংস্কার করতে ২২৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে।

‘সমগ্র দেশে হিন্দুদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার’ শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি মাসে শুরু করে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাস্তবায়ন করবে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। গতকাল মঙ্গলবার তাগুত প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ৮টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর: বাংলাদেশটুডে

প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ২৭৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এরমধ্যে বৈদেশিক সহায়তা আকারে ২ হাজার ৯৬২ কোটি ৩২ লাখ টাকা ও সরকারের মুসলিমদের থেকে আদায়কৃত করের তহবিল হতে ৩ হাজার ৩১৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা মন্দিরের উন্নয়নে ব্যয়ের লক্ষ্য রয়েছে।

সভাশেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি জানান, ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ। যা দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী।

ত্রাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলো সাধারণ মানুষ

সিলেটে ত্রাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, করোনার সরকারের পক্ষ থেকে সিলেট সিটি করপোরেশনের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নগরের সোনারপাড়া এলাকায় কোনো সহায়তা দেওয়া হয়নি। বিক্ষোভকারীরা কাউন্সিলর আবদুর রকিবের (তুহিন) বিরুদ্ধে ত্রাণ সহায়তায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলেন। শুক্রবার বিকেল তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের শিবগঞ্জ মোড়ে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন দুই থেকে নারী-পুরুষ। খবর: প্রথম আলো

আবদুর রকিব নামে একজন বলেন, ওয়ার্ডে ৩০ টন চালের চাহিদা রয়েছে, ‘বরাদ্দ পাওয়া গেছে মাত্র আট টন। তারপর আবার চালচুরির ঘটনা তো আছেই।

এবার ঝালকাঠিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ

ঝালকাঠিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ত্রাণের দাবিতে পৌরসভার ৪ , ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেড় শতাধিক নারী-পুরুষ বিক্ষোভ করেছেন। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ হয়।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে , করোনা পরিস্থিতির কারণে এই মানুষগুলো প্রায় একমাস কর্মহীন। তাঁদের কারও বাড়িতে কোনো খাবার নেই। তাঁরা আজ পর্যন্ত কোনো ত্রাণ সহায়তা পাননি। এমনকি তাঁরা সরকারের দেওয়া রেশন সুবিধাও পাননি। সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলররা বেছে বেছে যারা ভোট দিয়েছেন এবং নিজেদের স্বজনের ত্রাণ দিচ্ছেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে সচ্ছল ব্যক্তিরা রেশন কার্ড পেয়েছেন। এভাবে সরকারের দেওয়া সব সুবিধা থেকেই তাঁরা বঞ্চিত।

রিপোর্ট: প্রথম আলো

বিক্ষোভের সময় উপস্থিত থাকা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল হাওলাদার বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে ১ হাজার ৭০০ গরিব পরিবার রয়েছে। আমি বিতরণের জন্য রেশন কার্ড পেয়েছি ৬৫০টি। তাই যারা ত্রাণ পায়নি, তারা বিক্ষোভ তো করবেই

ডিটেনশন ক্যাম্পে আসার আগেই মরে যাওয়া ভালো বললেন মালাউনদের অকথ্য নির্যাতনে শিকার হওয়া বৃদ্ধা নুরুল নেসা

সম্প্রতি লকডাউনের মধ্যেই আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে আরও এক বাঙালির মৃত্যু হয়। বন্দিশালায় মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ৩০ এর উপরে। করোনা-সংক্রমণ নিয়ে বাড়তি সতর্কতার মধ্যেও ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি নেই নাগরিক প্রমাণে ব্যর্থদের। অথচ দাগি অপরাধীরা অনেকেই ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়েছেন। দু’বছরেরও বেশি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট নোটিস দিয়েছে কেন্দ্র ও আসাম সরকারকে। এরপর দেশের এমন পরিস্থিতিতে আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে দু’বছরের বেশিদিন ধরে থাকা আবাসিকদের ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কদিন আগেই অসমের গোয়ালপাড়ার ডিটেনশন শিবির থেকে জামিনে মুক্তি পান বিদেশি সন্দেহে বন্দী কলকাতার আসগর আলি। এরপর মুক্তি পেলেন বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে থাকা অসুস্থ বৃদ্ধা নুরুল নেসা।

২০১৬ সালে অসমের হাফলং থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হয়েছিলেন ষাট বছরের অসুস্থ বৃদ্ধা নুরুল নেসা। তার বাবার বাড়ি কাছাড়ের মাসিমপুর এলাকায়। পেটের টানে কাজের জন্য

স্বামীর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন হাফলং। এখন তার স্বামী এবং বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। সীমান্ত পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর প্রথমে কোকরাঝাড় বেং পরে শিলচর সেন্ট্রাল জেলের ডিটেনশন শিবিরে থাকতে হয় তাকে। তিন বছর ডিটেনশন ক্যাম্প কাটানোর পর গত বুধবার তাঁর মুক্তি মেলে। ওইদিন খোলা আকাশের নিচে বেড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা নুরুন নেসা। তুলে ধরেন তিন বছর ধরে ডিটেনশন শিবিরে তার উপর টানা অকথ্য অতাচারের কাহিনি। নুরুন নেসার সঙ্গে এইদিন আরও দু'জন ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন। এরা হলেন সাধন মালাকার (৫৬) ও সুনীল রায় (৫৬)। এদের প্রত্যেককেই হাফলং-এর ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বিদেশি ঘোষণা করেছিলো।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে যেসব বন্দির মেয়াদ ৩ বছর পার হয়ে গিয়েছে তার শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু তবুও এদের মুক্তি মিলছিলো না। এখন লকডাউনের কারণে তাঁদের জামিনে মুক্তি মিলল। এঁদের প্রত্যেকেই বহু বছর ধরেই অসমে বসবাস করছেন। যেমন সাধনের। বাড়ি কাছাড়ের জামালপুর, আর সুনীল রায় থাকতেন হাফলঙে। আবার নুরুন নেসার বাড়ি ডিসাহাসাও জেলার হাফলং থানার কাশিপুরে। প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব এবং আইন লড়াই চালানোর মতো অর্থবল না থাকায় তাদের তিন বছর ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি জীবন কাটাতে হল। নুরুন নেসা দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুরোগে ভুগছেন। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন না। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে বারবার বলে চলেন, ওরা আমাকে খুব মারধর করেছে, অন্যদের জামা কাপড় ধুতে বাধ্য করেছে না করলে খাবার কেড়ে নিয়েছে। এমনকী প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুও জোটেনি।

জেলের ভিতর কাজ করতে গিয়ে হাতে মারাত্মক চোট পেলেও তার চিকিৎসা জোটেনি। নিজের স্বামী এবং সন্তানকে আগেই হারিয়েছেন। কাজেই আগের মতো মনের জোরও নেই, নেই শারীরিক সক্ষমতা। তবুও অসুস্থ শরীর নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে। লকডাউনের পর প্রথম দফায় হাফলঙের ১৪ জনকে ডিটেনশন মুক্ত করা হয়। কিন্তু নুরুন নেসার মুক্তি মেলেনি জামিন দারের অভাবে। শেষমেশ বুধবার মুক্তি মিলল। বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়িতে রওনা হওয়ার সময় শুধু বললেন, আমার মতো আর কাউকে যেন ডিটেনশন ক্যাম্পে আসতে না হয়। এর থেকে মরে যাওয়া ভালো।

সূত্র: টিডিএন বাংলা

দিল্লী কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রমজান পরিস্থিতি: ঠিকমতো নেই সেহরি, ইফতার

ইজহার আহমেদ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এক মাস পার করেছেন। যতদিন তার থাকার কথা, তার দ্বিগুণ সময় নয়াদিল্লীতে সরকারের আইসোলেশান ক্যাম্পে কাটিয়েছেন তিনি। কেন তাকে এখনও বাড়ি যেতে দেয়া হচ্ছে না, জানেন না তিনি।

৪০ বছর বয়সী আহমেদ দিল্লীর ওয়াজিরাবাদ এলাকার কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে আল জাজিরাকে বলেন, “এক মাসের মধ্যে তিনবার তার করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকবারই ফলাফল নেগেটিভ এসেছে”।

আহমাদের মতো তাবলিগ জামাতের হাজার হাজার সদস্যকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আটকে রাখা হয়েছে।

প্রতিকূল মিডিয়া প্রচারণা

তাবলিগ জামাতের সদস্যরা মিডিয়ার প্রতিকূল প্রচারণার শিকার হওয়ার পর থেকে হিন্দু কট্টরপন্থীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভাইরাস সংক্রমনের অভিযোগ তুলেছে, যেটার কারণে বিশ্বে দুই লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছে।

#করোনাজিহাদ হ্যাশট্যাগ দিয়ে টুইটারে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বহু নেতা তাবলীগের ধর্মীয় সমাবেশকে ‘করোনা সন্ত্রাস’ আখ্যা দিচ্ছে। অনেকেই বলছেন, এই ভাষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের ইসলামভীতিমূলক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

১ এপ্রিল আহমেদকে পুলিশ পূর্ব দিল্লীর শাস্ত্রি পার্ক থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি জানান, চার থেকে ছয়জন মানুষকে একসাথে অস্থায়ী কক্ষে রাখা হয়েছে। সেখানে কোন ফ্যান নেই, ফলে গরম গুমট পরিবেশে তাদেরকে থাকতে হচ্ছে।

সেহরি ও ইফতারিতে খাবারের অভাব নিয়েও হতাশা জানান তিনি। এর কারণে পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখাটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।

তিনি আল জাজিরাকে বলেন, “সেহরির সময় তারা কোন খাবার দেয় না এবং যখন ইফতারির সময় হয়, তখন আমাদেরকে কিছু খেজুর আর দুটো কলা দেয়া হয়”।

“আমরা বাড়ি চলে যেতে চাই, এখানে আমাদেরকে আটকে রাখার কোন কারণ নেই, বিশেষ করে যেখানে তিনবার আমাকে পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায়নি”।

প্লাজমা দান করলো জামাত সদস্যরা

তাবলিগি জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে যদিও অব্যাহত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, এর পরও দুই শতাধিক তাবলীগের সদস্য – যারা কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছেন – তারা অন্যান্য রোগিদের চিকিৎসার জন্য প্লাজমা দান করেছেন।

জামাতের নেতা সাদ কান্দালভীর বিরুদ্ধে দিল্লীর সমাবেশ আয়োজনের জন্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জামাত সদস্যদের প্রতি তাদের রক্তের প্লাজমা দান করার আহ্বান জানান। তার আহ্বানের পর জামাতের সদস্যরা প্লাজমা দান করলো।

সূত্র: আল জাজিরা

পূর্ব আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় গোয়েন্দা সদস্যসহ কতক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১লা মে (শুক্রবার) পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও কেনিয়ায় বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল "শাহাদাহ্ নিউজ"এ প্রচারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ তাদের অভিযানগুলোর মধ্যহতে ৩টি অভিযানই পরিচালনা করেছেন রাজধানী মোগাদিশুর তিনটি পৃথক পৃথক শহরে।

এর মধ্যে হেডেন শহরে মুজাহিদদের একটি সফল হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার এক মুরতাদ সদস্য। আর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থলেই উক্ত মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এছাড়া বাকি দুটি অভিযান মুজাহিদগণ রাজধানীর ওয়ার্দাকলী ও আল-মাসনায় শহরে মুরতাদ বাহিনীর সমগম স্থলে পরিচালনা করেন, উভয় স্থানে মুজাহিদদের বোমা হামলার শিকারে পরিণত হয় দেশটির সরকারি মুরতাদ বাহিনী। এসময় কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়। তবে তার নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

অপরদিকে মুজাহিদগণ তাদের অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন কেনিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যবর্তি "হুজনাকু" শহরে। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি। মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি লক্ষ্য করে ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও রকেট হামলা চালান। যা সফলভাবে ঘাঁটিতে গিয়ে আঘাত হানে।

যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি ধারণা করা হচ্ছে ঘাঁটিতে থাকা বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হল এক নাপাক সৈন্য

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মুজাহিদিন গত বুধবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "তাম্বুক" সীমান্ত এলাকায় ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত "টিটিপির" সম্মানিত মুখপাত্র উক্ত অভিযান সম্পৃক্ত এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানান যে, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা সদস্য।

০১লা মে, ২০২০

কাশ্মীর | মেলহুরায় শাহাদাত বরণকারী এজিএইচ এর শুহাদাগণ।

গত ২৮ এপ্রিল কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার মেলহুরা গ্রামে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মুশরিক ত্বাগুত বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৩৮ ঘন্টার এক লড়াইয়ের পর শাহাদাত বরণ করেছিলেন কাশ্মীর ভিত্তিক আল-কায়েদা মানহাযের সবচাইতে জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ" (এজিএইচ) এর ৩ জন জানবায মুজাহিদ। যাদের মাঝে এজিএইচ এর নায়েবে আমীর (ডিপুটি) ও রয়েছেন।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ এর পরিচালিত "আস-সীন্দ" মিডিয়া শাহাদাত বরণকারী উক্ত ৩ জানবায মুজাহিদের নাম ও ছবিও প্রকাশ করেছে। তারা হলেন:

১| এজিএইচ এর নায়েবে আমীর শহিদ বুরহান কোকা ওরফে আবু বকর শোপিয়ানী।
২| শহিদ নাছির বাট ওরফে আম্মার।

৩| শহিদ বিলাল খান ওরফে উমর ফিদাইন।

আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়াহ্ কায়েমের পথে অগ্রগামী এই উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী জানবায মুজাহিদ ভাইদের শাহাদাতকে কবুল করুন।

পশ্চিম আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদগণ পশ্চিম আফ্রিকায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক তীব্র ও সফল অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাকিতায় গত ২১ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী, মালির মুপ্টি প্রদেশে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে একটি শাক্তিশালি বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ।

আয-যাল্লাকা মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় মুরতাদ মালি সরকারি বাহিনীর ১২ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়।

একইভাবে ১৬ এপ্রিল মালির মানকা শহরের "আযলামান" এলাকায় ক্রুসেডার "মিনোসোমা" বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে সামরিকযানটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এসময় সামরিকযানে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

এর আগে গত ১৪ এপ্রিল একই শহরে মুরতাদ মালি সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন "জি.এন.আই.এম" এর মুজাহিদগণ। যার ফলে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

এরও আগে গত ৯ এপ্রিল মালির ঘাউ শহরের "মানবা" এলাকায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ বাহিনীর ৩০ সৈন্য নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে, এরপর মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন এবং ঘাঁটিটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

একই দিনে মালির পার্শ্ববর্তী দেশ বুর্কিনা-ফাসোর "সুলী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালান "জিএনআইএম" এর জানবায মুজাহিদগণ। এই

অভিযানে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় ৫ মুরতাদ সৈন্য, আর মুজাহিদগণ গনিমত হিসেবে লাভ করেন প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ২৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন প্রতিদিনের মত ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবারও আফগানিস্তান জুড়ে বেশকিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে জাউজান প্রদেশের "আকশাতাহ" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় হতাহত হয় মুরতাদ কাবুল সরকারের ৮ সেনা সদস্য।

একই প্রদেশে মুজাহিদদের অন্য একটি সফল হামলায় হতাহত হয় আরো ৬ এর অধিক মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে প্রদেশটির "খাওয়াজাহ"জেলায় তালেবান মুজাহিদদের আরো একটি হামলার শিকার হয় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে লুগার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান তালেবান মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এসময় গাড়িতে থাকা মুরতাদ বাহিনীর ৪ কমান্ডারসহ অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই প্রদেশের "বুল-আলম" শহরে মুজাহিদদের অন্য আরেকটি বোমা হামলায় ধ্বংস হয় মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান, যার ফলে সামরিকযানটিতে থাকা ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের আরো ৫২ সেনাকে মুক্তি দিল তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর জানবায তালেবান মুজাহিদিন ৩০ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশে তাদের কারাগারে বন্দী থাকা মুরতাদ কাবুল

সরকারের আরো ৫২ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে। বিভিন্ন সময় তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযানে কাবুল প্রশাসনের এসকল সৈন্যরা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছিলো।

তালেবানদের একজন মিডিয়া কর্মী "জুবায়ের জানান" জানান যে, ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইমারতে ইসলামিয়ার মাঝে স্বাক্ষরিত হওয়া চুক্তির অধিনে এসকল সৈন্যদেরকে মুক্তি দিয়েছে ইসালামি ইমারত আফগানিস্তান।

সোমালিয়া | মোগাদিশুতে মুজাহিদদের ৪টি হামলায় বহু মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৯ এপ্রিল সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ঐসকল অভিযানগুলোর মধ্যে হিডেন শহরে পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয় ১ মুরতাদ সৈন্য।

বাকি অভিযানগুলো চালানো হয় রাজধানীর জুবায়দা, বাকেরা ও ওয়ার্দাকলী এলাকায়। মুজাহিদদের এই তিনটি হামলাতেও কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হলেও শাহাদাহ্ নিউজ হতে তার নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান জানা যায়নি।

মুম্বাইয়ে ৯৫ পুলিশকর্মী করোনা পজিটিভ, বিপাকে উদ্ধব প্রশাসন

করোনায় সংক্রমণে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে ইতিমধ্যেই ৭৬২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এবার পুলিশের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল সেই ভাইরাস। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে ২ পুলিশের মৃত্যু হয়েছে। করোনা পজিটিভ হয়েছেন ৯৫ পুলিশ কর্মী। মৃত দুই পুলিশ কর্মীর মধ্যে রয়েছেন হেড কনস্টেবল সন্দীপ সুরে(৫২) ও চন্দ্রকান্ত পেন্ডুরকর। পেন্ডুরকর কর্মরত ছিলেন ভাকোলা থানায়। গত ২২ এপ্রিল তিনি বলেন শরীর খারাপ করছে।

এদিকে, পুলিশ কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ায় বিপাকে পড়েছে উগ্রবাদী প্রশাসন। মুম্বাইয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ৪০ জন পুলিশকর্মী ভর্তি রয়েছেন। আরও ৫০ জন করোনায় আক্রান্ত। ফলে চিন্তা বেড়েছে উদ্ধব ঠাকরে প্রশাসনের।

যোগীরাজ্যে ফের মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে প্রাণনাশের হুমকি দিলো সন্ত্রাসী বিজেপি নেতা

গত মঙ্গলবার মুসলিম সবজি বিক্রেতাদের বয়কট করার হুমকি দিয়েছিলো সন্ত্রাসী দল বিজেপির বিধায়ক মালাউন সুরেশ তিওয়ারি। এবার ফের এক মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপির আরেক মালাউন বিধায়ক। আর এবারও সেই যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ। নিজের বাড়ির সামনে এক মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে হুমকি দেয় মাহোবা জেলায় চারখারির বিজেপি বিধায়ক মালাউন ব্রিজভুষণ রাজপুত।

খবরে উঠে এসেছে, "এলাকার কোথাও যেন আর না দেখি", বলে মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে হুমকি দেয় বিজেপি বিধায়ক ব্রিজভুষণ রাজপুত। খবরে আরো বলা হয়েছে, একাধিকবার ওই সবজি বিক্রেতাকে নাম জিজ্ঞেস করা হয়। কিন্তু দুদিন আগে এক মুসলিম সবজি বিক্রেতাদের কাছ থেকে কোনো কিছু কিনতে বারণ করেন বিজেপির আর এক বিধায়ক। তাই সে ভয়ে নিজের প্রকৃত নাম গোপন করে হিন্দু নাম বলেছিলেন, এবং তাঁকে হেনস্থা করেন ব্রিজভুষণ রাজপুত। কামেরার সামনেই সবজি বিক্রেতাকে হুমকি দেন। নিজের মন্তব্য ও ভিডিও করে রাখেন বিধায়ক।

তিনি বলেন, “তোমাদের এই এলাকায় আর যেন না দেখা যায়। আমরা যদি তোমায় আবারও দেখি, তাহলে তোমায় মারব, এবং শিক্ষা দেব”।

ভারতে তাবলিগ জামাতের ১০ বাংলাদেশী মুসলিম আটক

ভারতে তাবলিগ জামাতের ১২ সদস্যকে আটক করা হয়েছে, যার ১০ জনই বাংলাদেশি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ এইট্টিনের খবরে বলা হয়, দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজে গত মার্চে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেওয়া ১২ জনকে মধ্যপ্রদেশের শিবপুর থেকে আটক করা হয়েছে। এদের ১০ জন বাংলাদেশি, বাকি দুজন পশ্চিমবঙ্গের।

শিবপুরের মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ সুপার সম্পাত উপাধ্যায় বলেন, 'তাবলিগ জামাতের যাদেরকে করোনা ছড়ানোর অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, এই ১২ জন সে তালিকায় রয়েছে। তাদের করোনা পরীক্ষা করা হলে তা নেগেটিভ এসেছে।'

গত মার্চে দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজে তাবলিগ জামাতের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাবলিগের এ সমাবেশে অংশ নেওয়া ৯৬০ বিদেশিকে কালো তালিকাভুক্ত করে ভারত। এ তালিকায় ৭৩ বাংলাদেশি ছিলেন, যার মধ্যে এ ১০ জনও রয়েছেন।

সূত্র: আমাদের সময়

সন্ত্রাসী র‍্যাব-১১'র ১৭ সদস্য করোনায় আক্রান্ত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সন্ত্রাসী র‍্যাব-১১ এর দফতরের ১৭ জন সদস্যের করোনাভাইরাস পজেটিভ পাওয়া গেছে। র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক (সিও) লে. কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার বুধবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, 'র‍্যাবের সদস্যদের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিলেই হোম কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। এ মুহূর্তে র‍্যাবের ৩৯ জন সদস্য আইসোলেশনে আছে। তাদের মধ্যে ১৭ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আর এ ১৭ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ।'

এ পর্যন্ত র‍্যাবের-১১ এর ২১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ জনের রিপোর্ট এসেছেন। তার মধ্যে ১৭ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ আর অন্যদের নেগেটিভ এসছে। ১২১ জনের রিপোর্ট এখনও আসেনি।

রিপোর্ট: আমাদের সময়

মাস্কের মান নিয়ে প্রশ্ন করার পর ওএসডি চিকিৎসক

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে দেওয়া মাস্কের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রাজধানীর একটি হাসপাতালের পরিচালককে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

ওএসডি হওয়ায় চিকিৎসকের নাম শহিদ মো. সাদিকুল ইসলাম। তিনি ৫০০ শয্য বিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন।

মাস্কের মান নিয়ে মতামত জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠিও দিয়েছিলেন সাদিকুল ইসলাম। বুধবার তাকে ওএসডি করে আদেশ জারি করা হয়। এ সংক্রান্ত চিঠি তিনি হাতে পেয়েছেন।

তবে সাদিকুল ইসলামকে কেন ওএসডি করা হয়েছে, আদেশে এর কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। এ ব্যাপারে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

খবর: আমাদের সময়

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষাসামগ্রী ও মাস্ক দেয়া হচ্ছে। রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালেও সুরক্ষাসামগ্রী ও মাস্ক দেওয়া হয়। তবে 'এন–৯৫' মাস্কের নামে যে মাস্ক দেওয়া হয় তার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট মাস্কের (এন-৯৫) বদলে মোড়কে দেওয়া হয়েছিল মুন্সিগঞ্জে তৈরি করা মাস্ক।

এ ব্যাপারে গত ১ এপ্রিল শহিদ মো. সাদিকুল ইসলাম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ বিষয়ে একটি চিঠি দেন। তাতে বলা হয়, হাসপাতালের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ মার্চ কেন্দ্রীয় ঔষধাগার অন্যান্য মালামালের সঙ্গে ৩০০টি এন–৯৫ মাস্ক সরবরাহ করেছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান এই মাস্কের প্রস্তুতকারী। এই মাস্কগুলো প্রকৃতপক্ষে 'এন–৯৫' কি না, সে বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী টেলিফোনে হাসপাতালের পরিচালকের কাছে জানতে চেয়েছেন। চিঠিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

চাল চোর যুবলীগ নেতার গোডাউন থেকে ১২০০ বস্তা চাল উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকায় এক যুবলীগ নেতার গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ওই যুবলীগ নেতার গোডাউন থেকে ১২০০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে।

নয়া দিগন্তের সূত্রে জানা যায়, মদনপুর ইউনিয়ন চাল চোর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ ভূঁইয়ার মদনপুর কেওঢালা হায়দার নিট কম্পোজিট গোডাউনে চাল মজুদ করে রাখা হচ্ছে- এমন খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। এসময় চালগুলো জব্দ করে গোডাউনটি সিলগালা করে দেয়া হয়।

আশুলিয়ায় চাকরি পুনর্বহালে কারখানার সামনে শ্রমিকদের অবস্থান

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে নিজেদের কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের একটি তৈরি পোশাক কারখানা। জামগড়ার কাঠালতলা এলাকার ভ্যাটিকান নিটওয়ার লিমিটেডের ছাঁটাইকৃত প্রায় ৩০০ শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, চলতি এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে গত মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করেছে কারখানাটি। এ সময় কারখানা থেকে জানানো হয়, শ্রমিকদের আর চাকরি নেই। নতুন করে অন্য কোথাও চাকরির ব্যবস্থা করতে বলা হয়। এভাবে কোনো নোটিশ না দিয়ে শুধু মৌখিকভাবে চাকরিচ্যুত করা যায় না জানিয়ে শ্রমিকরা বলেন, চাকরিচ্যুত করতে হলে আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এমন চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে চলে যায় কর্তৃপক্ষ। ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো সাড়া না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নেন।

খবর: কালের কণ্ঠ

মালিকরা বেআইনিভাবে শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার জন্য চেষ্টা চলছে। অবিলম্বে শ্রমিকদের পুনর্বহাল করার দাবি জানান তারা।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ১৬ মুরতাদ সৈন্য হতাহত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন গত ২৯ এপ্রিল আফগানিস্তানের সামানগান প্রদেশের দারা-সোফ জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুরতাদ কাবুল সরকারের প্রাদেশিক কাউন্সিলর রাজ মুহাম্মদ জানিয়েছে, তালেবান যোদ্ধারা রাতে আমাদের ফাঁড়িতে একটি তীব্র অভিযান চালায়েছে। যার ফলে আমাদের ৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো ৭ সেনা।

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত ১৩ সৈন্য হতাহত।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত ২৮ এপ্রিল দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালানা করেছে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

শাহাদাহ নিউজের বরাতে জানা যায়, গত ২৮ এপ্রিল দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশের ওরমাহান এলাকায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত সোমালিয় মুরতাদ বানক্রুফ্ট ফোর্সের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদিন।

দীর্ঘক্ষণ যাবৎ চলা এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের রণকৌশলের সামনে পরাজিত হয়েছে ক্রুসেডারদের প্রশিক্ষিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে বানক্রুফ্ট সদস্যদের ১টি সামরিক ট্রাক ও ১টি গাড়ি।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর হিডেন শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে অপর একটি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এই অভিযানে হতাহত হয়েছে কমান্ডারসহ ৬ এর অধিক সোমালিয় মুরতাদ সেনা সদস্য।